উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,২৫৯.২৪ (-৩৭৫.২৪)

নিফটি : ২৫,১১১.৪৫ (-১০০.৬০)

ভুয়ো বিবাহে বুঁদ জেন জেড

এক সময় ভারতে বহুবিবাহ ট্রেন্ড ছিল। এখন জায়গা নিতে চলেছে ভুয়ো বিবাহ! ভারতের প্রায় সমস্ত বড় শহরের পার্টি সংস্কৃতিতে এখন নতুন মজা যোগ হয়েছে-'ফেক ওয়েডিং'। » ৭

রায় পরিবারের বাড়িই নয়!

ময়মনসিংহে বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৫°	২৮°	৩৪°	২৬°

দুর্গাপুরে আজ মোদির সভা » ৫

১ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 18 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 61

হাতিকে খাইয়ে কারকিদাকাম উৎসবের সূচনা। ত্রিশূরে বৃহস্পতিবার।

পড়শিদের মুখ বসিয়ে নগ্ন ছবি

এর আগে ডিপফেকের শিকার হয়েছিলেন অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা। সেই তালিকায় পরবর্তীতে জুড়েছেন আরও। এবার প্রযুক্তির অপব্যবহারের শিকার আলিপুরদুয়ারের মহিলারা।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : মহিলাদের ভুয়ো নগ্ন ছবি বানিয়ে তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি চক্র সক্রিয় আলিপুরদুয়ার শহরে। পুলিশ তার হদিস পেয়েছে। সেই চক্রের সঙ্গে জড়িত এক তরুণকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। তবে চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য এখনই সেই তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের রোষ আছড়ে পড়েছে সেই তরুণের ওপর। প্রতিবেশীরা ইতিমধ্যেই সেই তরুণকে শাসিয়ে এসেছেন।

স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা খুবই নিন্দনীয়। অভিযুক্ত তরুণের কথা শুনেছি। তবে এই বিষয়ে আমার কাছে কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি।'

গত কয়েকমাস ধরে এলাকার একাধিক মহিলার এমন ভুয়ো অশালীন ছবি বানাবার অভিযোগ উঠেছে সেই তরুণের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস আগে প্রতিবেশী এক মধ্যবয়স্ক মহিলার অশালীন ছবি তৈরি করে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বলে অভিযোগ। সেখানে সেই মহিলার আসল নাম ও ফোন নম্বর তিনি ব্যবহার করেন। সেই মহিলার তথ্য ও ভুয়ো ছবি ব্যবহার করে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়। তারপর সেই প্রোফাইল দেখে অনেকেই সেই মহিলার নম্বরে ফোন করতে শুরু করেন। অতিষ্ঠ হয়ে সেই মহিলা

বাড়িতে সব জানান। পরে পরিবারের তরফ থেকে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে এই তরুণের সন্ধান পায়। তদন্ত করে দেখতে পায়, কেবল সেই মধ্যবয়স্ক মহিলাই নয়, আশপাশের এলাকার অনেক মহিলার ভুয়ো ছবি রয়েছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেই তরুণের কাছে। প্রথমে তো এলাকার বাসিন্দারা কিছু জানতেন না। তবে পুলিশের আনাগোনা দেখে বাকিদের সন্দেহ হয়। তাঁরা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করতেই সব কথা জানাজানি হয়ে যায়। তারপরেই স্থানীয়রা ওই তরুণের বাড়ি চড়াও হন। অভিযুক্ত তরুণকে চেপে ধরতেই তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করে নেন বলে স্থানীয়দের দাবি। তখন সেই তরুণকে হুমকি দেওয়া হয়। মারধরও করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার কথা প্রকাশ করেনি কেন? সেই তরুণকেই বা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন? উত্তরে তদন্তের কথাই বলছে পুলিশ। ওই তরুণ সামনে থাকলেও এর পিছনে একটি চক্র জড়িত রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। সেই তরুণ ছবিগুলি জোগাড় করে কাউকে পাঠাতেন।

এরপর দশের পাতায়

নামেই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়

মেলেনি স্ট্যাটিউট ও ইসি'র অনুমোদন

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা হয়েছে প্রায় সাত বছর আগে। কিন্তু এতদিনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট অনুমোদন পেল না। এমনকি ইসি বা এগজিকিউটিভ কাউন্সিলে আচার্য তাঁর মনোনীত দুজন সদস্যের নামও পাঠাননি। দুটি ক্ষেত্রেই ফাইল নাকি আটকে আছে রাজ্যপালের কাছে। আর এখন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনকানুন না থাকায় এবং ইসি'র সদস্য না থাকায় স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজও কোনও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারছে না। এমনকি ন্যাকের ভিজিটও হচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন স্পনসর্ড প্রোজেক্ট থেকে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সব থমকে পড়েছে। যা নিয়ে জেলার শিক্ষা মহলে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

যদিও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'স্ট্যাটিউটের অনুমোদন না হওয়া এবং ইসি সদস্য না থাকায় আমাদের বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে আমরা দুটো বিষয়ের জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে আচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। আমাদের আশা খুব দ্রুত স্ট্যাটিউট অনুমোদন এবং ইসি'র দুজন সদস্য পেয়ে যাব।'

সমস্যার পাহাড়

- উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের স্পনসর্ড প্রোজেক্ট পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়
- এমনকি পরিকাঠামোগত উন্নয়নও থমকে রয়েছে
- ন্যাকের পরিদর্শনের পর সার্টিফিকেট মেলার কথা
- স্ট্যাটিউটের অনুমোদন না মেলায় এবং ইসি সদস্য না থাকায় সেটাও সম্ভব হচ্ছে না

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'দুটি বিষয় নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বিষয়টি আমি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর গোচরে নিয়ে আসব।'

২০১৮ সালে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মেলে। তার দু'বছর পর উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, অনুমোদনের সাত বছর পরেও এখনও তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্ট্যাটিউটই অনুমোদিত হয়নি। এই অবস্থায় আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যার পাহাড় জমতে শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের স্পনসর্ড প্রোজেক্ট পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি পরিকাঠামোগত উন্নয়নও থমকে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মাথায় ন্যাকের পরিদর্শনের পর সার্টিফিকেট মেলার কথা। কিন্তু স্ট্যাটিউটের অনুমোদন না মেলায় এবং ইসি সদস্য না থাকায় সেটাও সম্ভব হচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে। তবে আশার কথা সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্ট্যাটিউট বা ইসি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? স্ট্যাটিউট হল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব আইনকানুন। এটা তৈরি না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হবে না। এটা গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডি তৈরি হয়। *এরপর দশের পাতায়*

২১শে জুলাই-ই উত্তরকন্যা অভিযান

রিমি শীল ও রাহুল মজুমদার

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : শেষপর্যন্ত মুখ পুড়ল পুলিশের। পুলিশ অনুমতি না দিলেও বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান হচ্ছেই। হবে সেই ২১শে জুলাই-ই। যেদিন কলকাতায় তৃণমূলের মেগা ইভেন্ট- শহিদ স্মরণ সমাবেশ। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রথম অভিযানটির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় যুব মোর্চা হাইকোর্টে আবেদন জানায়।

সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযানের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ এক্স হ্যান্ডেলে হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরিজিৎ দাসের বক্তব্য, 'আদালতের রায় মেনে কাজ হবে।'

হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে বারবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'আমাদের বিরোধী দলনেতা যখনই কোনও কর্মসূচি করতে চান, তখনই পুলিশ অনুমতি দেয় না। বারবার হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হয়েছে। এবারও ফের পুলিশের মুখ পুড়ল।'

আদালত অবশ্য বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে ওই কর্মসূচির জন্য। শর্তগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সবচেয়ে বড় শর্ত হল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেঁধে দেওয়া। আদালতের নির্দেশে উত্তরকন্যা অভিযানে ১০ হাজারের বেশি লোকের জমায়েত করা যাবে না। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে বহু মানুষের মিছিলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ হয়ে উত্তরকন্যায় যেতে হবে।

এরপর দশের পাতায়

ইউনূসকে উৎখাতের ডাক হাসিনার

'যা আছে, তা নিয়ে পথে নামুন'

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৭ জুলাই : যেন শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকের পুনরাবৃত্তি। সেই আহ্বানের ৫৪ বছর পর একেবারে এক সুর মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার গলায়। যাঁর হাতে যা আছে, নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন মুজিব। হাসিনা বললেন, 'ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই। যা আছে, তা নিয়ে এখনই পথে নামতে হবে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।'

১৯৭১-এর মার্চের এক গভীর রাতে পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর বার্তা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসের সমাপতন যেন ২০২৫-এও, বুধবার মাঝরাতে গর্জন শোনা গেল তাঁর কন্যার মুখে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিকে ঘিরে বুধবার উত্তাল হয়েছিল পরিস্থিতি। সেনা-পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মুজিব, হাসিনাদের পৈতৃক গ্রামে অন্তত ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে।

> বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নেই। নিরাপত্তা নেই। এনসিপির চাঁদাবাজি, মস্তানির জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এনসিপির কারণেই গোপালগঞ্জে সাতটা প্রাণ ঝরে গেল।
>
> **শেখ হাসিনা**

এরপরই সরাসরি ইউনূস সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেন হাসিনা। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নেই। নিরাপত্তা নেই। এনসিপির চাঁদাবাজি, মস্তানির জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এনসিপির কারণেই গোপালগঞ্জে সাতটা প্রাণ ঝরে গেল। অথচ সমস্ত দোষ ছাত্র লিগের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' দেশ থেকে পালিয়ে আসার পর এই প্রথম তিনি সরাসরি সেনাবাহিনীর সমালোচনা করলেন।

মুজিব-কন্যা বলেন, 'যাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

সমীক্ষায় ভয় জাগে, সপ্তনদী ভুলে নিদ্রায় নেতারা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

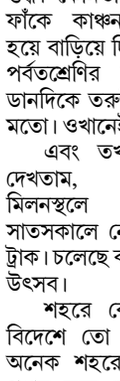

প্রথম প্রথম শিলিগুড়িতে আসার পরে, কোনও সকালে নৌকাঘাট ব্রিজে মহানন্দা ও বালাসনের সংগমে দাঁড়িয়ে থাকতাম স্তব্ধ। কোনওদিন দূর পর্বতশ্রেণির ফাঁকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আবছা উঁচু হয়ে বাড়িয়ে দিত মাথাটি। এলাকার পর্বতশ্রেণির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ ডানদিকে তরুণীর কপালের টিপের মতো। ওখানেই লাটপাঞ্চার।

এবং তখনই নীচে তাকিয়ে দেখতাম, বালাসন-মহানন্দার মিলনস্থলে অন্য 'উৎসব'। সাতসকালে নেমে পড়েছে অসংখ্য ট্রাক। চলেছে বালি ও পাথর তোলার উৎসব।

শহরে কোনও নদী থাকলে বিদেশে তো বটেই, ভিনরাজ্যের অনেক শহরে তা পর্যটক টানার প্রধান কেন্দ্র। সকাল থেকে মধ্যরাত চলে উৎসবের বারোমাস্যা। লন্ডনের টেমস, প্যারিসের শিন, মস্কোর মস্কোভা, ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক--উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর তুলনায় খালের মতো। অথচ সেখানে কত বিনোদনের ছররা। আমরাই শুধু পারিনি নদীকে নদী হিসেবে তুলে ধরতে।

আমরা দেবপ্রয়াগের কথা শুনি, যেখানে অলকানন্দা-ভাগীরথী মেশে। তিস্তাবাজারের কাছে তিস্তা-রঙ্গিতের হাত ধরার জায়গা ত্রিবেণির ধ্বংস হওয়া দেখে দুঃখিত হই। এলাহাবাদের ত্রিবেণি সংগমের খোঁজ রাখি। লাদাখে সিন্ধু ও জানস্কারের মিলন দেখতে যাই। রূপনারায়ণ ও দামোদরের গঙ্গায় মেশার গ্রামে পিকনিক করতে যাই। জামানির কোবলেন্সে রাইন ও মোসেল নদীর হাত ধরা দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি। আমেরিকার পিটসবার্গে অ্যালেঘেনি ও মোনোগাহেলা মিশে ওহাই নদী তৈরির জায়গার ছবি পোস্ট করি।

শুধু মহানন্দা-বালাসনের মিশে যাওয়ার কেন্দ্রকে পর্যটকের কাছে তুলে ধরতে পারি না। ক্রমশ অচ্ছুত থেকে যায়। সপ্তনদীর শহরে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান থাকে অথই জলে।

উত্তরবঙ্গের সব শহরেরই সঙ্গী কোনও না কোনও নদী। অধিকাংশ জায়গায় তা আবর্জনা ফেলার জায়গা। সপ্তাহ তিনেক আগে শিলিগুড়িতে মহানন্দার প্রথম ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে। আকাশ দিয়ে যাচ্ছে বিমান। রেলব্রিজ দিয়ে টয়ট্রেন। এমন স্বর্গীয় দৃশ্যের মাঝে দেখি উলটোদিকে এক তরুণী হাতের ব্যাগ থেকে সাদা জামাকাপড়, চাদর পরপর ফেলে যাচ্ছে। হয় হাসপাতাল, না হয় হোটেলের বর্জ্য। দেখেই বুঝবেন, প্রতিদিনের ব্যাপার।

সপ্তনদী দিয়ে ঘেরা থাকলে ইউরোপ-আমেরিকার যে কোনও শহর বিশ্বের সেরা আকর্ষণের একটা হয়ে উঠত। শিলিগুড়ির নদীরা কেন শহরের অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে না,

এরপর দশের পাতায়

রোগীকে খুবলে খেল কুকুর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : আস্ত একটা মানুষের শরীর খুবলে খেল কুকুর। মানুষটি আদৌ মৃত ছিলেন নাকি কুকুরের অত্যাচারেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই অমানবিক, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। এত নিরাপত্তারক্ষী, রাতে টহলদারির ব্যবস্থা থাকার পরেও কেন এই কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এতে তেমন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখছে না। রাত পর্যন্ত অবশ্য ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

কলেজ অধ্যক্ষ এবং মেডিকেল সুপারের যৌথ দায়িত্বে থাকা ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'দীর্ঘদিন কুকুরের অত্যাচার চলছে। এখানকার চিকিৎসকদেরও কামড়েছে। কুকুরের আতঙ্কে চিকিৎসক, নার্সরা ওয়ার্ডে যেতে ভয় পান। বহুবার এটা নিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মেটেনি।' অর্থাৎ রোগীর দেহ খুবলে খাওয়ার ঘটনাও যে অস্বাভাবিক কিছু নয় সেটা মেডিকেল প্রশাসনের বক্তব্যেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুপারের কথা, 'প্রচুর বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি আছে। তারপরও এমন ঘটনা কেন ঘটল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেসরকারি নিরাপত্তা এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ হাসপাতালের কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী ডিউটিতে যাওয়ার সময় রেডিওথেরাপি ও অঙ্কোলজি বিভাগের করিডরে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির চারপাশে ছয়-সাতটি কুকুরকে ঘুরঘুর করতে দেখেন। এগিয়ে যেতেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন। দেখতে পান,

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ঘুরছে সারমেয়র দল। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

ওই মৃত ব্যক্তির ডান পায়ের উরু থেকে নীচের অংশ আলাদা করে কুকুর খুবলে খাচ্ছে। এই খবর পেয়ে নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মরত নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মেডিকেল কর্তাদের খবর দেওয়া হয়। কর্তাদের নির্দেশেই দ্রুত ওই দেহটি সেখান থেকে তুলে মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নলরাজার গড় নাকি চিলারায়ের!

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : চিলাপাতার জঙ্গলে থাকা হেরিটেজ গড় নিয়ে নতুন করে তৈরি হল বিতর্ক। গড়টি 'নলরাজার গড়' হিসেবেই পরিচিত। রাজ্য হেরিটেজের তালিকাতেও গড়টির নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তবে গড়টি নলরাজা তৈরি করেছিলেন সেকথা মানতে নারাজ রাজবংশী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন। তাঁর সাফ কথা, 'কোনও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নথি ছাড়াই গড়টিকে নলরাজার তৈরি বলা হচ্ছে।' তাঁর দাবি গড়টি আসলে তৈরি করেছিলেন কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি চিলা রায়। গড়টির নামকরণ 'চিলা রায়ের গড়' হওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন বংশীবদন। ইতিমধ্যেই তিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠিয়ে দাবির কথা জানিয়েছেন।

আপাত দৃষ্টিতে গড়ের নামকরণ বিতর্ক নিতান্তই সাধারণ বিষয় মনে হলেও এর সঙ্গে রাজবংশী ভাবাবেগ যুক্ত থাকায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে। কোচবিহারের সবক'টি বিধানসভা কেন্দ্র তো বটেই, আলিপুরদুয়ারের একাধিক বিধানসভাতেও রাজবংশী ভোট জয়, পরাজয়ের ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর। ক'দিন আগেই মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে বিতর্কে তোলপাড় হয়েছে কোচবিহার। পরিস্থিতি সামলাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। গড় নিয়ে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বংশীবদন। তাদের দাবি মানা না হলে আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ওই রাজবংশী নেতা। সেটাই ভাবাচ্ছে রাজ্যের শাসকদলকে। ২০২৬-এর বিধানসভার আগে বংশীবদনরা গড় নিয়ে সরব হলে তা রাজবংশী ভাবাবেগ এবং ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশই।

নাম পরিবর্তন চেয়ে চিঠি বংশীবদনের

এই গড় নিয়েই এখন নয়া বিতর্ক।

বংশীবদন যে চিঠি পাঠিয়েছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, কোচবিহার মহারাজা নরনারায়ণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাঁর ভাই চিলা রায় (শুক্লধ্বজ)। সেই সময় কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে ভুটানের মাঝেমধ্যেই লড়াই হত। সেজন্য চিলাপাতার জঙ্গলে সৈন্যদের থাকার জন্য ওই গড়টি তৈরি করা হয়েছিল। মহাভারতে উল্লিখিত দ্বাপর যুগের নলরাজা চিলাপাতায় এসে গড় তৈরি করেছিলেন তার কোনও প্রামাণ্য তথ্য বা নথি না থাকা সত্ত্বেও কেন গড়টিকে নলরাজার গড় বলা হচ্ছে সেই প্রশ্নও তুলেছেন বংশীবদন। গড়ের সঠিক ইতিহাস যে এখনও জানা যায়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রমোদ নাথ। তাঁর কথা, 'ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের তরফে ডাকা একটি বৈঠকে গড় সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। কোচবিহারের রাজাদের ইতিহাসের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জড়িয়ে রয়েছে। গড়ের আসল ইতিহাসটি আমরাও জানার চেষ্টা করছি।'

এরপর দশের পাতায়

রেশম চাষে স্বর্ণযোগ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৭ জুলাই : সোনার বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল (জীবঘটিত ক্ষুদ্র কণা) তৈরি করে রেশম পোকায় প্রবেশ করিয়ে রেশম চাষে তথা শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভব। এমনটাই দাবি করলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকরা। ইতিমধ্যে এই কাজটি গবেষণার পর্যায়ে সাফল্য লাভ করেছে বলে দাবি তাঁদের। আন্তর্জাতিক জার্নালে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল আগামীতে রেশম চাষে নতুন দিশা দেখাবে বলে দাবি তাঁদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় মুগা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাছেও গবেষণার ফলাফল পাঠিয়েছে। যাতে তত্ত্বটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক দেবনির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতকুমার মণ্ডল, আবদুল সাদাত এবং গবেষক তৃষাঞ্জন বিশ্বাস একত্রে গবেষণাটি করেছেন। যদি আগামীতে রেশম চাষে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে রেশমের মান অনেকটাই ভালো হবে বলে দাবি অধ্যাপক ও গবেষকদের।

এর আগে গবেষণায় তাঁরা সিলভার ন্যানো পার্টিকল রেশম পোকার উপর প্রয়োগ করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, পোকার ওজন, জীবনধারণ ক্ষমতা, গুটি ও পিউপার ওজন এবং খাদ্যগ্রহণের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন হয় তার উত্তর খুঁজে পাননি তাঁরা। তার কারণ অনুসন্ধানে গিয়েই নতুন দিক খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি অধ্যাপকদের।

অধ্যাপক অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, 'রেশমের লার্ভার বেশ কিছু পর্যায় রয়েছে। যে পর্যায়ে তারা পাতা খাওয়া শুরু করে, সেই সময় রেশম পাতার মধ্যে সোনার এই বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করেই রেশম পোকাদের খাওয়ানো

রায়গঞ্জে গবেষণা

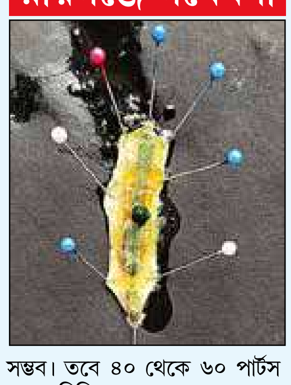

সম্ভব। তবে ৪০ থেকে ৬০ পার্টস পার মিলিয়ন মাত্রায় তা স্প্রে করতে হবে। লার্ভারা সেটি খাওয়ার পর তাদের শরীরের ভিতরের মাইক্রোবায়োম-এর পরিবর্তন ঘটছে। যাতে তাদের কর্মক্ষমতা অনেক গুণ বাড়ছে।'

সোনার এই ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করতে খুব বেশি খরচ নেই। মাত্র ৩০ থেকে ৪০ টাকার সোনার বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করে প্রায় এক বিঘা জমিতে রেশমের উৎকর্ষ বাড়ানো সম্ভব বলে দাবি গবেষকদের।

এনবিএসটিসি'র ১২টি জমি বেহাত

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় দীর্ঘ বছর ধরে বহু জমি জবরদখল হয়ে আছে এনবিএসটিসি'র। প্রশাসনিক জটিলতার পাশাপাশি সেগুলির কোথাও বাড়িঘর, দোকানপাট ইত্যাদি গড়ে ওঠায় সে সমস্ত জমি নিজেদের নামে করাতে চরম হিমসিম অবস্থা নিগমের।

জমিগুলি এখনও নিজেদের নামে করাতে পারেনি নিগম। কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, জমিগুলির দখলস্বত্ব থাকলেও এখনও সংস্থার নামে রেকর্ডই হয়নি। গোটা রাজ্যে এরকম ১২টি জমি রয়েছে। যেমন শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কিতে থাকা জমি, কালিম্পং, বক্সিরহাট, মাথাভাঙ্গা ডিপো, বালুরঘাট, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, সিউড়ি ডিপো ইত্যাদি। মোট ৫৪ বিঘা জমি। যেগুলি এখনও সংস্থা তার নিজের নামে করতে পারেনি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'গোটা রাজ্যে আমাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি জমি মামলাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকি ৪৪টি জমি আমাদের দখলে থাকলেও এতদিন আমাদের নামে ছিল না। সম্প্রতি এর মধ্যে ৩২টি জমি আমরা আমাদের সংস্থার নামে করিয়েছি। বাকি ১২টি জমিও নিজেদের নামে করার প্রক্রিয়া চলছে।'

নিগমের দখলস্বত্বে থাকা পানিট্যাঙ্কির যে জমি রয়েছে, সেটি আগে চা বাগানের মালিকের ছিল। পরে সেটি সরকার নেয়। বর্তমানে এটি সরকারের জিরো খতিয়ানের জমি হিসেবে রয়েছে। কিন্তু সেই জমির বেশ কিছু অংশে দোকান, বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। কালিম্পংয়ের জমিটি রয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে। জমিটি অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় সেখানে অ্যাপ্রোচ রোড করা যাবে কি না, তা নিয়ে গড়িমসি রয়েছে। সিউড়ি ডিপোর জমিটি জেলা পরিষদের অধীনে রয়েছে। মাথাভাঙ্গা ডিপোর জমিটি পুরসভার অধীনে রয়েছে। ফলে দীর্ঘ বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে থাকায় সরকারি পদ্ধতি মেনে জমিগুলি এখনও এনবিএসটিসি'র নামে রেকর্ড হয়নি। এর পাশাপাশি জমিগুলির বিভিন্ন অংশ জবরদখল হয়ে থাকায় দখলমুক্ত করতে নিগমকে সরকারি দপ্তরগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সুত্রে জানা গিয়েছে রাজ্যে তাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। সেগুলির পরিমান সবমিলিয়ে প্রায় ২৬০ বিঘা। এতদিন এর মধ্যে কোন জমিই এনবিএসটিসির নামে ছিল না। তবে এর মধ্যে ১২টি জমি তারা নিজেদের নামে এখনও করাতে না পারলেও সম্প্রতি ৩২টি জমি তারা তাদের নিজেদের নামে করিয়েছে। এই জমিগুলির মধ্যে কোচবিহারের বাস টার্মিনাস, এমডি বাংলো, পরিবহণ ভবন, নিউ কোচবিহারের ওয়ার্কশপ, শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির ডিপো, জলপাইগুড়ি ডিপো সহ বিভিন্ন জমি রয়েছে। এই জমির মোট পরিমান প্রায় ২০০ বিঘা।

সংস্থা সুত্রে জানা গিয়েছে জমিগুলি নিজেদের নামে করাতে পারলে সরকারী অনেক সুযোগ-সুবিধাও পাবে তারা।

> গোটা রাজ্যে আমাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি জমি মামলাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকি ৪৪টি জমি আমাদের দখলে থাকলেও এতদিন আমাদের নামে ছিল না। সম্প্রতি এর মধ্যে ৩২টি জমি আমরা আমাদের সংস্থার নামে করিয়েছি। বাকি ১২টি জমিও নিজেদের নামে করার প্রক্রিয়া চলছে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়** চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

চা পান বাড়াতে প্রস্তাব চাষিদের

নাগরাকাটা, ১৭ জুলাই : নতুন প্রজন্মকে চা পানে আগ্রহী করে তুলতে না পারলে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এজন্য টি বোর্ড 'ওয়ান কে টি ড্রিংক' কর্মসূচি হাতে নিক, এমনটা চাইছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এর অর্থ মাথাপিছু চা পানের পরিমাণ ১ কেজি করা। যা বর্তমানে শহরাঞ্চলে ৯২৫ গ্রাম ও গ্রামীণ এলাকায় ৭৯৭ গ্রাম।

ইতিমধ্যেই ওই প্রস্তাবের কথা টি বোর্ডের উপনির্দেশকের কাছে জানিয়েছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)। সংগঠনের সভাপতি ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "দেখা গিয়েছে ১৮-২২ বছরের তরুণ প্রজন্ম চায়ে আগ্রহী নয়। যদিও জনসংখ্যার একটা বড় অংশই তাঁরা। অন্তত সাড়ে ১২ কোটি এই ধরনের ছেলেমেয়ের আকর্ষণ কফি কিংবা অন্য দামি পানীয়ের প্রতি। তাঁদের চা পানের উপকারিতা বোঝাতে পারলে লাভ হবে শ্রমনিবিড় এই দেশীয় শিল্পেরই। এজন্য টি বোর্ড 'ওয়ান কে টি ড্রিংক'-এর পাশাপাশি 'স্মার্ট জেনেরিক ক্যাম্পেন' কর্মসূচিতে নামুক। এটাই আমরা চাইছি।"

সিস্টা-র তরফে টি বোর্ডকে বেশ কিছু পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। তাতে চা জনপ্রিয় করে তুলতে ডিজিটাল মাধ্যমকে বেশি করে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে নিবিড় প্রচারের ফলে ডিমের চাহিদা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, তেমনভাবেই চায়ের চাহিদা বৃদ্ধিও সম্ভব বলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনটি মনে করছে। এজন্য কলেজ বা টি স্টলগুলিতে 'জেন জি কা বাত চায়ে কে সাথ' নামে ট্যাগলাইনে প্রচার শুরু করা যেতে পারে বলে সিস্টার অভিমত।

টেকনোর ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি

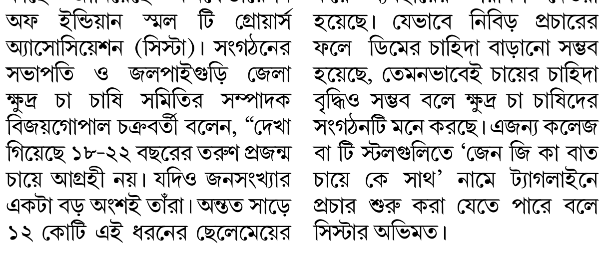

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বিশ্বমানের ফ্যাশন ডিজাইনার তৈরি করতে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিলিগুড়িতে চালু হতে চলেছে ভারতের প্রথম ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের উদ্যোগে তা চালু হচ্ছে। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের উপর কোর্স করানো হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিষয়টি জানিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের ফ্যাশন ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার ও ফ্যাকাল্টি মেম্বার প্রফেসর রাজাশেখর আর ভাঙ্গাপাতি, কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিইও ডঃ শঙ্কু বোস। উদ্যোক্তারা জানান, কর্মসংস্থান তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য।

আজ টিভিতে

ভবানীর জীবনে আসছে আরও নতুন মোড়?
রাজ রাজেশ্বরী রানি ভবানী রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ হারজিৎ, বিকেল ৩.২৫ আমি যে কে তোমার, সন্ধে ৬.১০ চ্যাম্প, রাত ৯.৩০ বিধাতার লেখা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ স্বার্থপর, বিকেল ৫.০০ মহাজন, রাত ১.৪৫ চিনে বাদাম
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.০০ শিকারি, ১.০০ রাজদণ্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চন্দ্রগ্রহণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ২.৪৫ দম লগাকে হইসা, বিকেল ৪.৩০ ছপাক, সন্ধে ৬.৪৫ বান্টি অওর ববলি-টু, রাত ৯.০০ জলি এলএলবি, ১১.১৫ অকিরা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১১ রাধে, দুপুর ১.৩০ স্যামি-টু, বিকেল ৪.২৬ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ৯.৫১ গামি
জি সিনেমা : দুপুর ১.৫১ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.২৮ কটিগোব্বা-থ্রি, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য ভূতনি, রাত ১০.৪৫ রাবণাসুরা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৩ কৃশ, বিকেল ৩.০৯ গড তুসসি গ্রেট হো, ৫.৪৯ সত্যপ্রেম কি কথা, রাত ৮.০০ বিবি নাম্বার ওয়ান, ১০.১১ বিগ স্নেক কিং
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৩ বঙ্গিস্তান, ২.৩৮ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.৪৯ ঘুমর, সন্ধে ৭.০৫ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল ক্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ তুফান
স্টার মুভিজ এইচডি : বিকেল ৪.০০ ফ্যান্টাস্টিক ফোর, ৫.৪৫ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, রাত ৯.০০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১০.৩০ ডাই হার্ড-টু

ছপাক বিকেল ৪.৩০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

চ্যাম্প সন্ধে ৬.১০
জলসা মুভিজ

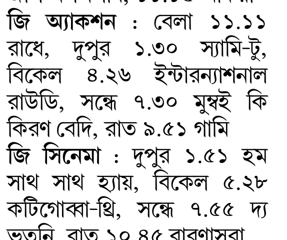

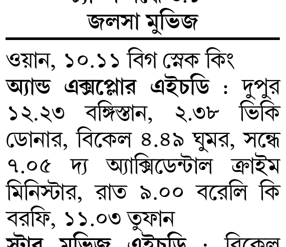

কই পোস্ত এবং **কোঙ্কনি ভর্তা** তৈরি শেখাবেন দেবমিতা মাঝি।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. NIeQ No-WB/ BLOCK/ 02/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission-24-07-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

ডিপোর যোগানের জন্যে বালাস্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-১১-২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উপ.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও-এর অধীনে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের হরিশিঙ্গা/তিলঙিটায় ডিপো যোগানের জন্যে বালাস্টের যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ১৫,৬১,০৮,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৩০,৫০০/- টাকা। টেন্ডার প্র-পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (ওয়ার্কস), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LAW ADMISSION
ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES
SESSION:-2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 18/07/2025 to 26/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contract on Mobile No: 9382097598/9832790510.

Sd/-
Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : জিএমডব্লিউ-০৮২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ১১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিন্নাগুড়ি, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা এবং দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যালাস্ট বিহীন ট্র্যাক সরবরাহ (মোট দৈর্ঘ্য = ৬.৩০১ কিলোমিটার)। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,৭৪,৪২,২৯১.৯৮/- টাকা; **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২৩,৮৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** তারিখ ১২-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জিএম (ভব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 05 (2025-26) Memo No-367/PS. eNIT No. 06 (2025-26) Memo No-368/PS, dated- 16/07/2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25/07/2025. And incase of eNIT No.- 07 (2025-26) Memo No-369/PS & eNIT No.- 08 (2025-26) Memo No-2622/BDO, dated-16/07/2025 of Block Development Officer & Executive Officer last date of submission is 31/07/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO & E.O
Blg. P.S

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK GAZOLE: MALDA. email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE

NIT No BDO/GZL/NIET-01(e) of 2025-26 & BDO/GZL/NIET-02(e) of 2025-26, dated-16.07.2025 BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for various development works under SBM(G) & PBSSM 2025-2026 from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.

Sd/-
Block Development Office Gazole
Development Block, Gazole Malda

আলিপুরদুয়ার জংশনে মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৯৯৮১২; তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **কাজের নাম ঃ** ০৪ বছরের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশন এবং সঞ্চালন এলাকার মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮৮,৫১,৫৮৪/- টাকা; **ইএমডি মূল্য ঃ** ৩,৪৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় ২১:০০ টা এবং খোলা ০২-০৮-২০২৫ তারিখে ২১:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১ তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১। কাজের নামঃ ২ বৎসরের জন্যে ডিজেল ইঞ্জিন বাহিত ৭ টি ৮ চাকাযুক্ত টাওয়ার ওয়াগনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৭,২১,২৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৮,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ No 01 dated 16.07.2025

The North Wind Co Operative Housing Society Ltd having Registration No. 171/RTAH/HIG and Registered Office at A-7/14, SAMADRITA, ECTP Phase-3, Kolkata -700 107 requires a qualified Building Contractor for Construction of G+4 Residential Building at AA-III, New Town, Rajarhat. Quotations are invited from reputed Building Contractors for Construction of a (G+4) building at Plot No IIIA/2232 as per NKDA approved plan. Rate to be quoted as @ above / below/ AT PAR the current PWD SOR. Application with Quotation for the work to be addressed to the Secretary of the Society and should reach the Society through e-mail (northwindhousingsocietyltd@gmail.com) within 21 days from the date of publication of the advertisement in the media. Society reserves the right to accept / reject any bid without showing any reason thereof.

Sd/-
Secretary
NWCHSL

ভাড়া

HOUSE RENT 2ND FLOOR IN HAKIMPARA, SILIGURI. (M) 9800022656.(C/117518)

Notice

Ref: Memo No. 1611/BDO/PAD on behalf of Block Development Officer, Phansidewa invites for Allotment of 2 nos. of Godown (1 No. & 2 No.) at Phansidewa Krishak Bazar of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission 11.08.2025 upto 2.00 P.M.

Sd/-
B.D.O
Phansidewa Block

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৩অব ২০২৫, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের সুরজকমল, তেলতা, খুড়িয়াল রেলওয়ে স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৩৩,৪৩,০৩৪.৭৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,১৬,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সুকনা-দার্জিলিং- এডিইএন/ডিএইচআর-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে সুকনা-দার্জিলিং (ডিএইচআর সেকশন) -এ ব্রিজগুলির সুরক্ষা কাজের মান নির্ধারণ এবং মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৫৫,৬৬,০২৮.৭৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৭৭,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ গ্লুড জয়েন্টের আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৬,৯৩,০৩০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৮,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বারসোই-রাধিকাপুর (এসএল)-টিএসআর(পি)-২০.৫০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯১,৮৪,০৬৭.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪৫,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/পূর্ণিয়া জং.-এর অধীনে রানীপাত্রা, কসবা, জালালগড়, কুশিয়ারগাঁও, সিমরাহা, বাথনাহা এবং যোগবানিতে বিদ্যমান এমএল এবং আরএল পিএফকে এইচএল পি.এফ-এ উন্নয়ন (মোট-১০টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,২৯,৯১,৪০৯.৬১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৬,১৫,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/পি. ওয়ে/ পূর্ণিয়া জং. সেকশনে মেইন লাইনে (ডিএলএফ) টিটিআর কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৬,০১,২৪৯.৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭২,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি TRINAYANI MANDAL, স্বামী LT. NARAYAN MANDAL, গ্রাম ডোমনটোলা, পোঃ উত্তর চণ্ডীপুর, থানা- ভুতনী, জেলা- মালদা। আমার আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 10/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেনী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম TRINAYAN MANDAL থেকে TRINAYANI MANDAL করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117391)

•

আমি MD NABIUL HOSSAIN, গ্রাম-ভাগভাদো, পোঃ সামসী, থানা- চাঁচল, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম-প্রমাণপত্রে (যার রেজি: নং. 4236, DT- 27-04-2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় দত16/07/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেনী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে MST. JEBA TAHASHIN থেকে JEBA TAHASHIN করা হল। যা উভয় নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117398)

•

l, Shankhyadeep Bhattacharya, S/o Sekhar Bhattacharya, R/o South Jitpur Po: Bholardabri, Dt: Alipurduar changes my name to Shankhadeep Bhattacharya vide affidavit No 18/2025, dated 17.07.25 sworn before Notary Amaresh Ghosh.(C/117034)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 510/ KCK-IIIP Sl No-01 to 02 Dated-17.07.2025, invited by the E.O, Kaliachak-III PS from Bonafide bidder. Last date of application on 24.07.2025 upto 17:30 P.M. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S.
Baishnabnagar, Malda

স্টোন ডাস্টের সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-১২২০২৫-এমএলজি, তারিখ ১২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে গঠন স্থিতিশীল করার জন্য পাকুরের পুরাতন লাইন (পিকিউ আরওল্ড) এবং নতুন লাইন (পিকিউআরওয়াই) থেকে স্টোন ডাস্ট সরবরাহ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০২,৯৭,৮৫৬/- টাকা; বায়নার জন্য ৪,০১,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায় প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, আসাম কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১১৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
NIKITA ROY
*ing : Sonakshi Sinha, Paresh Rawal
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বয়স্কদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। **বৃষ** : দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। জমি-জায়গা কেনাবেচা নিয়ে শরিকি সমস্যা বাড়বে। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। **মিথুন** : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। সৃজনশীলমূলক কাজে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবেন। **কর্কট** : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। **সিংহ** : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন দেখা দিতে পারে। **কন্যা** : কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর নতুন চাকরির খবর পেতে পারেন। হাড়ের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **তুলা** : আর্থিক অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক** : কোনও আত্মীয়ের কথায় প্রভাবিত হয়ে প্রতারিত হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **ধনু** : আলস্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **মকর** : অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে ভোগান্তি হতে পারে। ইমারতি ব্যবসায় সামান্য মন্দা। **কুম্ভ** : নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। চাকরিজীবীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **মীন** : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। আপনার সুমধুর কথায় সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ আষাঢ়, ১৮ জুলাই, ২০২৫, ১ শাওন, সংবৎ ৮ শ্রাবণ বদি, ২২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ৩।৪৯। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ৭।২২ পরে ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৪।২২। কৌলবকরণ দিবা ৩।৪৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৩৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৩।৪৯ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৮।২৪ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৮ গতে ৮।৭ মধ্যে ৩।১ গতে ৩।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৫ গতে ১১।২০ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আগাছানাশক খেয়ে মৃত শিশু

খেলার ছলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শামুকতলায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ জুলাই : ঘরের এক কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা একটি আগাছানাশক রাসায়নিকের শিশি যে কোনওদিন এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি রুকমণি টোপ্পো। বুঝতে পারলে হয়তো সেটি একরত্তি শিশুর হাতের নাগালে রাখতেন না। ঘরে কেউ ছিলেন না। সেই ফাঁকেই ওই আগাছানাশকের শিশি থেকে খেলার ছলে রাসায়নিক মুখে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল রুকমণির তিন বছরের শিশুকন্যা আয়েশা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তরতাজা শিশুটির প্রাণ যায়। বুধবার বিকালে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া শামুকতলা থানা এলাকার দামসিবাদ গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় চোখের জল ফেলছেন গ্রামের ছোট থেকে বড় সকলে। আর চিৎকার করে কেঁদে মেয়ের মা রুকমণি বারবার মাথা চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন, 'কেন আয়েশাকে মায়ের কাছে রেখে বাবার বাড়ি গেলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে এমন দিন দেখতে হত না।' গোটা ঘটনায় অবশ্য তদন্তে নেমেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আয়েশার মা রুকমণি পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে বুধবার সকালে ফাঁসখাওয়া চা বাগানে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আয়েশা তার দিদা দীপা সিংয়ের কাছে ছিল।

রুকমণির এক প্রতিবেশী বধূয়া টোপ্পো বলেন, 'বাড়ির বারান্দায় এক কোণে একটি বোতলের মধ্যে ঘাস মারার রাসায়নিক রাখা ছিল। বছর তিনেকের শিশুটি দিদার পাশে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে গিয়ে সে ওই বোতলে রাখা আগাছানাশক মাটিতে ঢেলে ফেলে। খেলতে খেলতেই রাসায়নিকের কিছুটা অংশ মুখে ঢেলে নেয়। কিছুক্ষণ পড়ে দীপা তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে বারান্দায় এসে এমন কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে যান। বাড়িতে কেউ না থাকায় চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন। আমরা সকলে ছুটে যাই।' দ্রুত তাকে প্রথমে ফাঁসখাওয়া চা বাগানের হাসপাতাল ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষে বুধবার রাতে আয়েশার মৃত্যু হয়েছে।

শিশুটির বাবা অর্থাৎ রুকমণির স্বামী রাজেন্দর টোপ্পো ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। খবর পেয়ে তিনিও বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, আয়েশার মা রুকমণি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সন্তান হারানোর দুঃখে কেবল চোখের জল ফেলছেন। পাশাপাশি দিদা দীপাও শোকস্তব্ধ। তাঁর আক্ষেপ, 'কেন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি ঘুমিয়ে না পড়লে এমন ঘটনা ঘটত না।' এই ঘটনায় শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, ঘটনাটি শামুকতলা থানা এলাকায় ঘটলেও ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। তাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে আলিপুরদুয়ার থানা ঘটনার তদন্ত করছে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার থানার তরফে জানা গিয়েছে, রাসায়নিক খেয়ে ফেলাতেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্ত বলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব হবে।

শিশুকে কবর দেওয়ার সময় ভিড় করেছেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার।

ঘটনাক্রম

বুধবার দিদার পাশে ঘুমোচ্ছিল তিন বছরের একরত্তি আয়েশা

শিশুর মা রুকমণি টোপ্পো ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন

জেগে উঠে খেলতে খেলতে বারান্দায় রাখা ঘাস মারার রাসায়নিক মুখে দেয় শিশু

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়

ঘটনায় শোকে পাথর দামসিবাদ গ্রাম

কার্গিল মোড়ে ডাম্পার আটকে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

জঞ্জাল ফেলে বিপাকে এনএইচএআই

ক্ষোভে মুখে পরে স্থানান্তর

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৭ জুলাই : শিলতোর্ষা নদীর পর এবার খোদ জলদাপাড়া বন দপ্তরের অফিসের কাছে কার্গিল মোড়ে জঞ্জাল ফেলার অভিযোগ উঠল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)-র বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, বুধবার রাত থেকেই ডাম্পারে করে নির্মীয়মাণ মহাসড়কের পাশেই জঞ্জাল ফেলা হচ্ছিল। পলাশবাড়ি থেকে জঞ্জাল নিয়ে আসা হচ্ছিল। পলাশবাড়ি ও শালকুমার মোড়ের মাঝে রয়েছে কার্গিল মোড় এলাকা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বৃহস্পতিবার সকালে এলাকাবাসী জঞ্জাল ভর্তি ডাম্পার আটক করে স্লোগান দিতে শুরু করেন। সামনেই একটি নাসারি স্কুল ও একটি বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুল রয়েছে। আবার ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জ কার্যালয়। বৃহস্পতিবার সকালে তাই স্থানীয়রা জঞ্জাল ভর্তি ডাম্পার আটক করেন। সবাই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে স্থানীয়দের ব্যাপক আন্দোলনের চাপে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জঞ্জাল সরাতে বাধ্য হয়। এনএইচএআই-এর সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভার দাবি, 'পলাশবাড়ির এক ব্যক্তি এখানে তাঁর নীচু জমিতে জঞ্জালগুলি ফেলতে বলেন। এদিন এলাকার মানুষ আপত্তি করে। পরে অন্যত্র জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা হয়।'

তবে, ওই এলাকা থেকে কিছুটা দূরে মাশান মন্দির মোড়ের কাছে জঞ্জাল ফেলার কথা থাকলে সেখানেও স্থানীয়রা বাধা দেন। পরে জঞ্জাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল নির্মীয়মাণ রাস্তার মধ্যেই জঞ্জাল ফেলা হচ্ছিল। সেখানে আবার মাটি ফেলার কাজও চলছে। তাহলে কি জঞ্জালগুলি মাটি চাপা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল? এনএইচএআই-এর এমন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বন দপ্তরও। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'অফিসের পাশাপাশি এখানে বনকর্মীরা পরিবার সহ আবাসনে থাকেন। তাই এমন জায়গায় জঞ্জাল ফেলা ঠিক হয়নি।' পরে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জাকির হোসেন ঘটনাস্থলে আসেন। দ্রুত জঞ্জাল সরাতে হবে বলে তিনিও জোরালো দাবি তোলেন। সম্প্রতি পলাশবাড়ি এলাকায় মহাসড়কের কাজ চলছে। পাশের শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের সামনেও হচ্ছে কাজ। সেখানেই স্কুল ও পুরোনো দোকানগুলি বরাবর একটি বড় নালায় প্লাস্টিকের টুকরো, প্লাস্টিকের বোতল সহ প্রচুর জঞ্জাল পড়ে ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা রণজিৎ বর্মনের কথায়, 'বুধবার রাতের অন্ধকারে কয়েকটি ডাম্পার এসে জঞ্জাল ফেলে গিয়েছে। এদিন সকালে আমরা একটি ডাম্পার আটক করি। মোট ৫-৬ ডাম্পার জঞ্জাল ফেলা হয়েছে। গোটা এলাকায় দুর্গন্ধ। এখানে কোনওভাবেই জঞ্জাল ফেলতে দেব না।'

এছাড়া ওই জায়গাটিতে একটি কালভার্টও রয়েছে। আরেক বাসিন্দা ভবেন বর্মন বলেন, 'ভারী বৃষ্টি হলে কালভার্ট দিয়ে জঞ্জাল সহ নোংরা জল আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াত করে। জঞ্জাল থেকে রোগব্যাধিও ছড়াতে পারে। আবার পাশেই চাষের জমি। তাই জলের সঙ্গে প্লাস্টিক ভর্তি জঞ্জাল চাষের জমিতে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষতি হবে।'

৩০ হাজার চারা বিলি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৩০ হাজার চারা বিলি করবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে বনমহোৎসবের অনুষ্ঠানে এমনটাই জানানো হল বন দপ্তরের পক্ষ থেকে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব ও পশ্চিম ডিভিশনে ঘাস ও গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। এবার জেলার বিভিন্ন এলাকায় চারা বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'সবারই উচিত পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানো এবং সেগুলো যত্ন করা।' এদিন ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলে বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে চলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাইরে বিভিন্ন স্টল করা হয়। সেখানে বন দপ্তরের বিভিন্ন সরঞ্জামের প্রদর্শনী হয়। এছাড়াও কয়েকটি জয়েন্ট ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটির স্টলও ছিল। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে জয়েন্ট ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটিগুলোকে ২০২৩-'২৪ সালের রেভিনিউয়ের চেক দেওয়া হয়। বন দপ্তরের আয়ের ৪০ শতাংশ টাকা বনবস্তিগুলোকে দেওয়া হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত ৬৫টি বনবস্তিতে মোট ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে বনবস্তিগুলোর বিভিন্ন কাজ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, বনমহোৎসবের অনুষ্ঠানে উঠে আসে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। বর্ষাকাল এলেই বৃষ্টি কম হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। বক্সা টাইগার রিজার্ভের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের চুক্তির প্রস্তাব দেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী। এই চুক্তি হলে বন্যপ্রাণী ও বিভিন্ন গাছ নিয়ে গবেষণা করা যাবে বলে তাঁর মত।

ঝুলন্ত দেহ

পলাশবাড়ি, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মরিচঝাঁপি গ্রামে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম রিতা বর্মন (২৫)। এদিন সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতেই ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিজন ও প্রতিবেশীরা।

জমেছে আড্ডা।। *উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও ভাসছে মালদা। তার মধ্যে মালদার ভাটরা বিলে নৌকায় গল্পের আসর জমেছে। ছবি : অরিন্দম বাগ*

পাথর পড়ে মৃত শিশু সহ দুই

পাইপলাইন মেরামত করতে গিয়ে বিপত্তি

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ১৭ জুলাই : জলের পাইপলাইন মেরামত করার সময় পাথর গড়িয়ে পড়ে ছয় বছরের শিশু সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দার্জিলিং সদর মহকুমার বিজনবাড়ি ব্লকের গোক গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধসের জেরে বাড়ির জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই পাইপলাইন মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছিল পরিবারটি। সেই সময় বিরাট আকারের পাথর পরিবারের লোকেদের উপর পড়ে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরে দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা হাসপাতালে পৌঁছে পরিবারের লোকেদের সমবেদনা জানিয়েছেন।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ের অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। বিজনবাড়ির গোক এলাকায় গত মঙ্গলবার ধস নেমে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শুধু ভারী বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে বজ্রপাতও হয়েছে। যার জেরে এখানকার পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। অনেক দূরের ঝোরা থেকে আসা জলের পাইপলাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর জেরে বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছে না। বুধবার বিকেলে বৃষ্টি কমার পর সন্ধ্যায় একটি পরিবারের সদস্যরা জলের পাইপলাইন মেরামত করতে যান। তখন বিরাট পাথর এসে তাঁদের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই সামন্ত লিম্বু (৬) নামে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। ওই পরিবারের অপর সদস্য প্রণীল যোগী (২৭) মারা যান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে। তবে, শিশুটির মা সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা কিছুটা দূরে থাকায় তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন।

> ধসের নীচে বাড়ির জলের পাইপলাইন আটকে গিয়েছিল। ধস সরিয়ে সেই লাইন মেরামতের সময় আচমকা পাথর গড়িয়ে পড়ে আমাদের পরিবারের দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
>
> **উদাই লিম্বু**
> *পরিবারের সদস্য*

পরিবারের সদস্য উদাই লিম্বু বলেন, 'ধসের নীচে বাড়ির জলের পাইপলাইন আটকে গিয়েছিল। ধস সরিয়ে সেই লাইন মেরামতের সময় আচমকা পাথর গড়িয়ে পড়ে আমাদের পরিবারের দুজনের মৃত্যু হয়েছে।' অনীত থাপা এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'জিটিএ ওই পরিবারের পাশে রয়েছে।' বর্ষায় যেভাবে ধস নামছে তাতে পাহাড়বাসীকে তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেছেন, 'একটি শিশু সহ দুজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ময়নাতদন্ত হয়েছে।'

ঐক্যের বার্তা পাটকাপাড়ায়

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৭ জুলাই : যুযুধান দুই পক্ষকে পাশে নিয়ে বৃহস্পতিবার মিছিল করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া অঞ্চলের ওই মিছিলে ২১শে জুলাইয়ের কলকাতা সমাবেশের প্রচার করা হয়। মনোরঞ্জনের সঙ্গে এদিনের মিছিলে হাঁটেন তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেফালি রায় বর্মন এবং তপসিখাতা অঞ্চল তৃণমূল চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত রাভা। এই দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে গত ৯ জুলাই মারামারি হয় বলে অভিযোগ। তাতে গুলিও চলে।

গোষ্ঠীকোন্দলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে শেফালির স্বামী এবং লক্ষ্মীকান্তর নাতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা এখনও পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। এদিন এই

মিছিলের মাধ্যমে তৃণমূল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মনোরঞ্জন বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। আইন আইনের মতো চলবে। এদিন দলের সবাই একসঙ্গে ২১শে জুলাই কর্মসূচি সফল করতে মিছিল করেছেন।'

চলতি সপ্তাহেই দুই গোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে মনোরঞ্জন বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠক থেকে দু'পক্ষকেই এই দিনের মিছিলে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। দু'পক্ষকে নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নিতে বলা হয়। শহিদ দিবসের প্রচার কর্মসূচি দুই পক্ষকে আপাতত কাছাকাছি নিয়ে এল বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাটকাপাড়ার এই দ্বন্দ্ব দলের বড় ক্ষতি করতে পারে সেটা আন্দাজ করেই আগে থেকে এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

ভুটানের পেট্রোল পাচারে ধৃত ১

কালচিনি, ১৭ জুলাই : এতদিন ভুটানের মদ পাচারের রমরমা কারবার চলছিল ডুয়ার্সের বুকে। এবার ভুটানের পেট্রোল পাচারেও নজর পড়েছে দুষ্কৃতীদের। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভুটানের পেট্রোল পাচার করতে গিয়ে এক দুষ্কৃতী পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। ধৃতের নাম গৌরব রাউত। তার বাড়ি জয়গাঁ থানার দলসিংপাড়া এলাকায়।

একটি গাড়িতে ৪টি ড্রামে ভুটানের সস্তা পেট্রোল আলিপুরদুয়ারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওই দুষ্কৃতী। ট্রলিলাইনে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল কালচিনি থানার পুলিশ। সেসময় গাড়িতে রাখা পেট্রোল ভর্তি ড্রামে নজর পড়ে কর্তব্যরত পুলিশের। এরপর অভিযুক্তকে জেরা করতেই সে স্বীকার করে, ভুটানের পেট্রোল অবৈধ উপায়ে পাচার করছিল। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ আনুমানিক ১০০ লিটার পেট্রোল বাজেয়াপ্ত করেছে। কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানিয়েছেন, ধৃতকে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ফের ভর্তিতে বাড়ল সময়

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা ফের বৃদ্ধি করা হল। এখন ২৫ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পোর্টালে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। তারপর মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রথম ধাপে ভর্তির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকা প্রকাশ হতে পারে। এর ফলে অগাস্ট মাসে পঠনপাঠন শুরু করে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রথম সিমেস্টারের সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা নেওয়া যে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে চলেছে তা বোঝাই যায়। তার জেরে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এই বিষয়ে ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি ডঃ দুলন সরকার বলেন, 'সব পড়ুয়ারা যাতে ভর্তির আবেদন করতে পারে তাই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকতে পারে।'

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ১৭ জুলাই : জয়গাঁ পুলিশের অভিযানে মিলল সাফল্য। জিএসটি মোড় চেকপোস্টে বুধবার রাতে বিশেষ অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ঝর্ণা বস্তির বাসিন্দা আশরাফ আলি। বয়স ৩১ বছর। তাঁর কাছে থাকা একটি ছোট গাড়ির মধ্যে ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার লুকোনো ছিল। পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আশরাফ জয়গাঁতে বিক্রির জন্য ব্রাউন সুগার নিয়ে আসছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসবাদ করে জানা গিয়েছে যে, ধূপগুড়ি থেকে মাদক আনা হচ্ছিল। জয়গাঁর আইসি পালজার ভুটিয়া এবং অন্য পুলিশকর্মীদের তত্ত্বাবধানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তাঁকে সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি আরএসপি জোনাল দপ্তরে আরওয়াইএফ-এর কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ অগাস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধিকার যাত্রা সফলের উদ্দেশ্যে সভা করা হয়। ছিলেন আরওয়াইএফ-এর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি।

জল তোলপাড় ৯০-এর তরুণীর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই : যে সময় আর পাঁচজন কার্যত শয্যাশায়ী থাকেন, অথবা ওষুধের উপর নির্ভর করে জীবন কাটান, সেই বয়সে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট সুইমিং পুলের জল তোলপাড় করছেন পারুলরানি রায়। ৯০ ছুঁইছুঁই বয়সেও প্রতিদিন সকালে যোগব্যায়াম ও সাঁতারে নিজেকে ফিট রাখা সম্ভব, সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপিকা পারুলরানি সদর্পে বলেন, 'নিয়ম মেনে চললে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অন্তত শারীরিকভাবে কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।'

জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেসপাড়ার বাড়িতে ছেলে-বৌমা-নাতনির সঙ্গে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছেন ৮৯ পেরোনো এই 'তরুণী'। একসময় শহরের প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন। স্বামী চা বাগানের হেড ক্লার্ক থাকায় প্রতিদিন সংসারে সময় দিতে পারতেন না। দুজনে মিলে সংসারের কাজকর্ম সামলালেও নিজের কর্মজীবনের সঙ্গে দুই মেয়ে, এক ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখানোর মূল দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরই। শত কাজের মধ্যেও যোগব্যায়াম ছাড়েননি। তবে, একটা জিনিস হয়নি। ছোটবেলার ভালোবাসা সাঁতারটা আর কাটা হয়নি সাংসারিক জীবনের ভার সামলে। পারুল বলেন, 'বাবার কর্মসূত্রে সিলেটে থাকাকালীন ছোটবেলায় জলকে ভালোবেসে নিজেই সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। এরপর এপারে চলে আসায় জীবনের নানা বেড়াজালে তা আর হয়ে উঠত না। কিন্তু যখনই সুযোগ পেতাম জলে নেমে পড়তাম।'

কয়েক মাস আগে স্বামীকে হারিয়ে মানসিকভাবে কিছুটা অস্থির

পারুলরানি রায়।

লাগছিল। তখনই পারুল ঠিক করেন, ছোটবেলার ভালোবাসাকে আবার আঁকড়ে ধরবেন। চিরদিন যে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে চাকরি করেছেন বা সংসার সামলেছেন, সেই জোরেই নাতনির হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন বাড়ির কাছে একটা সুইমিং পুলে।

তারপর? পারুল বলেন, 'লাঠির উপর ভর দিয়ে প্রথম যেদিন সুইমিং পুলে গিয়েছিলাম অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন। এখন তাঁদের আমি মোটিভেট করছি। এটাই বড় পাওনা। জলের চাপে পেশিগুলো যে আবার সচল হতে শুরু করেছে, তা বুঝতে পারছি। বাঁদিকের ব্যালেন্স আগে থেকে কম আমার। সাঁতার কেটে বুঝতে পারছি ব্যালেন্সটা ফিরছে। পরিবারের সকলের সাপোর্ট আমাকে ইচ্ছা জোগায়।'

পারুলের প্রতিদিন সামান্য পাওয়ারের প্রেশারের ওষুধ ছাড়া আর কিছু লাগে না। রাস্তায় চলার সময় একবার পড়ে গিয়ে ডান পায়ের লিগামেন্টে চোট লাগায় মাটিতে বসতে কষ্ট হয়। কিন্তু তাতে সাঁতারে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে জলের নীচে বেশিক্ষণ থাকার চেষ্টা করেন। তাঁর কথায়, 'এভাবেও ভালো থাকা যায়। কখনও ভেঙে পড়লে হবে না। মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে হবে।'

মালদা টাউন-গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

মালদা টাউন-গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা মালদা টাউন থেকে ১৩৪৩৫ মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) হিসাবে ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে এবং গোমতী নগর থেকে ১৩৪৩৬ গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) হিসাবে ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হবে। উভয় ট্রেনই নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

মালদা টাউন-গোমতী নগর			(১৩৪৩৫) (১৩৪৩৬)	গোমতী নগর-মালদা টাউন		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
	-	১৯.২৫	মালদা টাউন	১৬.৪০	-	
বৃহস্পতি	২১.০৫	২১.০৭	সাহিবগঞ্জ	১৩.৪৬	১৩.৪৮	
	২২.৪০	২২.৫০	ভাগলপুর	১২.৩০	১২.৪০	
	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর	১১.১৫	১১.২০	শনি
	০২.০৫	০২.১০	কিউল	১০.২৫	১০.৩০	
শুক্র	০৫.২০	০৫.২৫	গয়া জংশন	০৬.৫০	০৬.৫৫	
	০৯.২৭	০৯.৩২	বারানসী	০১.৪৫	০১.৫০	
	১৫.৪০	-	গোমতী নগর	-	১৮.৪০	শুক্র

এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বড়হরওয়া, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, শেখপুরা, নওয়াদা, তিলৈয়া, ডেহরী অন সোন, সাসারাম, ভাভুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, জৌনপুর, শাহগঞ্জ, অযোধ্যা ধাম জংশন ও অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিনঃ মালদা টাউন থেকে ১৩৪৩৫ঃ** ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি **বৃহস্পতিবার** এবং **গোমতী নগর থেকে ১৩৪৩৬ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি **শুক্রবার। গঠনঃ** দিব্যাঙ্গজন কোচ সহ জেনারেল কোচ কাম লাগেজ ভ্যান–০২, স্লিপার শ্রেণী–১২, সাধারণ ২য় শ্রেণী–০৮ = ২২ কোচ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

মালদা টাউন ও গোমতী নগর-এর মধ্যে

ভাগলপুর থেকে উদ্বোধনী যাত্রা

মালদা টাউন ও গোমতী নগর (লক্ষ্ণৌ) স্টেশনের মধ্যে একটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা হবে। ভাগলপুর থেকে উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন ০৩৪৩৫ **ভাগলপুর-গোমতী নগর** উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী) হিসাবে চলবে, যেটি **ভাগলপুর থেকে ১৮.০৭.২০২৫ (শুক্রবার) তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে** যাত্রা শুরু করবে এবং নিম্নলিখিত সময়সূচী ও স্টপেজ অনুযায়ী চলবেঃ

স্টেশনের নাম	০৩৪৩৫ ভাগলপুর-গোমতী নগর উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী)	
	পৌঁছাবে	ছাড়বে
ভাগলপুর	-	১১.৪৫
সুলতানগঞ্জ	১২.২০	১২.২৫
জামালপুর	১৩.০৫	১৩.১০
অভয়পুর	১৩.৪০	১৩.৪৫
কিউল	১৪.৩০	১৪.৩৫
শেখপুরা	১৫.১০	১৫.১৫
ওয়ারিসলী গঞ্জ	১৫.৪০	১৫.৪৫
নওয়াদা	১৬.১৫	১৬.২০
তিলৈয়া	১৬.৪৫	১৬.৫০
মানপুর	১৮.০৫	১৮.১০
গয়া জংশন	১৮.৩৫	১৮.৪০
ডেহরী অন সোন	১৯.৫০	১৯.৫৫
সাসারাম	২০.১০	২০.১৫
ভাভুয়া রোড	২০.৫৫	২১.০০
পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন	২২.১০	২২.২০
বারানসী	২৩.৩৫	২৩.৪০
জৌনপুর	০০.৫০	০০.৫৫
শাহগঞ্জ	০১.২৫	০১.৩০
অযোধ্যা ধাম জংশন	০৪.০০	০৪.০৫
অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট	০৪.৩০	০৪.৩৫
গোমতী নগর	০৮.৩০	-

গঠনঃ দিব্যাঙ্গজন কোচ সহ জেনারেল কোচ কাম লাগেজ ভ্যান–০২, স্লিপার শ্রেণী–০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী–১১, প্যান্ট্রি কার–০১ = ২২ কোচ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চা বাগানের চৌকিদারকে মারধর

শামুকতলা, ১৭ জুলাই : মাঝেরডাবরি চা বাগানের এক চৌকিদারকে মারধর করার অভিযোগ উঠল শামুকতলা থানার মহাকাল চৌপথি এলাকার দুই বাসিন্দার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, ওই দুই ব্যক্তি চা বাগানের ভেতরে বসে মদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। চৌকিদার তাঁদের বাধা দেন। তারপর তাঁরা চৌকিদারের ওপর চড়াও হন। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই চৌকিদার। এই নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। মাঝেরডাবরি চা বাগানের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' আক্রান্ত ওই চৌকিদারের নাম জয়প্রকাশ মণ্ডল। এই ঘটনায় তাঁর দাদা কৃষ্ণ মণ্ডলও শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন। কৃষ্ণ জানিয়েছেন, মাঝেরডাবরি চা বাগানের ভেতরে প্রতিদিনের মতো কর্তব্যপালন করছিলেন জয়প্রকাশ। ওই সময় চা বাগানের ভেতরে আসেন তাপস তালুকদার এবং মতিন্দর তালুকদার নামে দুই ব্যক্তি। জয়প্রকাশ তাঁদের জানান, এভাবে বাগানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায় না। তাঁদের বেরিয়ে যেতে বলেন। তখন তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে গালিগালাজ শুরু করেন। জয়প্রকাশ প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর করা হয়। বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'বহিরাগতদের বাগানের ভেতর প্রবেশ নিষেধ। এরপরেও বহিরাগতরা বাগানে ঢুকে পড়ছেন। ধৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিড়ম্বনা

তাল কাটল বনমহোৎসবের

অভিজিৎ ঘোষ

বনমহোৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজাভাতখাওয়ায় বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : জেলা স্তরের বনমহোৎসব বলে কথা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভিতরে থাকা রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রকে তাই কয়েকদিন ধরে সাজানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল বিদ্যুৎ বিভ্রাট। অনুষ্ঠান শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচবার লোডশেডিং হয়। যে জেনারেটার রাখা হয়েছিল, কাজ করেনি সেটি। স্বাভাবিকভাবেই বিড়ম্বনায় পড়তে হয় বন আধিকারিকদের। তবে এটা শুধু একদিনের ঘটনা নয়। রাজাভাতখাওয়া এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, এটা প্রতিদিনকার 'সাধারণ' ব্যাপার। সাধারণ এই কারণে যে রোজকার ব্যাপার বলে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁদের।

তবে রাজাভাতখাওয়ার বিদ্যুতের সমস্যা কতটা, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন জেলা প্রসাশনের বিভিন্ন আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধিরা। এই যেমন- দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ যখন বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান নিয়ে বক্তব্য শুরুর কথা ছিল রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের, তখনই লোডশেডিং হয়। প্রায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রকাশকে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী বক্তব্য রাখার সময়ও একই সমস্যায় পড়েন। এমনকি অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্য সংগীত শুরুর মুহূর্তেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অনুষ্ঠানের ছন্দ ভাঙে। রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রের হলঘর অন্ধকার হয়ে পড়ে বারবার। এদিন এই নিয়ে অবশ্য বনকর্তারা কিছু বলতে চাননি।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এই লোডশেডিং নিয়ে। এদিন যেমন এলাকার বাসিন্দা মুকেশ লামা বলেন, 'একটু হাওয়া বইলেই বিদ্যুৎ চলে যায়। কখনও তো কিছু না হলেও বিদ্যুৎ চলে যায়। এই গরমে বিদ্যুৎ না থাকলে কী অবস্থা হয় ভাবুন।' প্রতিম সাহা, রুচি ওরাওঁদের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, রাতে একবার লোডশেডিং হলে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ আসে না। এই সমস্যা মেটানোর জন্য স্থায়ী সমাধান দরকার বলে দাবি তাঁদের।

এদিন ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা তথা উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লালসিং ভুজেল আবার বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তীর জন্য বিদ্যুতের একটাই লাইন। জয়ন্তীতে কিছু হলে এই এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না। সেজন্য আমরা দুটো লাইন আলাদা করতে বলেছি।'

অন্যদিকে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই সমস্যা হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আলিপুরদুয়ারের রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলেন, 'লোডশেডিংয়ের সমস্যা ওই এলাকায় রয়েছে। তবে সেটা খুব বেশি নয়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই এলাকাগুলোয়। গাছের ডাল তারে লাগলেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। ডাল সরে গেলেই সমস্যা থাকে না।'

> লোডশেডিংয়ের সমস্যা ওই এলাকায় রয়েছে। তবে সেটা খুব বেশি নয়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই এলাকাগুলোয়। গাছের ডাল তারে লাগলেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। ডাল সরে গেলেই সমস্যা থাকে না।
>
> **পার্থপ্রতিম মণ্ডল**
> বিদ্যুৎ আধিকারিক

শুরুতেই সমস্যা

- বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান নিয়ে বক্তব্য শুরুর কথা ছিল রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের, তখনই লোডশেডিং হয়
- এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রকাশকে
- আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী বক্তব্য রাখার সময়ও একই সমস্যায় পড়েন
- এমনকি অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্য সংগীত শুরুর মুহূর্তেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়

টুকরো খবর

হাতির হানা

কালচিনি ও পলাশবাড়ি, ১৭ জুলাই : বুধবার রাতে একটি বুনো হাতি রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালকূট বনবস্তিতে হামলা চালায়। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে হাতিটি বেরিয়ে এসেছিল। স্থানীয় কৃষক ছায়ামণি মারাকের প্রায় দুই বিঘা জমির ধান নষ্ট করেছে। অন্যদিকে, বুধবার রাতেই নিউ পলাশবাড়িতে তিনটি হাতি ঢুকে পড়ে। তবে রাতে এলাকার মানুষ কিছু বুঝতেই পারেননি। বৃহস্পতিবার সকালে নিউ পলাশবাড়িতে নির্মীয়মাণ মহাসড়কে হাতির পায়ের ছাপ দেখতে পান স্থানীয়রা। কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

রজত জয়ন্তী

পলাশবাড়ি, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মরিচঝাঁপি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০০০ সালের ১৭ জুলাই। বৃহস্পতিবার সকালে পড়ুয়াদের নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে বছরব্যাপী রজত জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা হল। প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তী জানান, ১৭ জুলাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই এদিন ব্যান্ডপার্টি বাজনা সহ পড়ুয়াদের শোভাযাত্রা গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে। বিকালে অন্য স্কুলগুলির সঙ্গে ফুটবল খেলাও হয়। মূল অনুষ্ঠান হবে নভেম্বরে।

পরিচয়পর্ব

ফালাকাটা, ১৭ জুলাই : ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রঞ্জন সাউ বৃহস্পতিবার ফালাকাটায় আসেন। এদিন সন্ধ্যায় ফালাকাটার শিশাগোড়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় পর্ব চলে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত টোটোচালকদের। সেখানে একই সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কুশল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। কুশল বলেন, 'আমাদের সংগঠনের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই পরিচয় পর্ব চলছে।'

কমিটি গঠন

সোনাপুর, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরের পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবকুপা ও সারা বাংলা শিক্ষাবন্ধু সমিতির কমিটি গঠন হল বৃহস্পতিবার। ওয়েবকুপা-র আহ্বায়ক করা হয় অধ্যাপক অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষাবন্ধুর আহ্বায়ক করা হয় রাজদীপ মুখোপাধ্যায়কে।

স্বচ্ছতা নিয়ে

সোনাপুর, ১৭ জুলাই : স্বচ্ছতা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি হল বৃহস্পতিবার। কলেজ ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতনতা র‍্যালি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

আসরে সাংসদ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : আগামী ২১ জুলাই বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান সফল করতে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন করতে দেখা গেল সাংসদকে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসও।

কর্মসূচি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সব বুথে কমিটি তৈরি নিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মণ্ডলে এই নিয়ে বৈঠক হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার ৪ নম্বর মণ্ডলের বৈঠক হয় জেলা বিজেপির কার্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস।

পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুল্যান্স নেই, রোগীদের দুর্দশা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কোনও অ্যাম্বুল্যান্স নেই। ফলে রোগী পরিবহণে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পরিজনদের। মুমূর্ষু রোগী ও গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও তীব্র। একরকম নিরুপায় হয়ে অটো, টোটোর ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। নয়তো গাড়ি রিজার্ভ করতে হচ্ছে মোটা টাকা দিয়ে। বিশেষ করে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া, বক্সা, জয়ন্তী এলাকা, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা থেকে রোগী হাসপাতালে পৌঁছাতে বেশি সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিপূর্বে একাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অ্যাম্বুল্যান্স থাকলেও সেটির খরচ চালানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর একসময় পরিষেবাই বন্ধ হয়ে যায়।

সোমবার সকালে শামুকতলা থেকে এক অসুস্থ বৃদ্ধাকে অটোয় করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর স্বজনরা। এরকম প্রায় প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে নিরুপায় হয়ে অটো, টোটোর মতো যানে হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে দেখা যায়। সম্প্রতি সাপের ছোবলে জখম বীরপাড়ার এক প্রবীণকে টোটোয় করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ন্তী ও বক্সার মতো প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। পাহাড়ি জঙ্গলপথে রাতে যাতায়াত আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুল্যান্স নেই, চাপরেরপার গ্রাম পঞ্চায়েত, বঞ্চুকুমারি গ্রাম পঞ্চায়েত তার মধ্যে অন্যতম। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুল্যান্স থাকলেও তা ১০ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সমস্যার কথা মেনে নিয়ে চাপরেরপার-১'এর প্রধান মাধবী রায় দাস বলেন, 'রোগী নিয়ে যাতায়াতে অটো, টোটো ছাড়া উপায় নেই। অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হলে সমস্যা মিটবে। বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বক্সা, জয়ন্তী সহ বিভিন্ন এলাকার দূরত্ব ২০-২৫ কিলোমিটার। এসব এলাকা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের দূরত্ব আরও বেশি। ফলে অটো-টোটোয় করে হাসপাতালে পৌঁছাতে চূড়ান্ত নাজেহাল হতে হয় রোগী সহ পরিজনদের। রাজাভাতখাওয়ার উপপ্রধান পার্থপ্রতিম দত্ত বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বসতি এলাকার দূরত্ব খুবই বেশি। তার ওপর জঙ্গলপথে বর্ষাকালে রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছানো আরও জটিল হয়ে পড়ে। এক দশক আগে একটি অ্যাম্বুল্যান্স ছিল। নতুন করে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হলে অনেক সুবিধা হয়। সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

হয়রানির একশেষ

- মুমূর্ষু রোগী ও গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও তীব্র
- একরকম নিরুপায় হয়ে অটো, টোটোর ওপর ভরসা করতে হচ্ছে
- নয়তো গাড়ি রিজার্ভ করতে হচ্ছে মোটা টাকা দিয়ে
- ইতিপূর্বে একাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অ্যাম্বুল্যান্স থাকলেও সেটির খরচ চালানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তারপর পরিষেবাই বন্ধ হয়ে যায়

পরিচালন কমিটিতে নেতাদের দাপট

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত হওয়া উচিত। স্কুল এবং কলেজের পরিচালন সমিতিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পরিবর্তে শিক্ষাবিদদের রাখা হোক।' কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলা নিয়ে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন। এদিকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিমুক্ত করার কথা যখন বলছেন বিচারপতি, ঠিক সেদিনই আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলিতে রাজনৈতিক পরিচয় বহনকারীরা প্রবেশ করলেন। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত পরিচালন কমিটিতে জায়গাও করে নিলেন তাঁরা। জেলার পাঁচটি কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের নাম এদিন প্রকাশ হয়। যাঁরা তালিকায় আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক-ঘনিষ্ঠ বলেই খবর। স্বাভাবিকভাবেই নতুন পরিচালন কমিটি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলায়। আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলিতে তৃণমূলের পরিচয় বহনকারীদের প্রবেশ করা নিয়ে তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'তৃণমূল কোর্টের কথাকেও যে মান্যতা দেয় না, আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলিতে নতুন পরিচালন কমিটির নামগুলি দেখলেই তা স্পষ্ট। ওরা স্কুল-কলেজ সব জায়গাতেই রাজনীতি ঢুকিয়েছে। এখন নেতাদের প্রবেশ করিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এটা আমি একজন শিক্ষক হিসেব অন্তত মেনে নিতে পারি না।'

এদিকে, বিজেপিকে পালটা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। প্রকাশের কথায়, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তর যাঁদের কলেজ পরিচালনায় পদ দিয়েছে, অবশ্যই তাঁদের যোগ্য মনে করেছে। যাঁরা পদ পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষার উন্নয়নে যুক্ত। বিজেপি বিরোধিতা করতে হয় বলেই উলটো-পালটা বকছে।'

উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে এদিন জেলার পাঁচটি কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং দুজন করে সদস্যর নামের তালিকা প্রকাশ করে। সেখানে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি হয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বিবেকানন্দ কলেজের সভাপতি হয়েছেন তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি ভাস্কর মজুমদার। ফালাকাটা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছেন তৃণমূল নেতা রাজু মিশ্র। জটেশ্বর লীলাবতী কলেজের সভাপতি হয়েছেন তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস। বীরপাড়া কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল রায়।

তালিকায় বিধায়কও

এছাড়াও পাঁচটি কলেজে দুজন করে স্টেট গভর্নমেন্টের নমিনিও হয়েছেন। তাঁরাও তৃণমূলের বিভিন্ন পদে আছেন বলেই খবর। এঁরা প্রত্যেকেই কলেজ পরিচালন সমিতিতে নতুন মুখ বলেই তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিকে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার নির্বাচন না হওয়া নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন করেছে বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত হোক। রাজ্যের কলেজগুলিতে নির্বাচন নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের এমন মন্তব্যের দিনেই আবার আলিপুরদুয়ারের কলেজগুলিতে একেবারে রাজনীতি প্রবেশ করল বলে জেলার রাজনৈতিক মহল মনে করছে। সামনে বিধানসভা ভোটের আগেই কলেজগুলিতেও ভোট হতে পারে। সেদিকে তাকিয়ে আগেভাগেই শাসকদল পরিচালন কমিটিগুলিতে দলীয় নেতাদের প্রবেশ করাল। এতে তৃণমূল ফায়দা তুলতে পারে বলেই বিরোধীদের অভিযোগ।

৩ বছরেও পাড়বাঁধ সংস্কার হয়নি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ জুলাই : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ইসলামাবাদ গ্রামে ঘোলটংঝোরার পাড়বাঁধ ভেঙে গিয়েছে ২০২২ সালে। ৩ বছরেও সেটি সংস্কার হয়নি। শুখা মরশুমে পাড়বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। ফলে সেচনালায় জল মেলে না। আবার বেশি বৃষ্টি হলে ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ঝোরার জল প্লাবিত করে বিঘার পর বিঘা জমি। এদিকে, ভাঙা পাড়বাঁধ লাগোয়া জমিগুলিতে তীব্র জলস্রোতে গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে সেগুলিতে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। এলাকার আবুল কালাম বলছেন, 'ইসলামাবাদ গ্রামটি কৃষিনির্ভর। কৃষকদের স্বার্থে সেচপ্রকল্পটি ঢেলে সাজানো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভাঙা সেচবাঁধটি ৩ বছরেও সংস্কার করা হল না।'

তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি তথা খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য ইউসুফ আলি বলেন, 'সেচবাঁধটি পুনর্নির্মাণের জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা এই মুহূর্তে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই অস্থায়ীভাবে পাড়বাঁধটি সংস্কার করা হবে। পরবর্তীতে পাকাপোক্তভাবে সেটি পুনর্নির্মাণ করতে জেলা পরিষদের দ্বারস্থ হব।'

তিন দশক আগে বাম আমলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের টাকায় ঘোলটংঝোরায় সেচবাঁধ তৈরি করা হয়। সরকার পরিবর্তনের পর সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সেটি একবার মেরামতও করা হয়। ওই সেচবাঁধে ঝোরার জল সেচনালার মাধ্যমে মাদারিহাটের ইসলামাবাদ, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ও ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের কমবেশি আড়াই হাজার বিঘা জমিতে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ইঁদুরে গর্ত তৈরি করায় পশ্চিমদিকের পাড়বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০২১ সালের জুন মাসে ব্লক প্রশাসনকে এনিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন কৃষকরা। অভিযোগ, কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। ফলে ২০২২ সালে সেচবাঁধের পশ্চিমদিকের পাড়বাঁধটি দু'জায়গায় ভেঙে যায়।

পাড়বাঁধ ভাঙায় পশ্চিমদিকের জমিগুলি তো বটেই, জল পাচ্ছে না ঝোরার পূর্বদিকের জমিগুলিতেও। গত ১ মাস ধরে বৃষ্টি হয়েছে নামমাত্রই। ফলে ওই এলাকায় আমন ধানের চারা বুনতে জল প্রয়োজন। কিন্তু পাড়বাঁধ ভেঙে সেচপ্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়ায় ঘোলটংঝোরার জল ব্যবহার করতে পারছেন না কৃষকরা।

এদিকে, বর্ষাকালে ঝোরা ফুলে উঠলে পাড়বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে জল কৃষিজমিতে ঢোকে। জল কমলে কৃষিজমির জল ভাঙা পাড়বাঁধ দিয়ে গড়িয়ে ঝোরায় পড়ে। প্রয়াত মোস্তফা শামসুল আলমের ৫ বিঘা, আমিনার রহমানের ২ বিঘা, আমিরুল হকের ৩ বিঘা, আবুল কালাম আজাদের ২ বিঘা, খুরশিদ আলমের ৩ বিঘা সহ অনেকেরই জমি জলে ডুবে থাকে বর্ষাকালে। খুরশিদের কথায়, 'প্রবল জলস্রোতে আমাদের বিঘা দেড়েক জমিতে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ৩ বছর ধরে জমি পতিত রেখেছি। অথচ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা এনিয়ে নজর দিচ্ছেন না।'

নালার জল দিয়ে ভরাট করা হত এলাকার ডোবাগুলি। ওই ডোবাগুলি মূলত পাট পচানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে কৃষকরা পড়েছেন উভয় সংকটে।

ইসলামাবাদ গ্রামে ঘোলটংঝোরার ভাঙা পাড়বাঁধ।

সমস্যা যেখানে

- ২০২২ সালে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ইসলামাবাদ গ্রামে ঘোলটংঝোরার পাড়বাঁধ ভেঙে গিয়েছে
- শুখা মরশুমে পাড়বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, ফলে সেচনালায় জল মেলে না
- বেশি বৃষ্টি হলে ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ঝোরার জল প্লাবিত করে বিঘার পর বিঘা জমি

বন্ধ হওয়ার মুখে কোচবিহারের ক্যানসার সেন্টার

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : চলতি বছরে এক টাকাও সরকারি অনুদান পায়নি কোচবিহারের রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারটি। ফলে পরিষেবা দিতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা কর্তৃপক্ষের। প্রতিবছর রাজ্য সরকারের তরফে ২৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তবে, গত বছর অবশ্য ১২ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবছর এখন পর্যন্ত কোনও অনুদান না পাওয়ায় চূড়ান্ত সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। একজন মন্ত্রী ওই দায়িত্বে থাকার পরেও রাজ্যের অনুদান সময়মতো পৌঁছাচ্ছে না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উদয়ন বলেছেন, 'এবিষয়ে কথা বলে দেখব।'

কোচবিহারের বিনপট্টি এলাকায় ১৯৮৯ সালে তৎকালীন মন্ত্রী কমল গুহর উদ্যোগে ক্যানসার সেন্টারটি গড়ে ওঠে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্ট সেটি পরিচালনা করে। দীর্ঘদিন ধরেই এই সেন্টারটি ধুঁকছে। পরিষেবা কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। সেন্টারটির পরিকাঠামো তৈরি করা বা সেটিকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি উঠেছিল অনেকদিন আগেই। যদিও তার বাস্তবায়ন হয়নি। ২০২২ সালে এই সেন্টারটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটি অধিগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল আন্তর্জাতিক মানের একটি সংস্থা 'কারকিনোস'। সংস্থাটি জানিয়েছিল, প্রথম দফায় ৩৫ কোটি খরচে লিনিয়ার এসকালেটার, সিটি স্ক্যান সহ নতুন কিছু মেশিনপত্র বসানো ও চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার তৈরির কথাও ছিল। তাঁরা জানিয়েছিলেন, এই সেন্টারটির পরিকাঠামো তৈরি করে সেখানে স্বল্প খরচে ক্যানসার সম্পর্কিত সব ধরনের চিকিৎসা একই ছাদের নীচে করা হবে। কিন্তু কোচবিহার পুরসভা দাবি করেছিল ক্যানসার সেন্টারটি যে জমিতে রয়েছে সেটির মালিক তারা। পুরসভার জমি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়ার নিয়ম নেই। ফলে একাধিকবার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্ট ও কারকিনোসের মউ চুক্তির তারিখ ঠিক হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে পাঁচ টাকা মূল্যের টিকিট কাটার পর চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে মিললেও পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য রোগীদের অর্থব্যয় করতে হয়।

রায়ডাকপাড়ে শ্রাবণীমেলার জমজমাট আয়োজন

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৭ জুলাই : উত্তর থেকে দক্ষিণে পাহাড়ি রায়ডাক নদী কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে। বারবিশার পূর্ব চকচকায় রায়ডাক ২ নম্বর সেতুর উত্তর পাশে জাতীয় সড়ক থেকে সেচ দপ্তরের পাড়বাঁধে নেমে গিয়েছে পাকা সিঁড়ি। পাড়বাঁধের উপরেই রয়েছে শিব মন্দির। ভুটান পাহাড় ও সবুজ জঙ্গলে ঘেরা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পরিবেশে পূর্ব চকচকা চেকপোস্ট বোলব্যোম সেবা কমিটির উদ্যোগে শ্রাবণীমেলা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

জাতীয় সড়কের দু'পাশের সার্ভিস রোডে শিব মন্দির যাতায়াতের পথ সুগম করেছে। মেলার এবার ১২তম বর্ষ। রবিবার রাত ১২টায় গঙ্গাপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হবে জলাভিষেক উৎসব। দিনরাত এক করে চলছে পরিকাঠামো গড়ার কাজকর্ম। মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুজিত অধিকারী ও বাপন বর্মন জানালেন, ভক্তদের দানের অর্থে পাড়বাঁধের পাশে থাকা জোতজমিতে বিগত এক দশক ধরে ধীরে ধীরে স্থায়ী শিব মন্দির গড়ে তোলা হচ্ছে। চার ভাই অজিত, মানিক এবং প্রয়াত অধর ও অমর বর্মনরা জমিদান করেছেন। এখানে রায়ডাক নদীর পাড়বাঁধজুড়ে শ্রাবণীমেলা করা হয়। মেলার সুনাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার উৎসাহী মানুষ তো বটেই, সুদূর অসম ও বিহার সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্ত এবং ভক্তরা মেলায় আসেন। মেলার পরিকাঠামো তৈরিতে কোনওরকম খামতি রাখা হচ্ছে না বলে জানালেন মেলা কমিটির সভাপতি কালাচন বর্মন।

কমিটির সক্রিয় সদস্য প্রশান্ত বর্মনের কথায়, শ্রাবণীমেলা ঘিরে নাগরদোলা, মিকি মাউস, ট্র্যামপোলিন, জাম্পিংজ্যাকস সহ রকমারি দোকানপাট বসানো হচ্ছে। শ্রাবণ মাসের চারটি রবিবার ও সোমবার মেলা বসবে। ভিড় সামলাতে মহিলা ও পুরুষদের জন্য বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে স্নানঘাট ও মন্দিরে প্রবেশের পৃথক লাইন করা হচ্ছে। ভক্তদের নিরাপত্তায় স্নানঘাট মোটা দড়ির জাল দিয়ে ঘেরা থাকবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা নৌকায় নজরদারি চালাবেন। সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশকর্মী মোতায়েন ছাড়াও মেলা চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ভেলপুরি বিক্রেতা দুলাল দে জানালেন, তিনি এই মেলায় আট বছর ধরে দোকান দিচ্ছেন। সমস্ত খাবারের দোকানেই নিরামিষ খাবার বিক্রি করা হয়। মেলার ক'দিন মুক্তমঞ্চে সমবেত নৃত্য পরিবেশন এবং একক অনুষ্ঠানের জন্য বাড়িতে মহড়ায় ব্যস্ত একাদশ শ্রেণির অস্মিতা বর্মন, ঈপ্সিতা সরকার, প্রিজা বর্মন, অষ্টম শ্রেণির প্রেয়সী সরকার, কলেজ পড়ুয়া তিথি বর্মনরা।

পূর্ব চকচকায় রায়ডাকপাড়ে চলছে শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি।

প্লাস্টিকে কঙ্কাল

চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে দাসপাড়ার ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হল কঙ্কাল। বৃহস্পতিবার সকালে সাফাই কর্মীরা প্লাস্টিকে মোড়ানো এটি দেখতে পান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলেজে পুলিশ

ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশ পিকেট চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করল কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। তবে শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে পুলিশ রাখার পক্ষপাতী নয় আদালত।

কড়া নবান্ন

নবান্নের ১৪ তলায় সিভিক ভলান্টিয়ার পৌঁছে যাওয়া নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হল নবান্নে। এবার থেকে নির্দিষ্ট অনুমতি ও পরিচয়পত্র দিয়ে সিভিকদের নবান্নে ঢোকার অনুমতি মিলবে বলে জানা গিয়েছে।

শ্লীলতাহানি

মধ্যরাতে টেলি পর্দার অভিনেত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল কলকাতার রাস্তায়। বাধা দিতে গেলে বচসা বাড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছোলে ওই দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

আজ শিল্প-বার্তা মোদির

দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভার বেশ কিছু শিলান্যাসও

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৭ জুলাই : '২৬-এর বিধানসভার আগে রাজ্যের শিল্পায়নে বার্তা দিতে দুর্গাপুরে ৫ হাজার কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে পথ দেখাবে দুর্গাপুর। '২৬-এর পরিবর্তনের পরেই পুরোনো দুর্গাপুরের প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করছে বিজেপি।'

শুক্রবার দুপুরে বিহারের দ্বারভাঙা বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে অন্ডালে পৌঁছে, সড়ক পথে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ে পৌঁছোবেন প্রধানমন্ত্রী। গান্ধি মোড় থেকে নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত শেষ ৩ কিলোমিটার হুডখোলা জিপে চেপে স্টেডিয়ামে পৌঁছোবেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কাটআউট ও দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তার দু'পাশ। তাঁর যাত্রাপথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দলের মহিলা কর্মী সমর্থকরা ফুল ছুঁড়ে মোদিকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

সভাস্থলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে। -রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প, ডিভিসি রঘুনাথপুর ও মেজিয়া কারখানা সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের আসানসোল-কলকাতা গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহ, জাতীয় সড়কে বেশ কিছু আন্ডারপাস, ওভারব্রিজ, ডিএসপির আধুনিকীকরণের সূচনা করবেন মোদি। বিকাল ৩টে নাগাদ দলীয় মঞ্চ থেকে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সভা থেকেই রাজ্যের শিল্পায়নে কেন্দ্রের সহযোগিতার বার্তা দেবেন মোদি।

মোদির সফরের আগে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে দুর্গাপুরকে ঘিরে রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে স্বপ্ন দেখানো হলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাজপেয়ি সরকারের আমলে বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক তৈরি হওয়ার পরেই দুর্গাপুর সহ দেশের একাধিক সরকারি কারখানায় বিলগ্নিকরণের হিড়িক পড়ে যায়।

তার শিকার হয়েছিল দুর্গাপুরের বাণিজ্যসফল এমএমসি, দুর্গাপুর ফার্টিলাইজারের মতো সংস্থা। ২০১৯-এ বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া জয়ী হওয়ার পর দুর্গাপুর স্টিল সহ এইসব বন্ধ কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। গত ২০২৪-এর ভোটে এই কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। জনসংযোগে বেরিয়ে সেই ক্ষোভের আঁচ পেয়েছিলেন দিলীপ। তাই শুক্রবার মোদির হাতে কয়েক হাজার কোটির ভিত্তিপ্রস্তর শিলান্যাসে ভোটরাজনীতি দেখছে দুর্গাপুরের মানুষ। যদিও শমীকের দাবি, এটা মমতার শিলন্যাস নয়। মোদির শিলান্যাস।

শেষপর্যন্ত দিলীপ ব্রাত্যই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ জুলাই : এবারেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় যাচ্ছেন না দিলীপ। দলকে অস্বস্তিতে না ফেলতেই দিলীপের এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা। সেই সভায় যাওয়ার কথা ছিল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। কিছুদিন আগে দিলীপ নিজেই সেই কথা জানিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার থেকেই তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়া নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সভার ২৪ ঘণ্টার আগে দিলীপ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় তিনি যাচ্ছেন না।

২৯ মে আলিপুরদুয়ারের সভায় প্রধানমন্ত্রী '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে দলকে ঘুরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশে মোদি বলেছিলেন, এবার সবাইকে কোমর বেঁধে নামতে হবে। রাজ্য সভাপতি হিসেবে অভিষেকের পর সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে দিলীপ ঘোষের থেকে সংবর্ধনা নিয়ে শমীক জানিয়েছিলেন, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। দিলীপকে নিয়ে শমীকের এই বার্তার পর স্বাভাবিকভাবে

উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল পুরোনো বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। শমীক আশ্বস্ত করেছিলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেখতে পাবেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ দিয়ে জেলা সফরে গিয়ে সেখানেও দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনে এনে বিজেপিতে আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব ঘোচাতে বার্তা দেন শমীক। কিন্তু আচমকা তাল কাটল। প্রধানমন্ত্রীর সভায় দলের ঐক্যবদ্ধ বিজেপির ছবি তুলে ধরতে এবারেও ব্যর্থ হল বিজেপি।

আচমকা দিলীপের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে না চাইলেও দিলীপ বলেছেন, 'পার্টির কেউ কেউ চায় না আমি সেখানে যাই। তাই প্রধানমন্ত্রীর সভায় গিয়ে পার্টির অস্বস্তি বাড়াতে চাই না। দুর্গাপুরের কার্যকর্তারা চেয়েছিলেন বলে যাব বলেছিলাম। কিন্তু আমার জন্য দল অস্বস্তিতে পড়ুক এটাও চাই না।'

প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত দিলীপের কাছে দলের কোনও আমন্ত্রণ পৌঁছোয়নি। কেন দিলীপকে আমন্ত্রণ জানানো গেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। তবে সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপিরই এক প্রভাবশালী নেতার আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত দিলীপের কাছে আমন্ত্রণ পাঠায়নি দল।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় দিলীপের উপস্থিতি নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজ্য সভাপতি নিজেই। এদিন দুর্গাপুরে এক প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, 'বিজেপির মঞ্চে কারা থাকবে সেটা বিজেপিই ঠিক করবে। গঠনতন্ত্র মেনে দলের নিয়মানুযায়ী যাঁদের থাকার কথা, তাঁদের মঞ্চে দেখতে পাবেন।'

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সভার সময় মেদিনীপুরে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন তিনি বলে জানিয়েছেন নিজেই।

উচ্চমাধ্যমিকে শৌচালয়ে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৭ জুলাই : চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা থেকেই শুরু হচ্ছে নিয়মবিধির পরিবর্তন। পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে অনলাইনে। স্কুল থেকে হার্ড কপি সংগ্রহ করতে হবে না। পরীক্ষা চলাকালীন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কেউ শৌচালয়ে যেতে পারবেন না। পরীক্ষায় নকল রুখতে আসনবিন্যাস এমনভাবে হবে, যাতে কেউ কারও খাতা দেখতে না পান। 'এস' আকৃতির এই আসনবিন্যাসে প্রতিটি পরীক্ষার্থী একে অপরের থেকে কেবল ভিন্ন সারিতে নয়, বরং কোণাকুণি ও বাঁকা অবস্থানে বসবেন। সিমেস্টার হবে ওএমআরে।

শিক্ষকের ঘাটতি থাকলে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের স্থায়ী শিক্ষকরা ইনভিজিলেটর হিসেবে কাজ করতে পারবেন। পরীক্ষার্থীরা ভুলবশত প্রথম দিন অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গেলে, তাঁর পরীক্ষা বাতিল হবে না। দ্বিতীয় দিন অবশ্যই তাঁকে কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। বন্যাদুর্গত এলাকার কথা মাথায় রেখে শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘোর বর্ষায় পরীক্ষা হওয়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বিধিতে।' সংসদের নির্দেশমতো প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র ও প্রশ্নপত্র রাখার জায়গা এমন এলাকায় করতে হবে যেখানে বন্যার কোনও সম্ভাবনা নেই। কোনও পরীক্ষার্থী শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে বা কোনও সংক্রমণ থাকলে তাঁকে আলাদাভাবে বসাতে হবে। প্রতিদিন পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। শেষ হবে বেলা ১১টা বেজে ১৫ মিনিটে।

জীবনযুদ্ধ... বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

প্যাঁচপ্যাঁচে গরম, আইসক্রিম, আর তুমি...

তুমি গোলাপের মতোই সুন্দর... কলকাতা ময়দানে বৃহস্পতিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

ছাত্র সংসদ ভোটের বিজ্ঞপ্তি দিন আগে

রাজ্যের উদ্দেশে কড়া বার্তা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জুলাই : রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য? কবে জারি করা হবে বিজ্ঞপ্তি? দু-সপ্তাহের মধ্যে অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'রাজ্যের কাজ বিজ্ঞপ্তি জারি করা। সেটা করুক। বাকি আদালত বুঝে নেবে।' দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্প্রতি কসবার ল কলেজের ঘটনায় পরিচালন সমিতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত হোক। পরিচালন সমিতি অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান। তাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করে না আদালত। তার পরিবর্তে শিক্ষাবিদদের রাখা হোক। পড়ুয়ারা কিছু শিখতে পারবে। পরিচালন কমিটি নিশ্চিত করবে যাতে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়।' মামলাকারী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদি অনন্তকাল ধরে নির্বাচন ফেলে রাখা যায় না। আদালত বলেছে, কোথাও অসুবিধা থাকলে আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। তারপর আদালত বুঝবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে আদালতে জানায় রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রেক্ষিতে মন্তব্য করে, 'অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তো উপাচার্য রয়েছে, সেখানে কেন নির্বাচন হয়নি?' রাজ্যের তরফে যুক্তি, 'কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রক্রিয়া চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অস্থায়ী উপাচার্যদের নীতি নির্ধারণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই। তাই যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য রয়েছে, সেখানে ভোট করানো যাবে না।' আদালত বলে, 'আপনার কাজ কী ভোট করানো।' এই যুক্তিতে রাজ্যের সম্মতি জানিয়ে বলে, 'রাজ্যের কাজ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা।' তারপরই আদালত জানায়, 'তাহলে রাজ্য সেটাই করুক, বাকিটা আদালত বুঝে নেবে।' রাজ্যের তরফে স্পষ্ট করা হয়, নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি কবে
- দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে অবস্থান
- কোথাও অসুবিধা থাকলে বুঝে নেবে আদালত
- উপাচার্য থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেন নির্বাচন নয়

কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ২০১৭ সালের বিধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, 'ওই রুলে কি কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে?' রাজ্য জানায়, 'তা নেই, কিন্তু সুপ্রিম নির্দেশ অনুযায়ী লিন্দো কমিটির রিপোর্ট তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। ফলে ওই রুল সংশোধিত হবে।' ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে পদক্ষেপ করুন। ২০১৭ সালের বিধি সংশোধনের কাজ কম সময়ের মধ্যে কার্যকর করুন। যত শীঘ্রই সম্ভব নির্বাচন করুন। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলা হয়।

'আর কতদিন সহ্য করবে মানুষ'

একুশে জুলাই সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও যানজট তৈরি হয়। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আইনজীবীদের একটি সংগঠন। তাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি এই সভা নিয়ে কিছু শর্ত আরোপ করব। তবে শেষ মুহূর্তে এসে এখনই কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতে চাইছি না।' আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, 'ভিক্টোরিয়া হাউসের বদলে শহিদমিনার, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, সল্টলেক স্টেডিয়ামের মতো জায়গা বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই নিয়ে জানাক রাজ্য।' শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

রাজ্য ও পুলিশের তরফে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, 'এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ৩০ বছর ধরে এই কর্মসূচি হচ্ছে। এই সংগঠনের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দল যুক্ত, তারাই এই ঘটনার জন্য দায়ী।' রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও একই যুক্তি রাখেন। তাঁর দাবি, কলকাতায় যানজট নতুন বিষয় নয়।

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করে। জনস্বার্থ সংক্রান্ত বেঞ্চে মামলা দায়ের করুক আবেদনকারীরা। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী শামীম আহমেদ জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই কোন কোন এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর আগে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে কর্মসূচিতে রাজ্য আপত্তি জানিয়েছিল। তবে বিচারপতি এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই কোনও না কোনও ঘটনাকে ঘিরে আবেগ রয়েছে। রাস্তার এক তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দলগুলো দখল করে নিয়েছে। কতদিন সহ্য করবে মানুষ? সকাল ১১টার পর এই সংক্রান্ত কর্মসূচি করা হোক। রাজ্যের তরফে পালটা যুক্তি দেখানো হলে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'কাজের দিনে এই ধরনের কর্মসূচি হলে অসুবিধা তৈরি হয়। ছুটি ঘোষণা করে দিন।' ভবিষ্যতে কোথায় সভা হতে পারে, তা নিয়ে দীর্ঘ শুনানি প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে আদালত। পুলিশকে এই নিয়ে আদালতে জানাতেও বলা হয়েছে।

ক্ষমা চাইলেন বিনীত গোয়েল

কলকাতা, ১৭ জুলাই : আরজি করের নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় ক্ষমা চাইলেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তাঁর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছেন।

আর তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, 'তিনি যেহেতু চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন তাই মামলাটি এখানেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্র

কলকাতা, ১৭ জুলাই : রাজ্যের বেহাল দশা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সারাইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। তারাতলা এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি সেন মন্তব্য করেন, 'জেলার রাস্তাগুলির হাল খুব খারাপ। রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না। রাজ্য অনেক কিছুতে টাকা খরচ করছে। সঠিক জায়গায় খরচ করুন। জেলা পরিষদগুলির কাছে বার্তা পৌঁছে দিন।' এদিনই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত রাজ্যগুলির ফুটপাথ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে।

এদিন ফুটপাথ নীতি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের দপ্তরেও পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রের নির্দেশিকা। কেন্দ্রের পাঠানো চিঠিতে ফুটপাথ নীতি থাকলে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে। বর্তমানে কতগুলি ফুটওভার ব্রিজ ও কতগুলি সাবওয়ে রয়েছে সেই পরিসংখ্যানও জানতে চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের চিঠি গেল রাজ্যগুলিতে।

৫ লক্ষ জমায়েতের লক্ষ্য নবান্নে

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ৯ অগাস্ট অভয়ার বাবা-মার ডাকে নবান্ন অভিযানে ৫ লাখ মানুষের জমায়েত চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি বৈঠকে একথা জানিয়েছেন তিনি। নবান্ন অভিযান সফল করতে অভয়ার বাবা-মার লক্ষাধিক আবেদনপত্র আগামী ১০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় বিলি করবে ছাত্র সমাজ।

গত বছর অরাজনৈতিক ছাত্র সমাজের মঞ্চ থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এবারও সেই ছাত্র সমাজের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ফের নবান্ন অভিযানে যেতে চান তিনি। ইতিমধ্যেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে ওই দিন নবান্ন অভিযানের মিছিলে তাঁদের শামিল করার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন তিনি। এদিন প্রস্তুতি বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'এবারের অভিযানও কোনও রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির পতাকা নিয়ে হবে না। এটা কোনও ব্যক্তির রাজনীতি নয়। কোনও দলের রাজনীতি নয়। ধর্মের রাজনীতি নয়। এটা বাংলা বাঁচানোর রাজনীতি।'

আরজি করের নির্যাতিতা এখনও বিচার পাননি। সিবিআই তদন্তেও তার কোনও সুরাহা মেলেনি। তার ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপিও। সেই কারণে এদিনের সভা থেকে সিবিআই প্রসঙ্গে কার্যত টুঁ শব্দটি করেননি শুভেন্দু।

চাকরির আবেদন শুরু

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ৩০ মে এসএসসির জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তির একাংশে মান্যতা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নতুন নিয়োগ বিধি মেনেই চলবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। শুধু বসতে পারবেন না দাগি চিহ্নিতরা। আদালতের এই নির্দেশ সামনে আসতেই ফর্মফিলাপ করা শুরু করলেন চাকরিহারা আন্দোলনরত শিক্ষক, শিক্ষিকাদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা যদি পরীক্ষায় না বসেন তা ভুল পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি, এই রায়ের ফলে তাঁরা হতাশ। তাই আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

নলবনে ইকো আরবান ভিলেজ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জুলাই : উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট পাঁচটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণী মেলার কথা মাথায় রেখে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ মন্দির যাওয়ার পথে নদীর ওপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করলেন। শিবচতুর্দশী দ্বার পর্যন্ত যাওয়ার জন্যেও তৈরি হয়েছে সেতু। উভয় দিকের রাস্তার উদ্বোধন করে বৃহস্পতিবার নিউটাউনের সরকারি সভায় মমতা জানান, গজলডোবার পর এবার নিউটাউনের নলবনে তৈরি হবে 'ইকো আরবান ভিলেজ'। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার দিকে আঙুল তুলে এদিন ওড়িয়া ভাষার আদলে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'খাউন্তি, করুন্তি, যাউন্তি। কিন্তু ঝগড়া না করুন্তি। আমাদের লোকের ওপর অত্যাচার না করুন্তি।' ফের বাঙালি হেনস্তার প্রসঙ্গ তুলে মমতার অভিযোগ, 'কেউ বাংলায় কথা বললেই তাঁকে ডিপোর্ট করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ওরা জানে না, বাংলাভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা সারা এশিয়ায় দ্বিতীয়। সারা পৃথিবীতে পঞ্চম।'

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য এদিন 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজন্ন প্রকল্পে নিউটাউনে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (ইডব্লিইউএস)-এর জন্য ১৫ তলা ও সুজন্ন প্রকল্পে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ১৬ তলার আবাসনের উদ্বোধন করা হয়। ৭ একর এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে আবাসনগুলি। 'নিজন্ন' প্রকল্পে রয়েছে ৩০০ বর্গফুটের ৪৯০টি এক কামরার ফ্ল্যাট। আর 'সুজন্ন' প্রকল্পে ৬২০ বর্গফুটের দুই কামরার ৭২০টি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য খরচ হয়েছে ২৯০ কোটি টাকা। ভরতুকি দিয়ে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে বাংলার মানুষ এই আবাসনে থাকতে পারবেন। এছাড়া নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার ও 'রূপান্ন'র পাশে 'সুসম্পন্ন' নামে একটি নবনির্মিত বহুতল পার্কিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউন, রাজারহাট সহ সংলগ্ন এলাকার মানুষ ও পর্যটক এই আটতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক পার্কিং কমপ্লেক্সে ১৫১২টি গাড়ি রাখার সুযোগ পাবেন।

'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' প্রকল্পের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল।

উত্তরবঙ্গের গজলডোবার আদলে নিউটাউনের নলবনে দ্বিতলবিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ও ২০০ আসন বিশিষ্ট 'তরণ্য' নামক মুক্তমঞ্চের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তৈরি করা হয়েছে শিশুদের জন্য বিনোদন পার্কও। প্রকল্পগুলিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

এদিন কেন্দ্রকে নিশানা করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো। 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে জমি ও বাড়ির টাকা দিয়ে প্রায় ২৪ হাজার পরিবারকে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্ডাল, জামুড়িয়া, বারাবনী এলাকায় ২৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মমতার তোপ, 'এখানে রোহিঙ্গা কোথা থেকে এল? ওরা তো মায়ানমারের। ওরা বাংলা জানল কী করে? যাঁরা বলছেন তাঁরা এটা বুঝবেন না? মিথ্যাচার করবেন না।' 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে মমতার কেন্দ্রকে প্রশ্ন, '১৭ লক্ষ লোকের নাম ভোটারতালিকা থেকে কেন বাদ দিতে বলবে? কে তুমি হরিদাস?' ডিসেম্বর ও মে মাসে এই প্রকল্পের দুটি কিস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪৩২

মৃত্যুপুরী গাজা

গণহত্যা/ বিরাম নেই গাজায়। পাড়ায়-রাস্তাঘাটে দাদাগিরি দেখে অভ্যস্ত আমরা। এখন বৈশ্বিক দাদাগিরির যুগ। মহাশক্তিধর রাষ্ট্রনেতাদের মস্তানি চলছে দুর্বলদের ওপর। আমরা সভ্যসমাজের বড়াই করি। সভ্যসমাজই যদি হবে, তাহলে কি ত্রাণকেন্দ্রের সামনে ক্ষুধার্তদের ভিড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়! যে হামলায় মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয় ক্ষুধায় কাতরদের পুরো লাইন। গাজায় এখন চলছে এই দাদাগিরি।

স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে হিটলার-মুসোলিনিদের নাম ইতিহাসে পাকাপাকি স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কম কীসে? সাম্প্রতিক অতীতে ক্যালেন্ডারের পাতায় এমন একটা দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেদিন গাজায় হামলা বন্ধ ছিল।

গত ৮ জুন সকালে ইজরায়েলি হামলার গা শিউরে ওঠা বর্ণনা রয়েছে প্যালেস্তিনীয় চিকিৎসক হাজেম মালোর লেখায়। যিনি লিখেছেন, 'চতুর্দিকে ক্ষেপণাস্ত্র হানা, বিস্ফোরণের শব্দ। কী যে হচ্ছে, জানি না। আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। আতঙ্কিত মানুষ ছোটাছুটি করছেন। অজস্র অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন বাজছে একটানা। মনে হচ্ছে, আজই বোধহয় পৃথিবীর শেষ দিন। ছেলে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে বলল, বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন মানুষের দেহাংশ পড়ে রয়েছে রাস্তায়। বেশিরভাগই মহিলা, শিশুর।'

সেদিন ইজরায়েলি হানায় নিহত হয়েছিলেন অন্তত ২৭০ জন, আহতের সংখ্যা সাতশোর বেশি। ওই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক, ৮০০। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট, ৯ জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,২০০। এঁদের মধ্যে ইজরায়েলি ১,৯৮৩ ও প্যালেস্তিনীয় ৫৮,২১৭ জন।

২০২৩-এর ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিদের ইজরায়েল আক্রমণ দিয়ে নতুন করে যে সংঘাতের সূচনা, সেই আগুন আজও জ্বলছে। মাঝেমধ্যে খবর হয়, ট্রাম্প পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে মরিয়া। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ তিনি থামাবেনই। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, ভারত-পাক এবং ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ তাঁর মধ্যস্থতায় বন্ধ হয়েছে বলে ট্রাম্পের দাবি।

সেজন্যই ২০২৬-এর নোবেল শান্তি পুরস্কারের অন্যতম দাবিদার তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে দ্বিতীয়বার বসার সময় থেকে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির গাজর ঝোলানো আছে। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর মাসখানেকের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছিল একবার। তারপর আর চেষ্টা দেখা যায়নি। কখনও হামাসের ওপর কঠিন শর্ত চাপানো হয়েছে, কখনও অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটেছে চেষ্টার।

মাঝে একবার ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, গাজাকে গড়ে তুলতেই তিনি গাজা দখল করবেন। সেই নিয়েও আর উচ্চবাচ্য নেই। প্রাণের বন্ধু নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ট্রাম্প বরদাস্ত করবেন না। নেতানিয়াহু-বিরোধী মনোভাবের জন্য হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানও তিনি বন্ধ করেছেন।

দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা চালাচালি হয় প্রায়শই। কখনও খবর হয়, যুদ্ধবিরতি শীঘ্রই। কিন্তু পরদিনই দেখা যায়, গাজার কোনও হাসপাতাল বা ক্যাফে ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গাজায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছেন শত শত মানুষ। প্যালেস্তিনীয়দের জীবনের এতটুকুও দাম নেই। নেতানিয়াহু যে তাঁদের অস্তিত্বই মুছে ফেলতে চাইছেন।

আহতদের চিকিৎসার উপায় নেই। বহু হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপ। যে কয়েকটা টিকে আছে, সেগুলোয় চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই। অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। পুনর্বাসনের নামে ইজরায়েল খালি করে দিচ্ছে পুরো গাজাকে। ইজরায়েলি হামলায় নিশ্চিহ্ন সব বেকারি, মিল, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ। অনাহারে দিন কাটছে প্যালেস্তিনীয়দের।

করুণ অবস্থা শিশু-মহিলাদের। বেবিফুড নেই, দুধ নেই। একমাত্র ভরসা ত্রাণকেন্দ্র। সেই ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে পানীয় জল আনতে গিয়েও খুন হচ্ছেন মানুষ। স্বাধীনতার পর বহু দশক ভারত ছিল ইয়াসের আরাফতের পাশে। আজ ভারত রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলি হানা-বিরোধী প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে বিরত থাকছে। ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতীয় যন্ত্রাংশ। নির্বিকার শক্তিধর বিভিন্ন রাষ্ট্র। নীরব দর্শকের ভূমিকায় রাষ্ট্রসংঘ।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

ছন্দের মাদকতা উত্তরের লোকসংগীতে

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া বা কুষান, বিষহরা বা পালাটিয়া গানের অন্দরে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সুর। খুঁজে পেলে জীবনে প্রশান্তি।

দীপায়ন ভট্টাচার্য

পৃথিবীর প্রাচীন সময়ে মানুষের মুখে হয়তো ধ্বনি জেগেছিল, বাক্য আসেনি। আস্তে আস্তে তার মন থেকে উপচে পড়ছিল জিজ্ঞাসা- এটা কী, ওটা কেন, কী করে এল এগুলো? এই রকম কোনও সময়ে তার মন ধেয়ে গেল নিজের হৃৎস্পন্দনের দিকে- লাব-ডুব... লাব-ডুব... লাব-ডুব। এমন করেই হয়তো তার ছন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এভাবে মনোযোগ সরে গেল প্রকৃতির দিতে। সে শুনল বৃষ্টিধারার মধ্যেও ছন্দ আছে। অবিরত, অথচ ছন্দ-স্পন্দিত। পাখির ডাকেও ছন্দ পাওয়া গেল।

সভ্যতার পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ ছন্দের নতুন নতুন রূপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছে। মানুষ কণ্ঠস্বরকে প্রকৃতির অনুসরণে সুরেলা করে নিল। মানে বৃষ্টির মতো, মেঘের ডাকের মতো, পাখির কাকলির মতো। সুর জাগানোর রেওয়াজ হল। তখন সে দেখল কণ্ঠের সঙ্গে যদি বুকের 'লাব-ডুব' মেলানো যায়, তাহলে সময়কে আনন্দে ঢেলে দেওয়ার আরেকটি প্রকরণ মেলে। সেই শুরু হল ছন্দের অপরাজেয় যাত্রা। ধ্বনিকে তো নাদ-ও বলা হয়।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী সংগীতোপযোগী মধুর স্বর, যা স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলন থেকে সৃজিত, তাকেই বলে ধ্বনি বা নাদ। সেই নাদ প্রকৃতির মধ্যে আছে। দুটি বস্তুর সংঘাত বা সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন ধ্বনিকে বলা হয় আহত নাদ। আবার কোনও বস্তুর সঙ্গে সংঘাত ছাড়াই উৎপন্ন ধ্বনিকে বলে অনাহত নাদ। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অনাহত নাদ রয়েছে। এই নাদ ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না। অনাহত নাদের বাহ্যিক প্রকাশ নেই বলেই তা সৃষ্টির অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী নয়।

ধ্বনির তরঙ্গ ক্রমশ দ্রুত অথবা মন্থর হতে হতে একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে আর তা শ্রুতিগোচর থাকে না। বৈজ্ঞানিক বিচারে আমাদের শ্রবণ পরিধির বাইরেও ধ্বনি বা নাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত। মানুষ অতশত বুঝুক বা না বুঝুক, প্রকৃতির মধ্যে সুর ছিল, তালও ছিল। মানুষ তার রহস্য ভেদ করে স্বাদ নিতে নিতে এগোচ্ছে একটু একটু করে।

থাক সংগীতের তত্ত্বকথা। বরং আমরা আসি সুর ও ছন্দের সাধারণ আলোচনায়। সংগীতের মধ্যে যে হিপনোসিস বা সংবেশন আছে, তা মানুষকে গানের আলিঙ্গনে টেনে নেয়। এক সময় শ্রমকে সহনশীল করে নেওয়ার জন্য মানুষ সুরকে আপন করে নিয়েছিল। শ্রমসংগীতই ছিল পৃথিবীর আদিম সংগীত। জাদুমূলক নানা কৃত্যালিতেও সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়ে তা হল আরও বৈচিত্র্যময়।

তারপর আস্তে আস্তে হাতে এল সুর ও ছন্দের নানা উপকরণ। বাঁশ বা ভুক্তাবিশিষ্ট হাড় থেকে আবিষ্কার হল বাঁশি গোছের বাজনা। শাস্ত্রমতে যার নাম শুষির বাদ্য। কেন শুষির? কেননা, বাতাস শোষণ করে কিংবা ফুঁ দিয়েই তা বাজাতে হয়। এই বিচারে সানাই, শঙ্খ, বিউগল, মাউথঅর্গ্যান, ট্রাম্পেট সহ এখানকার লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বাঁশি, মুখা বাঁশি সবই শুষির বাদ্য।

আদিম যুগে মৃত পশুর শুকিয়ে যাওয়া শিরা-উপশিরা বা গাছগাছালির লতাগুল্মের তন্তুতে আঙুলে ধ্বনি তুলে খুঁজে পাওয়া গেল তন্ত্রী বাদ্য বা তত বাদ্য। ঐতিহ্যময় বীণা, সেতার, সরোদ, এসরাজ বা পশ্চিমী হার্প, বেহালা কিংবা আরও আধুনিককালের গিটার তো বটেই, দেশি একতারা, দোতারা, খমক, ব্যানা সবই ওই তত বাদ্য।

তত বাদ্য যখন পাওয়া গেল, তখন বিতত বাদ্য কি মানুষ পায়নি? হ্যাঁ, পশুর চামড়াকে মাটি বা কাঠের খোলের মধ্যে মজবুতভাবে আটকে মানুষ ছন্দিত ধ্বনি তুলতে পেরেছে। সেগুলোর শাস্ত্রীয় নাম হয়েছে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্য। যেমন ঢাক, ঢোল, নাকাড়া, পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ডমরু, ডাফলি, বঙ্গো, কঙ্গো, জ্যাজসেট প্রভৃতি। আবার পাথরে-পাথরে বা কাঠে-কাঠে, মানে নিরেট বস্তুতে ঠোকাঠুকির অভ্যাস থেকে মানুষ ঘন বাদ্য খুঁজে পেল। ঘণ্টা, করতাল, ঝাঁঝর, খঞ্জনি, ঘুঙুর, মন্দিরা, জিপসি, ইউরোপীয় উডবক্স, জাইলোফোন ইত্যাদি সব ঘন বাদ্য।

যখন সুর উঠেছে, তাল জেগেছে, তখন ওই দুটোকে মিলিয়ে-মিশিয়ে সংগীত সৃষ্টিতে বাধা রইল কোথায়? মানুষ এবার উপলক্ষ্য খুঁজতে নেমে পড়ল, গান গাওয়া যায় কোথায়? অচিরে বুঝেও গেল যে, সে সুযোগের অভাব নেই। নির্জনে, সমাবেশে, আনন্দে, দুঃখে, রণযাত্রায়, মরণযাত্রায়, মেহফিলে, ভক্তিতে, প্রিয়ার প্রতি ভালোবাসায়- সবখানে গান চলে। উৎসব তো ভরেই থাকে গানে গানে।

আমাদের গোটা অঞ্চলজুড়ে এখন এসে পড়েছে পুষুণা উৎসবের মরশুম। যেখানে মানুষ মিলন সমুদ্রে ছন্দের লহরীতে সওয়ার হয়ে দুলবে। পুষুণা উত্তরবঙ্গের হৃদয়ে দোলা-জাগানো উৎসব। পৌষপার্বণ হিসেবে অন্যত্র যার পরিচিতি, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কাছে তার পরিচয় পুষুণা নামে। পৌষ সংক্রান্তির এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নির্মলতা, অলংকরণ ও ভোজন। পৌষ সংক্রান্তির দিন ভোরবেলায় স্নান, ঘরদোর ঝাঁট, গোবর-জল ছেটানো সেরে রাজবংশী নারী আতপচাল, চিনি, কলা, দুধ, দই ইত্যাদি দিয়ে সুস্বাদু নানা পিঠেপুলি তৈরি করেন। সেদিন শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, গৃহদেবতার পুজো হয়ে থাকে।

ফাল্গুন মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায় অনুরূপ উৎসবে মেতে ওঠে। যার নামও পুষণা। নামে-নামে কেমন মিল, তাই না! হারিয়ে যাওয়া লোকনাচ, হারিয়ে যাওয়া লোকগান, হারিয়ে যাওয়া লোকক্রীড়া ইত্যাদিকে আজকাল আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পুষুণা উৎসবে। শুভ উদ্যোগ। কোনও কিছু হারিয়ে গিয়েছে বলে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে- এমন তো নয়। নতুনের ভিড়ে পুরোনোকে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এখানেও অনেক সময় তাই হচ্ছে হয়তো। কেউ কেউ মনে করেন, বিশেষ করে আমেরিকান সংগীতের (জ্যাজ, রক, পপ, ডিস্কো, টেকনো, মেটাল ইত্যাদি) বোধহয় আর বিকল্প হয় না। কথাটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় লোকসংগীতের সঙ্গে পরিচয় গভীর হলে পাশ্চাত্য সংগীতের একাধিপত্য কিছুতেই মনে শেকড় গেড়ে বসতে পারে না। ভারতের তো বটেই, আমাদের এই উত্তরবাংলার লোকসংগীতে ছন্দের যে মাদকতা আছে তা উপেক্ষণীয় নয়।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া বা কুষান, বিষহরা বা পালাটিয়া গানের অন্দরে স্থানে স্থানে এমন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সুর আছে, তাল আছে, যা মনকে এক ঝটকায় দুলিয়ে দিতে পারে, মানুষ নেচে উঠতে পারে তালে তালে। ভারতের লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমনই প্রাণশক্তি আছে। অসমের প্রাচীন লোকনাট্য 'ভাওনা'-তে নামগান শুরু হয় ধীর লয়ে, ধীরে ধীরে তা মধ্য লয়ে এবং সবশেষে উদ্দাম দ্রুত লয়ে আরোহণ হয়। সেই উদ্দামতা শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

হাতে বাদ্যযন্ত্র না থাকলেও গায়কও তালে তালে করতালি দেন। আর যাঁরা খোল, ঢোল, নাকাড়া, করতাল, মন্দিরা বা ঝাঁঝর বাদকরা এমন বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে বাজনার সঙ্গে নৃত্যছন্দকে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন যে, সমবেত শিল্পনৈপুণ্যের কাছে সোৎসাহে আত্মসমর্পণ করেন শ্রোতারা। অর্থাৎ মানুষ শুধু পাশ্চাত্য সংগীত বা অর্কেস্ট্রা শুনে নেচে ওঠে না, ভারতীয় লোকসংগীত শুনেও উদ্বেল হয়।

(লেখক নাট্যকার। কোচবিহারের বাসিন্দা)

আজ

১৯১৮

বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৩

আজকের দিনে বাংলা গানের স্বর্ণযুগের গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

আলোচিত

ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। যা আছে, তা নিয়ে এখনই পথে নামতে হবে। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। গোপালগঞ্জে ৭টা প্রাণ ঝরে গেল। এই দায়িত্ব সরকার ও সেনাবাহিনীর।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

দেরাদুনে রিসপানা সেতুতে ট্রাক উলটে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ট্রাক ভর্তি আম। ড্রাইভার ও খালাসি রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। স্থানীয়দের হুঁশ নেই। তাঁরা ব্যস্ত আম কুড়োতে। ফ্রি-তে আম পেতে পথচলতি মানুষ গাড়ি থামিয়ে যোগ দেন। ক্ষুব্ধ নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২

সুন্দর যাত্রা উপভোগ করতে চাইলে আপনাকে উঠতেই হবে সিঙ্গাপুরের গ্র্যাব ড্রাইভার প্যাং-এর গাড়িতে। গাড়ি তো নয়, যেন 'মিনি মার্ট'। ক্যান্ডি, স্ন্যাকস, জলের বোতল থেকে মোবাইল চার্জিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর যাত্রা উপহার দিতে যাত্রীদের বিনামূল্যে এইসব সুবিধা দিচ্ছেন তিনি।

জনমন

জনমত

কার্বন ফুটপ্রিন্ট ও আমরা

আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমরা যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস পরিবেশে সংযোজন করি সেটাই হল আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট। এক্ষেত্রে প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকেই দায়ী করা হয়। এছাড়া অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসকে কার্বনের সমতুল পরিমাণে হিসেব করা হয়।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাড়লে সমস্যা রয়েছে। এর সরাসরি ফল পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, যাকে আমরা গালভরা নাম দিয়েছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। একটি বৃক্ষ তার সারাজীবনে গড়ে মাত্র ২০-৩০ কেজি কার্বন শোষণ করতে পারে। একজন ভারতীয় ৭০ বছর বাঁচলে তাঁর কার্বন ফুটপ্রিন্টের পরিমাণ ১৪০ মেট্রিক টন। অর্থাৎ একজনের কার্বনের ভার কমাতে ৫০০০-৭০০০ গাছের প্রয়োজন। তাই শুধু গাছ লাগিয়ে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপকে খানিকটা শুধরে নিলে আমরা কিন্তু আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট অনেকটা কমাতে পারি।

ব্যক্তিগত যানবাহনের বদলে আমরা যদি গণপরিবহণ বেশি ব্যবহার করি, বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করি, প্রাণীজ খাবার কমিয়ে উদ্ভিজ খাবার বেশি খাই, প্রক্রিয়াজাত খাবার কম, স্থানীয় খাবার বেশি খাই, খাবার নষ্ট না করি, সৌরশক্তির ব্যবহার করি, প্লাস্টিক, কাচ, কাগজ- এগুলো পুনরায় ব্যবহার করি, পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার বাড়াই, কিছু গাছ লাগাই, সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটু সচেতন হই তাহলে আমরা প্রত্যেকে আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনতে পারব।

শুধুমাত্র আমাদের দেশে রুল পেনসিল বানানোর জন্য প্রতিবছর চার লক্ষ গাছ কাটা হয়। এই সমস্যা সমাধানে কর্ণাটকের অপর্ণা পূজারি পুরোনো খবরের কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করে রুল, পেনসিল বানাচ্ছেন।

সরকারি স্তরে এই নিয়ে ঔদাসীন্য রয়েছে। ভোটের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে পরিবেশের জন্য কোনও বাক্য ব্যয় করা হয় না। তাই আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরই ঠিক করতে হবে, এই বিশ্বকে আমরা আগামীর শিশুর বাসযোগ্য করে করব কি না।

বিশ্বজিৎ সাহা
দিনহাটা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ট্রেন্ডিং খুঁটিপুজোয় আরও একটু আশা

ঘরে-বাইরে শক্তপোক্ত খুঁটির ডিমান্ড সবকালেই। খুঁটিপুজোয় ওজনদার নাম থাকলে স্পনসরশিপের আধিক্য বাড়ে।

পরাগ মিত্র

'হেই লো গিরি শুন লো খবর'। ঘাসের ডগায় স্ফটিক শিশির নেই, বাতাসের আধভেজা আঁচলে নেই শিউলির সুবাস, এখনই এই ধুন? পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষের সন্ধিতে কাকভোরে তর্পণ, মন্দ্রিত স্বরে একমেবাদ্বিতীয়ম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ- আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির/ ধরণীর বহিরাকাশে..., 'চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন'-এর মূর্ছনায় মেতে ওঠার সেটাই তো মন উতলা ক্ষণ। মেঘমাশ্লিষ্ট দিবসে রথ, লটকা, মনসা, বাবাধাম এমনকি মেঘে মেঘে মন উদাসীন যাপনকথাই ঋতুনামচা।

'দিন আর বেশি নেই। এবার বসি, চল'। পাড়ার কাঁচাপাকা মাথা মিলে প্যান্ডেল, প্রতিমা, ঢাকি, ধুতি, কে নতুন পাড়ায় এল, রসিদ ছাপানো, চাঁদার গ্রুপ, বায়না... মাথা ঘামিয়ে চুল ছিঁড়ে ফেলা দশা। সম্পাদকের ঘরে গৃহিণীর তর্জনী- 'আবার তুমি? খাওয়া ঘুম লাটে? আর কেউ নেই?'

জমানা বদল গ্যয়া। এবারেরটা মিটতে না মিটতে আগামী পুজোর নান্দীরোল। আধুনিকতম ট্রেন্ড খুঁটিপুজো। 'রথস্থ বামনং দৃষ্টাপুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'- রথের জগন্নাথ দর্শনেই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি। রথযাত্রার দিনে প্রতিমার কাঠামোতে মাটির প্রথম প্রলেপ বহুদিনের রীতি। বিপিনচন্দ্র পাল 'প্রতিমা পুজো বাঙ্গালার বিশেষত্ব' বললেও খুঁটিপুজোর কথা বলেননি। পুরাণেও নেই। তবে শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণে 'সামন্তানাং জয়ে চৈব কোটিপূজা প্রশস্যতে' কিংবা 'কোটিপূজা ফলম লভেৎ তৎভালোৎপন্ন কৈবলম'-এর মতো শ্লোকে কোটিপূজার উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতে কোটি শব্দের অর্থ প্রকার। ঋকবেদে উল্লিখিত ৩৩ কোটি দেবতাকেই অথর্ব বেদ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক বলেছে।

উচ্চ কোটি অর্থাৎ অগ্রগণ্য বৈদিক দেবতাদের প্রথমে আরাধনার রীতির কোটিপূজা অথবা রথের দিন কাঠামোপুজো অথবা পয়লা বৈশাখে ময়দানের বারপুজো- খুঁটিপুজোর প্রেরণা কে? ব্যুৎপত্তি যাই হোক, দুর্গাপুজোর ঢের আগে 'খুঁটিপুজো' হালফিলের জাঁকিয়ে বসা 'রীতি'। রথ বা তার পরের শুভ তিথিতে লোকজন, ঢাকঢোলে জমজমাটি প্যাকেজ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্যের বিকাশ হইয়াছে'। চিন্ময়ীর নানা মৃন্ময়ীরূপ ডিকনস্ট্রাকশন থিওরির রূপায়ণও। পলাশবাড়ির বারোভুঁইয়াদের দেবী রক্তবর্ণা, বর্ধমানে পটেশ্বরী, রাধাকান্ত দেবের সাদা ঘোড়ামুখো সিংহ, কোচবিহারের বড়োদেবীর সঙ্গে জয়া-বিজয়া। আরাধনায় নতুনকে আহ্বানের স্বীকৃতির পথেই খুঁটিপুজোও মান্যতা পেয়েছে।

দুর্গাপুজো, অন্যতম সেরা ইনস্টলেশন আর্ট, জাঁকজমক, আড়ম্বরের ঐতিহ্যবাহী যে বারোয়ারির মলিন বেশ সেখানে ভিড় নেই। পুজোর ঠিক আগে কুমারটুলি সর্বজনীনের মণ্ডপ অগ্নিকাণ্ডে ছাই হলে একচালার বদলে আলাদা আলাদা মূর্তি নির্মাণ করেন গোপেশ্বর পাল। থিমের দৌলতে এখন কত রূপের অরূপ ছটা। পুজো এখন ষষ্ঠী থেকে দশমীর সীমায়ত চৌহদ্দি নয়, তৃতীয়ার উপচানো ভিড় দশমী পেরিয়ে যায়। মেসেজ ইজ সাউন্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার- ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? কমিটির কুলোবে যতক্ষণ।

ঘরে-বাইরে শক্তপোক্ত খুঁটির ডিমান্ড সবকালেই। খুঁটিপুজোয় ওজনদার নাম থাকলে স্পনসরশিপের আধিক্য বাড়ে। অতিথি, কেষ্টবিষ্টুর নাম তাই বড়াই করেই বিজ্ঞাপিত হয়। খুঁটিপুজো এখন রাজনৈতিক সভার মঞ্চ বাঁধার আগেও। অদূরভবিষ্যতেও বিয়ে, অন্নপ্রাশন এমনকি শনিপুজোতেও খুঁটিপুজোর ডঙ্কায় অবাক হওয়ার থাকবে না। যদি শিল্প, চাকরি, কর্মসংস্থানের আবাহনেও বাংলায় ঘনঘন খুঁটিপুজো হত!

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৫

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। জড়তা, আড়ষ্টতা, জড়ত্ব ৩। ভারী বস্তু পড়ার শব্দ ৫। লাঠি, দণ্ড, অবলম্বনও বলা হয় ৬। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৮। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১০। ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টী, আলজিভ ১২। খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া কাঁচা ঘরের নির্মাণকারী ১৪। কাক-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। শরীর, দেহ ১৬। সদৃশ, তুল্য, মতো।

উপর-নীচ : ১। মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন ২। স্ত্রী পুরুষের অভিমানজনিত কলহ ৪। পাকুড় গাছ ৭। সুন্দর, মনোহর ৯। বাংলা মাস ১০। মেঘের আবির্ভাব, বর্ষাকালের আরম্ভ ১১। প্রখ্যাত মুনিবিশেষ ১৩। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪১৯৪

পাশাপাশি : ১। মিচকে ৩। জনরব ৪। তড়াগ ৫। ঝলমল ৭। মসি ১০। কারু ১২। রাতারাতি ১৪। গন্ধক ১৫। মাতামাতি ১৬। রতন।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। কেতন ৩। জগঝম্প ৬। মল্লিকা ৮। সিকতা ৯। মতিগতি ১১। রুইতন ১৩। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

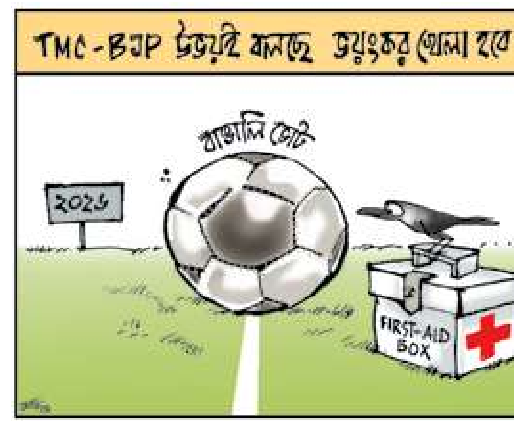

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫১৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৫০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সেরা পরিচ্ছন্ন শহরের তালিকায় বৈদ্যবাটীও

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : ভারতের সবথেকে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা ধরে রাখল ইন্দোর। এই নিয়ে একটানা অষ্টমবার কেন্দ্রের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সমীক্ষায় সেরার শিরোপা পেল মধ্যপ্রদেশের শহরটি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুরাট ও নভি মুম্বই। ইন্দোরের লাগাতার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজ্ঞান ভবনে বিজয়ীদের, হাতে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার তুলে দেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই সর্বেক্ষণে ঠাঁই হয়েছে হুগলির বৈদ্যবাটী শহর। আশাব্যঞ্জক স্বচ্ছ শহরের তকমা পেয়ে ৩৪ নম্বর স্থানে রয়েছে এই শহর। পুরসভার সিআইসি সুবীর ঘোষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। যে বর্জ্যপদার্থ সংগ্রহ করা হয় তা থেকে সার তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে জরিমানাও করা হয়। কাউন্সিলাররা সব ওয়ার্ডে প্রচার করেছেন। সেই কারণেই সাফল্য এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেয়ে দুর্দান্ত লাগছে। ৩ থেকে ১০ লক্ষ জনসংখ্যার শহরের মধ্যে নয়ডা সবথেকে স্বচ্ছ শহরের তকমা পেয়েছে। চণ্ডীগড় দ্বিতীয় এবং মাইসুরু তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৬০

বাগদাদ, ১৭ জুলাই : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ইরাকের একটি শপিং মলে। ঝলসে মৃত ৬০ জন। নিখোঁজ ১১। জখম বহু। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু বলে জানা গিয়েছে। ৫৯ জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে।

পূর্ব ইরাকের আলকূট শহরের পাঁচতলা শপিং মলটির উদ্বোধন হয়েছিল মাত্র পাঁচদিন আগে। বুধবার রাতে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়

চারিদিক। সেই সময় ভিতরে ছিলেন বহু মানুষ। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে শপিং মলটি। সঠিক কারণ স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিক অনুমান, একটি রেস্তোরাঁ থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। শপিং মলের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

কাঁপল আলাস্কা

আলাস্কা, ১৭ জুলাই : জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলাস্কা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। আমেরিকার ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বুধবার দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল স্যান্ড পয়েন্ট শহরের কাছে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের পর বেশ কিছু আফটার শক অনুভূত হয়। কম্পনের পর দক্ষিণ আলাস্কা এবং আলাস্কা উপদ্বীপে সুনামি সতর্কতা জারি হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সরকারিভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও পরিসংখ্যান জানানো না হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শিন্ডের জোট

মুম্বই, ১৭ জুলাই : ঘরে-বাইরে চ্যালেঞ্জের মুখে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে। ঠাকরেভাইদের একজোট হওয়া এবং মহায্যুতি চাপবৃদ্ধির জেরে এবার দলিতদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সেই কারণে বুধবার বিআর আম্বেদকরের নাতি আনন্দরাজ আম্বেদকরের রিপাবলিকান সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শিবসেনা। আসন্ন বৃহন্মুম্বই পুরসভা সহ মহারাষ্ট্রের একাধিক পুরসভার ভোটে দুই দল জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার থেকে বাদল অধিবেশন

৮টি বিল আনতে পারে মোদি সরকার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার দাবিতে বাদল অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রের তরফে অন্তত ৮টি বিল আসন্ন অধিবেশনে পেশ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সংসদের কাজের একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকায় রয়েছে ৮টি নতুন বিল, মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন আরও ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব এবং বর্তমানে সিলেক্ট কমিটির অধীনে থাকা আয়কর বিল পাশ করার পরিকল্পনা। ওই ৮টি নতুন বিলের মধ্যে রয়েছে মণিপুর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, জন বিশ্বাস (অ্যামেন্ডমেন্ট অফ প্রভিশনস) বিল, ২০২৫, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অফ ম্যানেজমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫,

ট্যাক্সেসেশন ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৫, ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্নেন্স বিল, ২০২৫, ন্যাশনাল অ্যান্টিডোপিং (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫। সিলেক্ট কমিটির পরীক্ষাধীন ইনকাম ট্যাক্স বিল, ২০২৫-ও এই অধিবেশনে পেশ হওয়ার কথা। মোট ১৬টি বিল পাশ করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের, যার মধ্যে ৩টি করে বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় মুলতুবি রয়েছে। সেই বিলগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্চেন্ট শিপিং বিল,২০২৪, দ্য ইন্ডিয়ান পোর্টস বিল,২০২৫, দ্য কোস্টাল শিপিং বিল, ২০২৫ ।

বিরোধীদের একটি সূত্র অবশ্য জানিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে তারা আলোচনা চাইবে। সরকার যদি সেই দাবি না মানে তাহলে অধিবেশন উত্তপ্ত হতে পারে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়েও রাজ্যসভায় আলোচনা হতে পারে। এদিকে আয়কর সংশোধনী বিল ২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করল লোকসভার সিলেক্ট কমিটি। বুধবার বৈজয়ন্ত জয় পান্ডার নেতৃত্বাধীন কমিটির বৈঠকে মতাধিক্যের ভিত্তিতে বিলটি অনুমোদিত হয় বলে সংসদীয় সূত্রে খবর। সরকারের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত এই বিল কোনওভাবেই জনস্বার্থবিরোধী নয়।

ধসের পর এক তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করে সেনা। কাশ্মীরে বৃহস্পতিবার।

অমরনাথ যাত্রা সাময়িক স্থগিত

শ্রীনগর, ১৭ জুলাই : চলছে লাগাতার ভারী বৃষ্টি। বুধবার বৃষ্টি-ধসের কারণে ছিটকে আসা পাথরের আঘাতে অমরনাথ যাত্রাপথে মৃত্যু হল রাজস্থানের বাসিন্দা সোনা বাইয়ের (৫৫)। আহত তিনজন। তাঁদের চিকিৎসা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার বালতাল রুটে। এর জেরে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় বৃহস্পতিবার থেকে পহলগাম ও বালতাল উভয় বেসক্যাম্পেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হল অমরনাথ যাত্রা। ইতিমধ্যেই বেসক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে চিন্তার ভাঁজ তাঁদের কপালে।

সন্তান সহ নিখোঁজ চন্দননগরের পুত্রবধূ

রুশ তরুণীর নামে লুকআউট নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : সন্তান সহ নিখোঁজ রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ভিক্টোরিয়াকে অবিলম্বে খুঁজে বের করে সন্তানকে বাবার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে।

চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ছিলেন চিনে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় রুশ তরুণী ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনার সঙ্গে। ধীরে ধীরে প্রেম, তারপর বিয়ে। বিদেশে রেজিস্ট্রি বিয়ের পরে তাঁরা চন্দননগরে এসে ঘর বাঁধেন। কিন্তু ফেরার পরই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য, ভিক্টোরিয়ার বাবা ছিলেন রাশিয়ার বেরিচটিগতে গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি-র প্রাক্তন আধিকারিক।

সৈকতের দাবি, বিয়ের পর থেকে তাঁর স্ত্রী বারবার ফোর্ট উইলিয়ামে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু সৈকতের বাবা, প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার সমীর বসু, এই অনুরোধে আপত্তি জানান। তাতেই ক্রমশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সন্তানের হেপাজতের জন্য সুপ্রিম কোর্টে যান ভিক্টোরিয়া। সেই মামলার শুনানি চলাকালীন হঠাৎ সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। এরপরেই সন্তানের খোঁজে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন সৈকত বসু। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করতে হবে। তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করতে হবে। দেশ ছাড়ার সব রকম সম্ভাবনা রুখতে হবে। দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এন্ট্রি-এগজিট পয়েন্টের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে হবে।

৪ জুলাই শেষবার দিল্লির রুশ দূতাবাসে এক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ভিক্টোরিয়াকে। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, 'আমরা ভারত-রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে চাই না। তবে কোনও বিদেশি নাগরিক যদি ভারতীয় আইন ভাঙেন, তাহলে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমরা পিছপা হব না।'

রুশ দূতাবাসকে ভারতীয় আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন বসু পরিবারের সদস্যরাও। ভিক্টোরিয়ার আইনজীবী আরপি লুথরা জানান, 'দূতাবাসও জানাতে পারেনি ভিক্টোরিয়া কোথায় রয়েছেন।'

কেন্দ্রও সমস্তরকম সহযোগিতা করছে। শুক্রবার দিল্লি পুলিশ সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেবে। এরপরই ফের শুনানি হবে জরুরি ভিত্তিতে।

মাঝ অগাস্টে ভারতে শুভাংশু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিনের ইতিহাস গড়ে পৃথিবীতে ফিরেছেন ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। সব ঠিকঠাক থাকলে স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহেই, অর্থাৎ ১৪ অগাস্টের আশপাশে তিনি পা রাখবেন দিল্লিতে।

মহাকাশ বিষয়ক দপ্তর সূত্রে খবর, শুভাংশু সম্ভবত ১৪ অগাস্ট বা তার দু'তিন দিন পর দেশে ফিরবেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে রাজধানীতে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। বুধবারই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ শুভাংশুকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন।

এদিকে মিশনের আরেক সদস্য পোল্যান্ডের উজনানস্কি বৃহস্পতিবার জার্মানির কোলোন বনে পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানেই তাঁর পোস্ট-মিশন ডিব্রিফিং ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, শুভাংশু শুক্লার দেশে ফিরতে আরও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। তাঁর পুনর্বাসন, ডিব্রিফিং ও ইসরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে জরুরি আলোচনার পর ১৭ অগাস্টের মধ্যে তিনি দেশে আসতে পারেন।

বর্ষায় গঙ্গা ফুলেফেঁপে ওঠা চেহারা। বৃহস্পতিবার বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে।

ভাঙার কাজ আটকে দাবি ইউনূস সরকারের

ময়মনসিংহের বাড়ি রায় পরিবারের নয়

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৭ জুলাই : ময়মনসিংহে বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। যদিও এই দাবির কতটা খাঁটি তা নিয়ে সরকারের অন্দরেই মতভেদ রয়েছে। এদিকে বিতর্কের মধ্যেই ওই জরাজীর্ণ শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটি ভেঙে ফেলার কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

ময়মনসিংহের হরিকিশোর রায় রোডের বাড়িটি ভেঙে ফেলার ঘটনা সামনে আসার পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার। বাড়িটি সংস্কারের কাজে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছিল নয়াদিল্লি। জবাবে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'বিভিন্ন পুরোনো নথি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখার পর জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটির সঙ্গে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। বাড়িটি তৈরি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। তাঁর বাংলো শশী লজের ঠিক পাশেই কর্মচারীদের জন্য ওই বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর বাড়িটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। সরকার পরে বাড়িটি বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই থেকে বাড়িটি জেলা শিশু অ্যাকাডেমির দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।'

> সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। যদিও এই দাবির কতটা খাঁটি তা নিয়ে সরকারের অন্দরেই মতভেদ রয়েছে।

অনেকেই দাবি করেছিলেন, বাড়িটি বাংলার বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক তথা সত্যজিৎ রায়ের দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে ফেলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু ইউনূস সরকার যে সেই মতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছে, সেটা তাদের বিবৃতিতে পরিষ্কার। ঢাকা বলেছে, 'ওই বাড়িটির সামনের রাস্তা সত্যজিৎ রায়ের প্রপিতামহ হরিকিশোর রায়ের নামাঙ্কিত। তিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পালক-পিতা। ওই রাস্তায় রায় পরিবারের একটি বাড়ি ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটি বহু আগে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই বাড়িটিও এখন আর নেই। সেই জমির নতুন মালিক সেখানে একটি বহুতল নির্মাণ করেছে।' নয়াদিল্লিকে সতর্ক করে দিয়ে ইউনূস সরকার বলেছে, কোনওপ্রকার বিভ্রান্তিকর বা তথ্যগত ভুল বক্তব্য ছড়ালে বিভ্রান্তি আরও বাড়বে এবং তাতে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হবে।

তবে নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মন্ত্রী ফয়জল মাহমুদ বলেছেন, সত্যজিৎ রায় কখনও ময়মনসিংহের বাড়িতে থাকেননি। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরও হয়তো কখনও থাকেননি সেখানে। তিনি পাশের কিশোরগঞ্জ জেলার কোটিয়াড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িটি সংরক্ষিত কাঠামো। আমাদের হেরিটেজের তালিকায় ৫৩১টি কাঠামো আছে। ময়মনসিংহে উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষের বাড়িটি হেরিটেজের তালিকায় নেই। তাই সেটি সংরক্ষিত কাঠামোর তালিকায় ছিল না।

বিহারে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ

পাটনা, ১৭ জুলাই : বিরোধীরা ভোটে জিততে রেউরি রাজনীতি করছে বলে বারবার অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ বিহারে ভোটের মুখে সেই রেউরি-রাজনীতিতেই শান দিচ্ছেন বিজেপির বন্ধু দল তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার তিনি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের ১ কোটি ৬৭ লক্ষ গ্রাহককে প্রতি মাসে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

১ অগাস্ট থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। এর পাশাপাশি কুটির জ্যোতি যোজনায় অত্যন্ত গরিব পরিবারগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানোর যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি। এর ফলে তিন বছরের মধ্যে বিহারে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেছে জেডিইউ।

হাসপাতালে গুলি করে রোগীকে খুন

পাটনা, ১৭ জুলাই : বিহারে ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। এরই মধ্যে মগধভূম কার্যত দুষ্কৃতীদের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়েছে। লাগাতার খুনের ঘটনায় এমনিতেই খবরের শিরোনামে বিহার। এবার হিন্দি সিনেমার ধাঁচে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে বিরোধী গ্যাংয়ের এক বিচারাধীন বন্দিকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার পরস হাসপাতালে। এই ঘটনায় ফের নীতীশ কুমারের সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। এই নিয়ে গত ১৭ দিনের মধ্যে ৪৬টি খুনের ঘটনা ঘটল বিহারে।

নিহত বিচারাধীন বন্দির নাম চন্দন মিশ্র। বক্সার জেলার একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দন সম্প্রতি মেডিকেল প্যারোলে বেউর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। পরস হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পাঁচজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হাসপাতালে চন্দনের ঘরে ঢুকছে। চন্দনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করার পর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় তারা। চন্দনের শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিহারে কি কেউ আদৌ নিরাপদ? ২০০৫ সালের আগে কি কখনও বিহারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল?' পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব বলেন, 'আমি রাজ্যপালকে অনুরোধ করব, বিহারে দয়া করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুন। নার্স, ডাক্তার কেউই আর এখানে নিরাপদ নন। এই সরকার অপরাধী, মাফিয়াদের আশ্রয় দিচ্ছে। বিহারে প্রশাসন বলে আর কিছু নেই।' তবে হাসপাতালের ঘটনাকে দুটি গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিরোধ বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন।

মার্কিন রিপোর্ট খারিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট সরাসরি খারিজ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' জানিয়েছে, অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালই জ্বালানি সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ভেঙে পড়েছিল বিমানটি। এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) জানিয়েছে, ওই রিপোর্টটি ভিত্তিহীন। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা কীভাবে হয়েছিল সেই তথ্য রয়েছে। ওই দুর্ঘটনার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। তদন্তকারী সংস্থা এও বলেছে, এখনই কোনও সিদ্ধান্তে যেন কেউ উপনীত না হন। চূড়ান্ত রিপোর্ট আসা পর্যন্ত সকলে যেন অপেক্ষা করেন।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, জ্বালানি সুইচ ভুলবশত বন্ধ করায় আহমেদাবাদে ভয়াবহ

দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১। তবে সরাসরি না হলেও পাইলটের ভূমিকা নিয়েই একপ্রকার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেই রিপোর্টে। কিন্তু মার্কিন সংবাদমাধ্যমের তরফে যে দাবি করা হয়েছে তার সঙ্গে একমত নয় এএআইবি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টটিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও আখ্যা দিয়েছে তারা। মার্কিন সংবাদপত্রটিতে বলা হয়েছে, আকাশে ওড়ার পরই সাভারওয়ালকে বিমানের ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দের বলেন, 'আপনি জ্বালানি সুইচটি রান থেকে কাট অফ অবস্থায় নিয়ে গেলেন কেন?' সুইচ ফের কাট অফ থেকে রান অবস্থায় নিয়ে আসার পর ক্লাইভ ভয় পেয়ে যান। কিন্তু সাভারওয়াল যথেষ্ট শান্তই ছিলেন।

'হাত তুলে কোনায় দাঁড়ান'

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : জামিনের কাগজপত্র ও অর্থ ঠিকমতো না দেওয়ায় এক ব্যক্তিকে বিচিত্র শাস্তির মুখে পড়তে হল আদালতে। বিচারপতি তাঁকে বললেন, 'হাত সোজা করে ওপরে তুলুন আর আদালতের কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন!'

ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির দ্বারকা আদালতে। বিচারক সৌরভ গয়াল সকাল ১০টা থেকে ১১টা ৪০-এর মধ্যে দু-দু'বার ডাকলেন অভিযুক্ত কুলদীপকে কাগজপত্র নিয়ে এজলাসে হাজির হতে। কিন্তু জামিনের কাগজপত্র জমা দেওয়া তো দূরের কথা, অভিযুক্ত সাড়া পর্যন্ত দেননি সেই ডাকে। তখনই বিচারক মেজাজ হারিয়ে বলেন, 'আদালতের সময় নষ্ট করছেন এইভাবে? ঠিক আছে। এবার এজলাসের কোণে দাঁড়িয়ে সারা দিন হাত তুলে থাকুন। আদালত অবমাননার জন্য এটাই আপনার শাস্তি।' শুধু তা-ই নয়, আদালত কুলদীপকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতেও পাঠিয়েছে। আগামী শুনানির দিন আবার তাঁকে হাজির হতে হবে।

আইপিসির ২২৮ ধারায় আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এই কুলদীপ একদিনের জন্য 'কোনায় দাঁড়াও, হাত তুলে' শাস্তি পেয়ে বুঝে গিয়েছেন, আদালত ঠাট্টা-তামাশা একেবারেই পছন্দ করে না!

জেন জেড-এ জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভুয়ো বিয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : এক সময় ভারতে বহুবিবাহ ট্রেন্ড ছিল। এখন তার জায়গা নিতে চলেছে ভুয়ো বিবাহ! বহুবিবাহের রোগ সারাতে সরকারি হুকুমের জন্য রীতিমতো দরবার করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। কিন্তু ভুয়ো বিবাহের আসরে জল ঢালতে কোনও বেরসিক আইনের দ্বারস্থ হবে বলে মনে হচ্ছে না!

পুনে থেকে বেঙ্গালুরু, দিল্লি থেকে কলকাতা—ভারতের প্রায় সমস্ত বড় শহরের পার্টি সংস্কৃতিতে এখন নতুন মজা যোগ হয়েছে—'ফেক ওয়েডিং' বা ভুয়ো বিয়ের আসর। আসল বর-কনে ছাড়াই এই অনুষ্ঠানে রঙিন ঝলমলে পোশাক পরে ঢাকঢোলের তালে কোমর দুলিয়ে নাচগান করেন অতিথিরা। মজাদার হরেকরকম্বায় অংশ নেন। পাশাপাশি চলে কবজি ডুবিয়ে খানাপিনাও। একেবারে আসলি বিয়ের মতোই সাজসজ্জা, স্ত্রী-আচার, নাচগান, ফুল ছোড়া, মালাবদল আর নকল পুরোহিতের অংবংচং শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ—সবই থাকে, শুধু থাকে না বর-কনে। হয় না বিয়েটাও।

এই ফেক বিয়ের পার্টিগুলিতে সাধারণত টিকিট কেটে যেতে হয় অতিথি-অভ্যাগতদের। খরচ তুলতে হবে তো! বিয়ের আসর বসে কখনও কলেজ ক্যাম্পাসে, কখনও রুফটপ বার বা ক্যাফেতে। সত্যিকারের বিয়েতে যে সামাজিক বাধ্যবাধকতা, অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব এবং বাস্তবিক মানসিক চাপ থাকে, সেসব ছেঁটে ফেলে স্রেফ হইহুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য এই ফেক ওয়েডিংয়ের।

আজকের দুনিয়ায়

এআই

আর্থসামাজিক অবস্থা যা, তাতে কর্মক্ষেত্রের সমস্ত দাবিদাওয়া মিটিয়ে যৌথ বিয়ে করে নতুন সংসার পাতা তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশের পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রথা মেনে সংসার করলেও সে সংসার সুখের হচ্ছে না। বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। ফলে বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছেন জেনারেশন জেডের তরুণ-তরুণীরা। কিন্তু কাজ ও রোজগারের পাশাপাশি বিনোদনও চাই। মক ম্যারেজ বা ফেক ওয়েডিং তাঁদের সামনে নির্মল আনন্দের এক নতুন জানলা খুলে দিয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে এই নিয়ে মতামত দিচ্ছেন অনেকেই। কেউ বলছেন, 'সব ট্রেন্ডের মতো এটাও কিছুদিন থাকবে, তারপর মিলিয়ে যাবে।' কেউ বলছেন, 'এর মানে কী? আমরা নিজেরাই আমাদের পবিত্র রীতিনীতিকে হাস্যকর বানিয়ে দিচ্ছে।' আবার কারও মতে, 'এই কালচার একদম ফাজলামি...আমি কোনওদিন এমন পার্টিতে যাব না।'

একজন আবার দার্শনিক হতাশা মিশিয়ে লিখেছেন, 'বড় বিচিত্র এই দেশ। আলেকজান্ডার যতটা ভেবেছিলেন, তার চেয়েও হয়তো বেশি! এখানে বিয়ে নিয়েও মশকরা হয়! কী দিনকাল পড়ল! কিন্তু আমরা কি ভাবব, পরের প্রজন্মের জন্য আমরা কী রেখে যাচ্ছি?' আরেকজনের বক্তব্য, 'সবাই কেবল অস্থায়ী আনন্দ আর ডোপামিন খুঁজছে... শান্তি কোথাও নেই।'

সব মিলিয়ে, ভারতে ফেক ওয়েডিং এখন নতুন ফ্যাশন, যা রোজগেরে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, কতদিন এটা টেকে!

মঙ্গলে মানুষের অবতরণের আদর্শ জায়গা খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা

যাব, কিন্তু থাকব কোথায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন, ‘আমাজোনিস প্লানিতিয়া’ নামে লালগ্রহের একটি সমতল অঞ্চল হতে পারে প্রথম মানব অভিযানের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

সুদীপ মৈত্র

মঙ্গল গ্রহে মানুষের অভিযানের মহড়া বা সিমুলেশন (কাল্পনিক)।

যা যা মঙ্গলে যা, বললেই তো আর হয় না। এ তো আর চাঁদে যাওয়া নয় যে, উইকএন্ড ট্যুরে ঘুরে আসা যাবে! গড়ে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি দূরে লালগ্রহে যেতে কমপক্ষে ছয় থেকে নয় মাস সময় লেগে যায়। তার ওপর সেখানে থাকা, খাওয়াদাওয়া এবং নিরাপদে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। ঝক্কি কি কম! তাই যাব বললেই যাওয়া সম্ভব নয়।

মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর তোড়জোড় এখন জোরকদমে চলছে। এলন মাস্কের স্পেসএক্স ২০২৬ সালের মধ্যে প্রথম ‘মানুষহীন’ মঙ্গল অভিযান চালাতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষ নামবে কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাঁরা বলছেন, ‘আমাজোনিস প্লানিতিয়া’ নামে মঙ্গলের একটি সমতল অঞ্চল হতে পারে প্রথম মানব অভিযানের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

কেন এই জায়গা এত গুরুত্বপূর্ণ

এই জায়গায় একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি সুবিধা। প্রথমত, পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পাওয়া যায় এই জায়গায়, যা সৌরবিদ্যুৎ তৈরির জন্য দরকার। দ্বিতীয়ত, এখানকার শীতল তাপমাত্রা। অর্থাৎ এখানে বরফ গলে যাবে না। ফলে তা সহজে সংরক্ষণ করা যাবে। তৃতীয়ত, মঙ্গলের পিঠের নীচে মাত্র এক মিটার গভীরে রয়েছে বরফ। তাই তা পেতে মঙ্গলযাত্রীদের বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

বরফ কেন জরুরি

গ্রহবিদ এরিকা লুজি বলছেন, ‘মঙ্গলে শুধু পানীয় জলের জন্য নয়, রকেট চালানো, অক্সিজেন তৈরির মতো বহু কাজে জল দরকার। আর সেটা যদি মাটির কাছাকাছি থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। এটাকেই বলে ইন-সিটু রিসোর্স ইউটিলাইজেশন, মানে অন্য গ্রহে গিয়ে সেখানকারই সম্পদ কাজে লাগানো।’

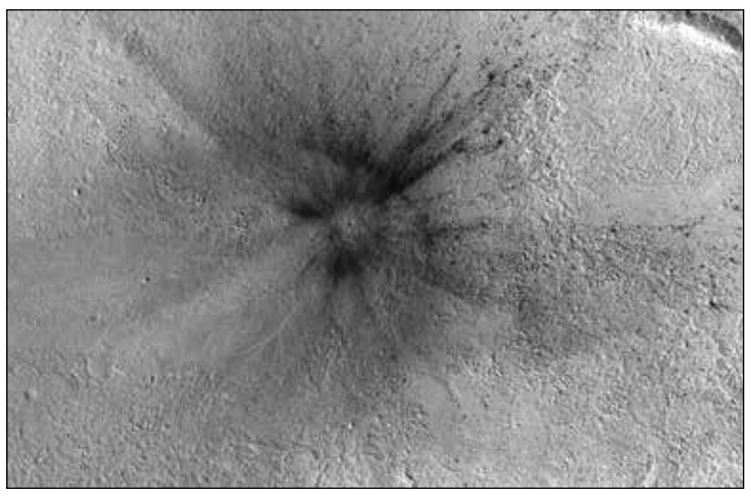

আমাজোনিস প্লানিতিয়ার সেই এলাকা যেখানে নামতে পারবেন নভশ্চররা।

কীভাবে মিলল জায়গার হদিস

বিজ্ঞানীরা উচ্চ-রেজোলিউশনের স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে মঙ্গলের এই এলাকায় বরফের চিহ্ন খুঁজেছেন। তাঁরা দেখেছেন এমন কিছু গর্ত (ক্রেটার), যেখানে বরফ দেখা যায়। তাঁরা আরও দেখেছেন ‘পলিগনাল’ বা জালের মতো জমির গঠন, যা বরফের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া মঙ্গলের ওই জায়গার ভূতাত্ত্বিক গঠন বরফ থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়েছে।

পরবর্তী ধাপ কী

এই বরফ ঠিক কত গভীরে আছে, কতটা বিস্তৃত—তা জানতে হলে রাডার বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে গবেষকরা সতর্ক করছেন, বরফের ওপরে থাকা ধুলোর স্তর বা ল্যাগ ডিপোজিট বরফ সংরক্ষণের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

সহ গবেষক জিয়াকোমো নডজুমির কথায়, ‘চাঁদে গেলে এক সপ্তাহে ফিরে আসা সম্ভব, কিন্তু মঙ্গলে গেলে মাসের পর মাস থাকতে হবে। তাই সেখানে দীর্ঘদিন থেকে গবেষণা চালানোর জন্য পানীয় জল ও অক্সিজেনই হবে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।’

একঝলকে

- মঙ্গলের আমাজোনিস প্লানিতিয়া এলাকা প্রথম মানব অবতরণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে
- পছন্দের জায়গায় রয়েছে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও পিঠের নীচে বরফ—যা জল ও জ্বালানির উৎস হতে পারে
- বরফ মাটির এক মিটার নীচেই, তাই সহজলভ্য
- গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদি মঙ্গল অভিযানে পৃথিবী থেকে রসদের ওপর নির্ভর করা যাবে না, তাই স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের কৌশলই ভবিষ্যৎ
- পরবর্তী ধাপে রাডার ব্যবহার করে বরফের পরিমাণ ও গভীরতা বিশ্লেষণ করা হবে

ছাতাপাখি

শূন্যে ডানা মেলে গায়েব হবে পাখিরা

সেদিন আর বেশি দূরে নেই। যখন নিঝুম সন্ধ্যায় পাহু পাখিরা পথ ভুলে ভিন দেশে গিয়ে গাছগাছালিতে ঠাঁই খোঁজার সুযোগ আর পাবে না। শূন্যে ডানা মেলে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অন্তত পাঁচশোর বেশি প্রজাতির পাখি গায়েব হয়ে যাবে চিরতরে এই চরাচর থেকে।

একটানা খরা, ঝড়, জঙ্গল সাফ আর গাছপালার চিরুনি নিধনে ক্ষেপে উঠেছে প্রকৃতি। এবার তার রোষে পড়েছে আকাশের বাসিন্দা—পাখিরা। একটি নতুন গবেষণায় জানানো হয়েছে, আগামী এক শতকের মধ্যেই ৫০০-রও বেশি পাখির প্রজাতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

কেন এমন আশঙ্কা

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং-এর বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি গবেষণা প্রকাশ করেছেন ‘নেচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভল্যুশন’ পত্রিকায়। সেখানে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন, বন ধ্বংস, শিকার আর মানুষের অযত্নের জেরে এই বিপুল সংখ্যক পাখির অস্তিত্বই হারিয়ে যেতে চলেছে। ভাবুন একবার—গত ৫০০ বছরে যতগুলি পাখি হারিয়েছে, তার তিনগুণ হারিয়ে যাবে কেবল পরবর্তী একশো বছরে!

বিপদের মুখে কারা

নাম না শোনা পাখিই নয়—বিপদের তালিকায় রয়েছে নামজাদা পাখিরাও। যেমন ‘হেলমেট পরা’ হর্নবিল বা ‘ছাতাপাখি’ আম্ব্রেলাবার্ড। শুধু এদের হারানো নয়, সমস্যা আরও গভীরে। কারণ এই পাখিগুলি বনাঞ্চলে ফুলের পরাগ থেকে শুরু করে ফলের বীজ ছড়ানোর মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। মানে, এরা গেলে ক্ষতি হবে গোটা বাস্তুতন্ত্রের।

‘নেচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভল্যুশন’ পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন, বন ধ্বংস, শিকার আর মানুষের অযত্নের জেরে বিপুল সংখ্যক পাখির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। গত ৫০০ বছরে যতগুলি পাখি হারিয়েছে, তার তিনগুণ হারিয়ে যাবে কেবল পরবর্তী একশো বছরে। *(সঙ্গে ছবি হেলমেটেড হর্নবিল)*

বিপদ কাটবে না

গবেষণার মুখ্য লেখক কেরি স্টুয়ার্ট জানিয়েছেন, ‘অনেক পাখি এতটাই সংকটে রয়েছে যে, শুধু বনজঙ্গল বাঁচালেই চলবে না, এদের বাঁচাতে আলাদা করে ব্যবস্থা নিতে হবে—যেমন কৃত্রিম প্রজনন ও আবাসস্থল ফিরিয়ে আনার প্রকল্প।’ তাঁর সহ গবেষক অধ্যাপক ম্যানুয়েলা গঞ্জালেস-সুয়ারেজ আবার বলেন, ‘২৫০ থেকে ৩৫০টি পাখি প্রজাতিকে বাঁচাতে বাড়তি সংরক্ষণ প্রকল্প চালানো ছাড়া উপায় নেই।’

কী করণীয়

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম কাজ হল বন উজাড় বন্ধ করা। এতে সবচেয়ে বেশি পাখি বেঁচে যাবে। এর পাশাপাশি শিকার এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও কমাতে হবে। আর যেসব পাখির চেহারা-আচরণ আলাদা, যেমন বড় ডানা, মোটা ঠোঁট বা বিরল খাদ্যাভ্যাস—তাদের রক্ষার জন্য চাই বিশেষ ব্যবস্থা, কারণ এদের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে।

শেষ কথা

এখনই যদি মানুষ সজাগ না হয়, তাহলে চলতি শতাব্দীতেই কোনও এক ভোরে আমরা শুধু শুনব গাড়ির কর্কশ হর্নের আওয়াজ। শুনতে পাব না শালিকের কিচিরমিচির কিংবা দোয়েলের গান। তারপর ফের প্রকৃতিকে ফিরে পেতে কত যুগ পেরিয়ে যাবে কে বলতে পারে!

পৃথিবী ও চাঁদের ছবি পাঠাল চিনা মহাকাশযান

৩৩ দিন পর ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে তিয়ানওয়েন-২, লক্ষ্য গ্রহাণু থেকে মাটি নিয়ে ফেরা

চিনের নতুন মহাকাশযান তিয়ানওয়েন-২ পৃথিবী ও চাঁদের কিছু অসাধারণ ছবি পাঠিয়েছে দূর মহাকাশ থেকে। চিনের জাতীয় মহাকাশ প্রশাসন (সিএনএসএ) সম্প্রতি এইসব ছবি প্রকাশ করেছে।

তিয়ানওয়েন-২ মহাকাশযান ২৯ মে সিচুয়ানের শিচ্যাং উপগ্রহ উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে লং মার্চ-৩বি রকেটে চেপে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের পরদিন ৩০ মে মহাকাশযানটি প্রায় ৫.৯ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবী ও চাঁদের এইসব নজরকাড়া ছবি তোলে।

এখন পর্যন্ত এই মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে চলে গিয়েছে এবং ৩৩ দিনের বেশি সময় ধরে মহাকাশে ভেসে রয়েছে।

এই মিশনের প্রধান লক্ষ্য পৃথিবীর কাছাকাছি থাকা গ্রহাণু ২০১৬ এইচও৩ (অন্য নাম ৪৬৯২১৯ কামোওআলেভা) থেকে মাটি সংগ্রহ করা। এরপর এটি মূল গ্রহাণু অঞ্চলের এক ধূমকেতু ৩১১পি-তে পৌঁছে তার গঠন এবং উপাদান নিয়ে গবেষণা করবে। এই দুই জায়গার গবেষণা থেকে সৌরজগতের প্রাচীন ইতিহাস, তার গঠন ও বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্য পেতে পারেন।

চাঁদে প্রথম মানুষের পা পড়েছিল ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই, যখন মার্কিন নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রাখেন, অ্যাপোলো ১১ মিশনের অংশ হিসাবে

এই মিশনটি প্রায় ১০ বছর ধরে চলবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের নভেম্বরের মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে আসবে তিয়ানওয়েন-২ এবং ২০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত গ্রহাণুর মাটি সংগ্রহ করে আনবে। যদি সফল হয়, তাহলে শুধু সৌরজগতের ইতিহাস নয়, পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

এই মিশন চিনের আরও বড় মহাকাশ পরিকল্পনার একটি অংশ। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে চিন ২০৩০ সালের মধ্যেই চিনা মহাকাশচারীদের চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা চাঁদে একটি স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করতেও আগ্রহী।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

লাগাতার আন্দোলনের প্রভাব পরিবেশে

হাসপাতাল নাকি রাজনীতির আখড়া

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি। জেলা হাসপাতালে এখনও প্রায়দিনই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সেসব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হাসপাতল চত্বর। বারবার আন্দোলনের জেরে, শোরগোলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিজনদের। হাসপাতালের পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আইন মেনে একদিকে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা যে করা হবে সেটা গত শনিবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে আভাস দিয়েছিলেন জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর পরিজনরাও অনেকে এই আন্দোলন নিয়ে রুষ্ট। আবার কেউ কেউ বলছেন, আন্দোলন হলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। কাজ দ্রুত হয়।

জেলা হাসপাতালে এই আন্দোলনের উত্তাপ গত কয়েক মাসে অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে জোরদার আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেস। আয়াদের হাসপাতালে ফেরানো সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে তারা আন্দোলন করেছে। আন্দোলনের জেরে বিভিন্ন সময় হাসপাতালের কর্মীদের ভোগান্তি হয়েছে। যেহেতু কংগ্রেসের মূল টার্গেট হাসপাতালের সুপার, তাই সুপারের অফিসের কর্মীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে একাধিকবার। আবার এসবের জেরে হাসপাতালের পরিষেবাতেও বিভিন্ন সময় বাধা পড়ছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে সুপারের অফিসে সেই দিনগুলিতে যাঁরা বিভিন্ন কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের ভোগান্তি বাড়িয়েছে এই আন্দোলন।

হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট কাউন্টারে কথা হচ্ছিল রজত ভগৎ নামে কালচিনি এলাকার এক বাসিন্দার সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, ‘হাসপাতালে আন্দোলন হলে তো একটু সমস্যা হয়ই। সবথেকে বড় কথা হল, বাইরে শোরগোল হলে ওয়ার্ডের ভিতরে থাকা রোগীদের মধ্যে ভয় বাড়ে। মন দুর্বল হয়।’

একইরকম কথা বলেন রাজাভাতখাওয়া থেকে জেলা হাসপাতালে আসা আশা লামা, অজয় ঘোষরাও। তবে একেবারেই যে সবাই আন্দোলনের বিপক্ষে এমনটা নয়। অনেক রোগী ও রোগীর পরিজনদের মত, হাসপাতালের অনেক পরিষেবা নিয়ে ঢিলেমি রয়েছে। সেক্ষেত্রে আন্দোলনের জেরেই ওই কাজগুলো ঠিক করে হয়। শিবকাটা থেকে হাসপাতালে আসা বকুল পাল আবার বলেন, ‘হাসপাতালের কোনও পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তা নিয়ে আন্দোলন করলেই ভালো হয়। তবে তা শান্তিপূর্ণ হতে হবে।’ ইটভাটা এলাকা থেকে হাসপাতালে এসেছিলেন তাপসী বর্মন। তিনি তো ঘোরতরভাবে আন্দোলনের পক্ষে। তাঁর বক্তব্য, ‘নার্সিংহোমে কর্মীরা যেমন গুরুত্ব দিয়ে সব কাজ করেন। তবে সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা অনেকেই অলস। আন্দোলন হলেই ওঁদের টনক নড়ে।’

হাসপাতালে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কংগ্রেস নেতারা অবশ্য বলছেন, মানুষের স্বার্থেই তাঁদের আন্দোলন। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথের সাফ কথা, ‘হাসপাতালে মানুষ পরিষেবা পান না দেখেই আন্দোলন করতে হয়। আমাদের তো কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। সুপারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা করেন না। তাহলে আন্দোলন করা ছাড়া আর কী পথ খোলা থাকল?’

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবার বলছে, আন্দোলনে নয় বরং আলোচনায় সমাধানসূত্র বের হয়। হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলালের কথায়, ‘গঠনমূলক আলোচনা করতে আমারা রাজি। তবে হাসপাতালকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়। সেটা ঠিক নয়। কোনও সমস্যা থাকলে সেটা নিয়ে অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে।’

- ফাইল চিত্র

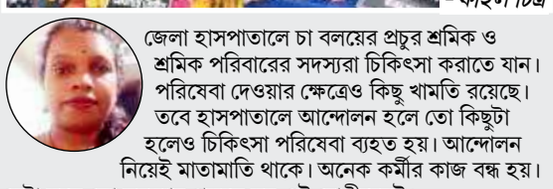

জেলা হাসপাতালে চা বলয়ের প্রচুর শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা করাতে যান। পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু খামতি রয়েছে। তবে হাসপাতালে আন্দোলন হলে তো কিছুটা হলেও চিকিৎসা পরিষেবা ব্যহত হয়। আন্দোলন নিয়েই মাতামাতি থাকে। অনেক কর্মীর কাজ বন্ধ হয়। সেটা হলে তো সমস্যায় পড়তে হয় ওই রোগীদেরই।

- পূর্ণিমা চিকবড়াইক *কালচিনি*

হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে আন্দোলন হওয়া দরকার। রোগীর পরিবাররা সবসময় সবকিছু বলতে পারে না। তবে রাজনৈতিক বা অন্য সংগঠনের আন্দোলন হলে হাসপাতালের কাজে কিছুটা সমস্যা হয় ঠিকই।

-বিশ্বজিৎ দাস *শিবকাটা*

পরিদর্শনে ডিআরএম

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুলাই : অমৃত ভারত প্রকল্পে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে সেই কাজ প্রায় শেষের দিকে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক সুনীল মাহাতো। স্টেশনের উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ডিআরএম।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মোট ১৫টি স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে। তার মধ্যে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ শেষ হলে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেনের স্টপ দেওয়া হবে কামাখ্যাগুড়িতে। আশায় কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দারা।

স্টেশনের কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি এদিন কামাখ্যাগুড়ির রেল ওভারব্রিজ নিয়েও মন্তব্য করেছেন ডিআরএম। সুনীল জানান, তিনি এদিন ডিআরএম-এর কাছে রেলের ওভারব্রিজের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা জানতে চেয়েছিলেন। ডিআরএম তাঁকে জানিয়েছেন, ওভারব্রিজের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও জমি চিহ্নিত করেনি। তাই কোনটা খাসজমি তা বোঝার উপায় নেই। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে খুব দ্রুত রেলের ওভারব্রিজের কাজ শুরু হবে বলে সুনীলকে জানিয়েছেন ডিআরএম।

মানবিক পুলিশ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন। মানসিকভাবে অসুস্থ সেই মহিলা বুধবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি চৌপথি এলাকার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। লোকজনের বাড়িতে গিয়ে বসে পড়ছিলেন। স্থানীয়রাও তাঁর কোনও সহায়তা করতে পারেননি। তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এলাকাবাসীরা সমস্যায় পড়ে যান। তখন তাঁরা কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলকে সমস্যার কথা জানান। এরপর ওসি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলা পুলিশকর্মী দিয়ে সন্ধ্যায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর পুলিশ ওই মহিলার নাম ও ঠিকানা জানার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু ওই মহিলা কিছুই বলতে পারেননি। পুলিশের তরফে ওই মহিলার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তিনি পুলিশ ফাঁড়িতেও অস্থির আচরণ করতে থাকেন। ওসি জানান, ওই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় আমরা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

কোটি টাকার ‘ভূতের বাড়ি’

জয়গাঁ মার্কেট কমপ্লেক্সে সমাজবিরোধীদের আড্ডা

জয়গাঁ, ১৭ জুলাই : বর্তমানে পোড়োবাড়িতে পরিণত হয়েছে জয়গাঁ মার্কেট কমপ্লেক্স। গত ছয় বছর ধরে একই পরিস্থিতিতে রয়েছে এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি। বর্তমানে সেই দোতলা ভবনের ঘরগুলি সমাজবিরোধীদের আখড়া। জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ডের সামনে এই ভবনটি বানানো হয়েছিল। সেই মার্কেট কমপ্লেক্সে মোট ২৪টি স্টল রয়েছে। ২১ জন ব্যবসায়ী সেখানে স্টল পেয়েছেন। অথচ কেউ দোকান খোলেন না। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। বৃহস্পতিবার জয়গাঁ উন্নয়দ পর্ষদের বোর্ড মিটিংয়ে এই মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা হয়। যেসব ব্যবসায়ী স্টল পেয়েছেন, তাঁরা যাতে নিয়মিত দোকান খোলেন সেজন্য বলা হবে। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মিটিংয়ে। তারপরেও যদি তাঁরা দোকান না খোলেন তবে প্রয়োজনে তাঁদের চুক্তি বাতিল করে অন্য কাউকে স্টল দিয়ে দেওয়া হতে পারে।

এই বিষয়ে জেডিএ’র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, ‘ওখানে ২৪টি দোকান আছে। ২১ জন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা দোকান খোলেননি। তাঁদের নোটিশ পাঠানো হবে। যদি তাঁরা দোকান না খোলেন তাহলে এই মার্কেট নিয়ে আবার টেন্ডার হবে।’

বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেই মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢুকলেই দেখা যায়, ভাঙা মদের বোতল যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। ভেঙে গিয়েছে দরজা-জানলা। প্রায় ছয় বছর আগে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের তরফে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে এই কমপ্লেক্স বানানো হয়েছিল। কিন্তু এতদিনেও সেই মার্কেট কমপ্লেক্স চালু হল না। এখন সেখানে কোনও দোকানঘরের দরজা ভাঙা। কোথাও ঘরের জানলা খুলে নিয়ে গিয়েছে কেউ বা কারা। রাত হলে মনে হয় যেন ভূতুড়ে বাড়ি। এলাকাবাসী বলছেন, রীতিমতো গা-ছমছম করে তখন। যদিও সমাজবিরোধীরা ভূতের ভয় পায় বলে মনে হয় না।

জয়গাঁর এই মার্কেট কমপ্লেক্স অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছয় বছর ধরে। -সংবাদচিত্র

দরজায় তালা

ছয় বছর আগে সেই মার্কেট কমপ্লেক্স বানায় জেডিএ

প্রায় কোটি টাকা খরচ হয়েছিল সেই দোতলা ভবন নির্মাণে

সেখানে ২৪টি ঘর রয়েছে

২১ জন ব্যবসায়ীকে স্টল দেওয়া হয়েছিল

প্রথমদিকে দু’একজন দোকান খুলেছেন

এখন একেবারেই কেউ দোকান খোলেন না

> ওখানে ২৪টি দোকান আছে। ২১ জন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা দোকান খোলেননি। তাঁদের নোটিশ পাঠানো হবে। যদি তাঁরা দোকান না খোলেন তাহলে এই মার্কেট নিয়ে আবার টেন্ডার হবে।
>
> **গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা**
> *চেয়ারম্যান, জেডিএ*

কারণ ভুটানগামী রাস্তার পাশে থাকা এই কমপ্লেক্সে রাত বাড়লে বসে নেশার আসর।

স্থানীয় হায়দর আলির কথায়, ‘আগে এখানে শিশু উদ্যান ছিল। সেই উদ্যান ভেঙে মার্কেট কমপ্লেক্স বানানো হয়। কিন্তু লাভ তো কিছুই হল না। ইমারত তৈরি হওয়ার পরেও পড়ে রয়েছে।’

কথা ছিল এখানে বাজার বসবে। সেই বাজার দীর্ঘ ছয় বছর ধরে একদিনও বসেনি। তা হল না কেন? প্রশ্ন বাসিন্দাদের। স্থানীয়রা বলছেন, মাঝে দুটি সবজির দোকান খুলেছিল। কয়েক মাস পরে বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় গুড্ডু রহমানের কথায়, ‘এই বড় ইমারতের ভবিষ্যৎ কী? সেটাই আমরা ভাবি।’

সেখানে স্টল নিয়েছিলেন সন্তোষকুমার শা। দোকান খোলেননি কেন? তাঁর কথায়, ‘ওখানে দোকান চালু করা যায়। তবে আমরা চাই আমাদের সুরক্ষা দেওয়া হক। যেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স রয়েছে, সেখানে রাতেরবেলা আগের থেকেই সমাজবিরোধীদের আসর বসত। আমরা জিনিসপত্র রাখব, দেখা গেল সেসব ওরা নষ্ট করে দিল।’

মার্কেট কমপ্লেক্স ছাড়াও এদিন জেডিএ’র বৈঠকে আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। গুয়াবাড়ি হাটশেডও চালু হয়নি। সেটা চালু করা। গোপীমোহন ময়দানের সৌন্দর্যায়ন ও এনএস রোডের মেরামত নিয়েও আলোচনা করা হয় বোর্ড মিটিংয়ে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	৩৫
ও পজিটিভ	-	৮
এবি পজিটিভ	-	৫
এ নেগেটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

মিছিলে তৃণমূল নেতাদের নিয়মভঙ্গ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : একুশে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে এবং বাংলা ভাষার অমর্যাদার প্রতিবাদে, এনআরসি’র বিরুদ্ধে বাইক মিছিল করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল যুব ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এই বাইক মিছিল করা হয়। এদিন শহর সংলগ্ন বীরপাড়া চৌপথি এলাকা থেকে বাইক মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় জংশন এলাকায়। তৃণমূল যুব’র সভাপতি সমীর ঘোষ বলেন, ‘আমরা যে অ্যাজেন্ডা নিয়ে বাইক মিছিল করেছি তা সফল হয়েছে।’

যদিও তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের বাইক মিছিল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। মিছিলে হেলমেট ছাড়াই দলের সব নেতা-কর্মীরা বাইক চালান বলে অভিযোগ। বাইক মিছিলে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, যুব সভাপতি সমীর ঘোষ হেলমেট ছাড়াই বাইক চালান। এছাড়াও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল একটি স্কুটির পেছনে বসেছিলেন। তাঁর মাথাতেও অবশ্য এদিন হেলমেট দেখা যায়নি।

দিব্যি হেলমেট ছাড়াই বাইকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি।

অপহরণের অভিযোগে ধৃত

বীরপাড়া, ১৭ জুলাই : বীরপাড়ার এক কিশোরীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে ১৫ জুলাই বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাবা-মা। স্কুলছুট ওই কিশোরীকে বৃহস্পতিবার বানারহাট এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত আলিমান আলি নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, ওই নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই তরুণ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, ধৃতকে শুক্রবার আদালতে হাজির করা হবে। কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির জিম্মায় দেওয়া হবে।

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে বিতর্ক

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের তরফ থেকে পরিচালন সমিতির তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হল। এই নির্বাচন অগণতান্ত্রিক বলে অভিযোগ করেছেন শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যাপক স্মৃতিকান্ত বর্মন ও অজয়কুমার দত্ত।

কেন? শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্মৃতিকান্তর দাবি, এই শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আইন বিরোধী। নির্বাচনের জন্য অন্ততপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া দরকার। প্রথমে নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়। এরপর সেই প্রার্থীর তালিকা যাচাই করা হয়। স্মৃতিকান্তের অভিযোগ, ‘এক্ষেত্রে কোনও নিয়ম না মেনে একই দিনে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। এ ধরনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ।’

আর সেই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অজয় তো চড়া সুরে বলেন, ‘এদিন শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হল।’ ওই দুই অধ্যাপক বাদে বাকি সকলেই যদিও এদিনের ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্যামলচন্দ্র সরকার অবশ্য এধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই হয়েছে।’ কেবল অধ্যক্ষ নন, শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে এদিন উপস্থিত সব অধ্যাপক এই পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণ বৈধ বলে দাবি করেছেন।

স্মৃতিকান্ত ও অজয়ের বিরুদ্ধে আবার পালটা অভিযোগ তুলেছেন ওই কলেজেরই লাইব্রেরিয়ান শঙ্খশুভ্র দাস। অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে কথা না বলেই নাকি শঙ্খর নাম প্যানেলে জমা করে দিয়েছিলেন অজয়রা। যদিও পরে বিষয়টি জানতে পেরে শঙ্খ আপত্তি জানান। তখন তাঁর নাম তুলে নেওয়া হয়।

এদিনের এই নির্বাচনে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার, অধ্যাপক উৎপল রায় ও অধ্যাপক প্রণয় মল্লিক।

সেতু সংস্কারে যানজটে ভোগান্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : কালজানি সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতে না হতেই যানজট নিয়ে সমস্যা বাড়ছে শহরে। বিশেষ করে কালজানি সেতুর দু’পাশে এই যানজট দেখা যাচ্ছে। কেবল সেতু সংলগ্ন এলাকা নয়, আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন গলিপথেও যানজটে আটকে পড়ছে গাড়িঘোড়া।

আপাতত কালজানি সেতুর একপাশ বন্ধ করে কাজ চলছে। অপর পাশ দিয়ে যাতায়াত চলছে। ফলে একসঙ্গে একাধিক যানবাহন যাতায়াত করার সুযোগ মিলছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আর তাতেই যানজট অস্বাভাবিক আকার নিয়েছে। বিশেষ করে সকালে অফিস টাইম ও স্কুল টাইমের ব্যস্ত সময়ে কালজানি সেতু অতিক্রম করতেই দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি রুটের গাড়ি পরপর আটকে পড়ে। অফিসযাত্রীদের হয়রানি বৃদ্ধি পায়।

সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে বিকেলে। অফিস ও স্কুল ছুটি হওয়ার সময়। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে অবশ্য ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। যানজট কমছে না। আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মনোজয় দত্ত বলেন, ‘সেতুর কাজের জন্য স্বাভাবিকভাবেই যানজট তৈরি হয়। তবে ট্রাফিক পুলিশ দিনভর নজরদারি চালিয়েছে।’

বৃহস্পতিবার সেই যানজটে দীর্ঘক্ষণ আটকে ছিলেন আদিত্য সাহানি নামে এক তরুণ। তাঁর কথায়, ‘কালজানি সেতু সংস্কারের কাজ চলছে বলে ভোগান্তি আমাদের। এদিন ৫০ মিটার রাস্তা যেতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। সারাদিনই ভোগান্তি।’

এই কাজ চলবে কতদিন? পুলিশ ও পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতুতে একাধিক গর্ত থাকায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। দু’দিন ধরে এই কাজ চলবে। সেতুর একদিকে প্রায় দু’দিন যাতায়াত বন্ধ থাকতে পারে।

এদিন আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় হাট বসেছিল। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভিড়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যানজট বড় আকার নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ী অমিত দে বলেন, ‘আমরা আগাম কিছুই জানতাম না। আগে থেকে সতর্ক হওয়ার কোনও সুযোগ পাইনি। তার মধ্যে এদিন আবার হাট বসেছিল। ফলে যানজট আরও বেড়ে যায়। সন্ধ্যার পরেও এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।’

এদিকে প্রশাসন বলছে, সংস্কারও জরুরি। সেতুতে একাধিক গর্ত দেখা দিতেই বিভিন্ন মহল থেকে সংস্কারের দাবি ওঠে। সেইমতো পূর্ত দপ্তর সংস্কারের কাজ শুরু করে। সেতুর ওপর যাতায়াতের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় সমস্যা বড় আকার নেয়।

আলিপুরদুয়ার

কালচিনি সেতুতে ব্যাপক যানজট। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রোগীকে খুবলে খেল কুকুর

প্রথম পাতার পর

তবে, দেহ নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েকটি কুকুরকে সেখানে দীর্ঘক্ষণ রক্ত সহ শরীরের পড়ে থাকা অংশ ভক্ষণ করতে দেখা গিয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গরিব মানুষ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার বদলে কুকুরের গ্রাসে চলে যেতে হচ্ছে। এই ঘটনা স্বাস্থ্য প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কতটা অযোগ্য, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। উত্তরবঙ্গের মানুষ তা সে জীবিত হোক বা মৃত কারও কোনও মর্যাদা নেই।' তিনি এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন।

মেডিকেলে সব মিলিয়ে পাঁচশো বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। এই নিরাপত্তারক্ষীরা পালা করে গোটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আনাচে-কানাচে ডিউটিতে থাকেন। অথচ একটা দেহ এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে কয়েকটি কুকুরে খুবলে খেল, অথচ কারও নজরে পড়ল না কেন? নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে তদন্তের দাবি উঠছে। পাশাপাশি, ওই করিডরের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেও সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালের অনেকেই মনে করছেন, ওই ব্যক্তি অসুস্থতা নিয়েই সম্ভবত বুধবার চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তার দেখানো বা কোনও পরীক্ষা করাতে না পারায় বৃহস্পতিবার সেগুলি করাবেন বলে স্থির করে রাত কাটানোর জন্য মেডিকেলের করিডরকেই বেছে নেন।

সুপার দাবি করছেন, 'ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন না। তিনি ওখানে কেন শুয়ে ছিলেন, কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল সেটা বলা মুশকিল।' তাঁর যুক্তি, রোগী এবং পরিজনরা খাবার দেন, যেখানে সেখানে খাবার ফেলেন, ফলে কুকুরগুলিও এই এলাকা ছাড়ে না।

বাস নিয়ে ভোগান্তির শঙ্কা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : ২১শে জুলাই উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাওয়ার জন্য গোটা রাজ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১১৮টি বাস ভাড়া নিয়েছে তৃণমূল। বাসগুলির জন্য ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে আগাম বুকিংও করা হয়েছে বলে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বাসগুলি টানা দুই-তিনদিন তাদের দখলে থাকবে। এতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি বাসের অভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কয়েক হাজার মানুষ চরম ভোগান্তির মুখে পড়বেন ওই কয়েকদিন।

বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় দাবি করেন, 'মূলত রিজার্ভে থাকা বাস থেকে এই বাসগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ যাত্রীদের চলাচলে কোনও সমস্যা হবে না।' চেয়ারম্যান এমন দাবি করলেও বাস্তবচিত্র অবশ্য অন্য কথা বলছে। সংস্থার রিজার্ভে যত বাস রয়েছে, তার সবগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় পাঠানো যাবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে রাস্তায় কোনও বাস বিকল হলে সমস্যা হবে। ফলে রাস্তায় চলাচল করা বাসগুলি থেকেই বেশ কিছু বাস তুলে নিতে হবে সভার জন্য। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিটায়ার্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকারের কথাতেও একই সুর। তিনি বলেন, 'বাস তো আর রিজার্ভ থেকে ভাড়া দেওয়া যায় না। রানিং বাস থেকেই দিতে হয়। আর এটা পার্টির প্রোগ্রামে দূরে যাওয়ার জন্য বাস নিচ্ছে। ফলে সেখানে খারাপ বাস দেওয়া যাবে না। সংস্থা তাদের সবচেয়ে ভালো বাসগুলি পাঠাবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এর ফলে যাত্রী পরিবহণে সমস্যা দেখা দেবেই।

কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যমই হচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস। কারণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বেসরকারি বাস চলাচল করলেও অলাভজনক বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস খুব একটা চলাচল করে না। প্রত্যন্ত এলাকাগুলির মানুষের যাতায়াতে অন্যতম ভরসা সরকারি বাসগুলি। তাছাড়া বেসরকারি বাসের তুলনায় কিছুটা কম ভাড়ার পাশাপাশি মোটামুটি সময় মেনে চলাচল করায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রথম পছন্দ এনবিএসটিসির বাস।

২১শে জুলাই কলকাতায় যাওয়ার জন্য নিগম তৃণমূলকে ১১৮টি বাস ভাড়া দিয়েছে। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাস ভাড়া নিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল। তারা মোট ৪২টি বাস ভাড়া নিয়েছে। এছাড়া কোচবিহার জেলা থেকে ১৫টি, উত্তর দিনাজপুর থেকে ২৫টি, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ১০টি, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে নয়টি, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে পাঁচটি ও নদিয়া জেলা থেকে ১২টি বাস নেওয়া হয়েছে।

মরছে একের পর এক পাখি

ইটাহার, ১৭ জুলাই : চোরাশিকারিদের হাতে মৃত্যু হল অর্ধশতাধিক পরিযায়ী পাখির। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার মারনাই গ্রামে। গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই মহিলা সহ ৪ জনের একটি শিকারি দল দুপুরে হানা দেয় মারনাই গ্রামে। তারাই ইগ্রেট প্রজাতির প্রায় ৫০টিরও বেশি পাখি মেরে নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখতে পেয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের বাধা দেন। বাধা পেয়ে মৃত পাখিগুলি ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে তদন্তে যান বন দপ্তরের কর্মীরা। যদিও অভিযুক্ত শিকারিদের কোনও হদিস করতে পারেননি বনকর্মীরা।

প্রতি বছর রায়গঞ্জের সংরক্ষিত কুলিক পাখিরালয়ে যে পরিযায়ী পাখিরা এসে বাসা বাঁধে, সেই প্রজাতিরই বহু পাখি বেশ কয়েক বছর ধরে মারনাই গ্রামে এসেও বিভিন্ন গাছে বাসা বাঁধছে। এর মধ্যে ইগ্রেট প্রজাতির পাখির সংখ্যাই বেশি বলে জানান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা অক্ষয় পাল গ্রামে পাখিপ্রেমী বলে পরিচিত। অক্ষয় বলেন, 'আজ দুপুরে ৪-৫ জনের একটি দল এসে গাছে উঠে বাসা থেকে পাখিগুলিকে ধরছিল। ওরা পাখিগুলিকে মেরে গলা কেটে ব্যাগে ভরছিল। আমি খবর পাওয়ামাত্র এসে ওদের বাধা দিই। বন দপ্তরকেও বিষয়টি জানাই। প্রায় ৪০টি পাখি মেরে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের বাধায় পাখিগুলো ফেলে রেখে ওই শিকারিরা পালিয়ে যায়।'

অক্ষয় সহ গ্রামবাসীদের দাবি, ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বন দপ্তরকে। পাশাপাশি এতগুলো পাখি মারল যারা, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'খবর পাওয়ামাত্র আমি নিজে দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে ওই গ্রামে তদন্তে যাই। ৫০টিরও বেশি ইগ্রেট প্রজাতির পাখি মেরেছে চোরাশিকারিরা। আমরা বেশকিছু সূত্র পেয়েছি। শিকারিরা মালদা জেলার বাসিন্দা। তাদের চিহ্নিত করার পর গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজেপি শাসিত অসমে বাঙালি হিন্দুদেরও বিরোধিতা

উচ্ছেদের নির্দেশে বিক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৭ জুলাই : 'উন্নয়নের' অজুহাতে শহর থেকে হিন্দুদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়েছে অসম সরকার। এমন অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার আন্দোলনে নামলেন ধুবড়ির বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, ধুবড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাহাদুরটারি এলাকার প্রায় তিন শতাধিক পরিবারকে ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তারই বিরোধিতায় এদিন শহরের কালী মন্দিরের সামনে দিনভর চলে বিক্ষোভ।

স্থানীয় বাসিন্দা অনীতা দাসের কথায়, 'শুধু রাস্তা সম্প্রসারণের নামে তিন শতাধিক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে। সরকারি পাট্টা থাকার পরেও বাড়িঘর ছাড়তে বলছে। যদি আমাদের সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাহলে কেন পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিতে কেন সরকারিভাবে ঘর তৈরির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? শহরের একশো বছরের পুরোনো কালী মন্দির ভেঙে ফেলা হবে বলে জানানো হয়েছে। জীবন থাকতে আমরা সেই জমি ছাড়ব না।'

এদিকে, বিজেপি শাসিত অসমে বাংলাভাষী হিন্দুদের উচ্ছেদের প্রস্তুতি ঘিরে বিজেপিকে নিশানা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলাভাষীদের নিপীড়নের অভিযোগে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। সেই আবহেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে পড়শি রাজ্য অসম। বুধবার ধুবড়ি শহরের বাংলাভাষী

উচ্ছেদের বিরোধিতায় ধুবড়ি শহরে আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুরা।

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'অসমে বাংলাভাষী হিন্দুদেরও রেয়াত করছে না বিজেপি সরকার। প্রতিহিংসার রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। বাংলাভাষীদের হেনস্তা আমরা মেনে নেব না।'

বিজেপি শাসিত রাজ্যে হিন্দুদের উচ্ছেদের নির্দেশ দিতেই ফের শোরগোল শুরু হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ধুবড়ি-ফুলবাড়ি দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। এতদিন ধুবড়ি থেকে স্টিমারে মেঘালয় পৌঁছাতে হত। নতুন সেতু নির্মাণের লিংক রোড তৈরি হবে বাহাদুরটারি এলাকা ঘিরেই। সেই কারণেই রাস্তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এলাকাবাসীদের বাড়ি সরিয়ে নিতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ওই সিদ্ধান্তেই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারী রতন বিশ্বাসের কথায়, 'বহু বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি। আমরাই ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছি। অথচ এখন আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। পরিবার নিয়ে কোথায় যাব? চিন্তায় রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাই আন্দোলনে নেমেছি।'

যদিও প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য শতাধিক পরিবারকে মৌখিকভাবে বাড়িঘর সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। সরকারি পাট্টা যাঁদের রয়েছে, তাঁদের পুনর্বাসন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গোটা ঘটনার সাফাই দিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ধুবড়ি-ফুলবাড়ি দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু নির্মাণ হবে। সেজন্য কিছু বাড়িঘর সরানোর প্রয়োজন পড়েছে। আতঙ্কের কিছু নেই। তৃণমূল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করছে।'

শিবির

বীরপাড়া ও জটেশ্বর, ১৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর বৃহস্পতিবার বীরপাড়া কলেজ এবং ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে ২টি সচেতনতা শিবির করে। কলেজ পড়ুয়া এবং চা শ্রমিকদের ক্রেতা সুরক্ষা আইন, খাদ্য সুরক্ষা অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয় বলে জানান দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সৌরভ গুহ রায়। বীরপাড়া কলেজে শিবিরে ছিলেন অধ্যক্ষ কৌস্তভ চক্রবর্তী, খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক জ্যোতির্ময় পাল ও সুধীরচন্দ্র সরকার। দলগাঁওয়ে শিবিরে ছিলেন বাগান ম্যানেজার অভিজিৎ রাহা, শ্রম দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ বর্মন প্রমুখ।

বসিয়ে নগ্ন ছবি

প্রথম পাতার পর

তারা আবার ভুয়ো ছবি বানিয়ে সেই তরুণকে পাঠাত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। সাইবার ক্রাইম থানার আইসি তেজেন্দ্র ঘোলে বলেন, 'তদন্ত চলছে। এখনই এর থেকে বেশি কিছু বলা যাবে না।'

একজন স্থানীয় মহিলার কথায়, 'মহিলাদের অশ্লীল ছবি তৈরি করে তা ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করত অভিযুক্ত। ওই তরুণের মোবাইলে এলাকার বিভিন্ন মহিলার বিকৃত ছবি দেখা গিয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী যেসব বাড়িতে ওই তরুণের আনাগোনা ছিল, তাঁরাই ছিলেন তাঁর টার্গেট। আরেক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'অভিযুক্ত তরুণ বিবিএ'র ছাত্র। ওকে ভালো ছেলে বলে জানতাম। তবে ওর মোবাইলে অশ্লীল ছবি ও স্থানীয় মহিলাদের ছবি দেখে অবাক হয়েছি।'

পথে নামুন

প্রথম পাতার পর

তাঁরা মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করেন। প্রত্যেককে অনুরোধ করব রুখে দাঁড়ানোর জন্য। ইউনূসের হাত থেকে দেশের মানুষকে, নারীকে, শিশুকে রক্ষা করুন।' অন্তর্বর্তী সরকারকে জঙ্গি তকমাও দেন তিনি। গোপালগঞ্জ বৃহস্পতিবারও ছিল থমথমে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করলেও তার মেয়াদ শুক্রবার সকাল ১১টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। দুপুর ২টো পর্যন্ত শিথিল করা হলেও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্ফিউ জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাফাই দিয়েছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। জনসাধারণকে ধৈর্য ধরার পাশাপাশি গুজবে কান না দিয়ে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ সেনা। হাসিনা সেই বার্তা খারিজ করে বলেন, সেনাবাহিনী দেশের মানুষের সঙ্গে যে আচরণ করেছে সেটা একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনী করেছিল। ছাত্র লিগের এক নেতাকে গুলি করার পর তাঁর দেহে লাথি মারার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে।

এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলাম অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁরা ফের গোপালগঞ্জে যাবেন। তিনি বলেন, 'এবার কিন্তু আমরা ফিরে আসার জন্য মার্চ করব না। গোপালগঞ্জের মাটি ও জনগণকে মুজিববাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আসব। ফ্যাসিবাসীরা এখনও গোপালগঞ্জকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র করে রেখেছে।' বুধবার সেনার সাঁজোয়া গাড়িতে চেপে গোপালগঞ্জ থেকে পালিয়েছিলেন নাহিদরা। দেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী অবশ্য দাবি করেন, গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক। বুধবার যা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য ছিল ঠিকই। কিন্তু এত লোক হবে, সেই তথ্য ছিল না। যারা অন্যায় করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

শহরের রাস্তায় রঙিন পৃথিবী যেন

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

২১শে জুলাই-ই

প্রথম পাতার পর

কোনও গ্রুপে ১০০-র বেশি লোক থাকার অনুমতি থাকবে না।

যদিও এই শর্ত শুধু শিলিগুড়ি থেকে যাঁরা যাবেন, তাঁদের জন্য। জলপাইগুড়ির দিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলাদা গ্রুপ করে অভিযানে উপস্থিত হওয়ায় বাধা নেই। প্রয়োজন মনে করলে প্রতিটি গ্রুপের সামনে ও পিছনে পুলিশ থাকবে। যুব মোর্চা অবশ্য ১ লক্ষ লোক জমায়েতের লক্ষ্য স্থির করেছিল। মোর্চার অন্দরের খবর, ১ লক্ষ লোক টার্গেট করেই প্রস্তুতি চলছে। যদিও মোর্চার শিলিগুড়ির জেলা সভাপতির বক্তব্য, 'আদালত ১০ হাজার লোক নিয়ে সভা করতে বলেছেন। আমরা তা পালন করব।'

কর্মসূচির সময়ও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি ঘোষ। তাঁর নির্দেশ, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তরকন্যা অভিযান করা যাবে। তিনবাত্তি মোড় থেকে চুনাভাটি ভিডিওকন গ্রাউন্ড পর্যন্ত অভিযানটি করা যাবে। মঞ্চের আয়তন ৫০ ফুট বাই ৩০ ফুট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি। বিজেপির যুব মোর্চা অবশ্য নৌকাঘাট থেকে তিনবাত্তি মোড় হয়ে উত্তরকন্যা পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিল।

এজন্য ৩ জুলাই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় বিজেপির যুব মোর্চা। উত্তর না পেয়ে ৪ তারিখ ই-মেল পাঠায়। ৫ জুলাই জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার ও রায়গঞ্জের বিডিওর কাছেও আবেদন পাঠানো হয়। কিন্তু কোনও জায়গা থেকে উত্তর আসেনি। ২১শে জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের সভা আছে যুক্তি দিয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে পুলিশ। হাইকোর্টে মামলা হলে রাজ্য সরকার যুক্তি দেয়, উত্তরকন্যা উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের এলাকায় এর আগেও এই ধরনের কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা হয়েছে।

তাছাড়া কলকাতায় তৃণমূলের সভায় প্রচুর মানুষ শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা যাবেন। সেই ট্রানজিট পয়েন্ট শিলিগুড়িতে তাই অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং এলাকায় হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ রয়েছে বলে যুক্তি দেখায় পুলিশ। আদালতে রাজ্য সরকার দাবি করে, ধর্ষণ হয়েছে কলকাতায়, উত্তরবঙ্গে নয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট ওই কর্মসূচির অনুমতি দিয়ে আইনশৃঙ্খলার যাতে অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছে পুলিশকে। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল জানিয়েছেন, তিনবাত্তি মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল করে চুনাভাটি গ্রাউন্ডে গিয়ে সভা করা হবে।

বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানি হরিয়ানায়

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : বাংলাদেশি সন্দেহে ফের রাজ্যের বাসিন্দাদের হয়রানির অভিযোগ উঠল হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকার ২৮ নম্বর সেক্টর পুলিশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে নিজের বাড়ির অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন কোচবিহারের তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়।

কোচবিহারে শীতলকুচির গোলেনাওহাটির বাসিন্দা সফিকুল মিয়াঁ কয়েকবছর ধরে হরিয়ানার গুরুগ্রামে থাকেন। সেখানে শীতলকুচি সহ কোচবিহারের আরও অনেক বাসিন্দা থাকেন। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সেখানকার পুলিশ পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখার পরেও তারা সন্তুষ্ট হচ্ছে না। র‍্যাশন কার্ড, জমির কাগজপত্র ইত্যাদি দেখতে চাইছে। তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পার্থপ্রতিমের। গোটা ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পার্থপ্রতিমের কথায়, 'বিষয়টি আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে জানিয়েছি। দল বললে আমি এই নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গুরুগ্রামেও যেতে রাজি।'

বিষয়টি নিয়ে হরিয়ানায় থাকা সফিকুল মিয়াঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় গত ২০-২৫ বছর ধরে তিনি সেখানে থাকেন। জমির মালিকের থেকে জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানে তিনি একটা ঝুপড়িও তৈরি করেছেন।

সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চারশোর মতো মানুষ থাকেন। এর মধ্যে কোচবিহারের প্রায় ৩০-৪০ জন বাসিন্দা রয়েছেন। সফিকুল বলেন, 'এতদিন কিছু না করলেও গত চারদিন ধরে আমার ঝুপড়িতে থাকা বাসিন্দাদের পুলিশ পরিচয়পত্র দেখার নাম করে হয়রানি করছে। আমাকে বলছে এখানে কয়জন বাংলাদেশি আছে বল। প্রত্যেকের ঘরে ঢুকে পুলিশ তাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখার পরেও বলছে অনেকেরটা নকল।'

তৃণমূল সাংসদদের ভাষণ বাংলায়

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নির্যাতনের প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : শুধু ধর্না, মিছিল, বিবৃতিতে নয়, তৃণমূলের এবার ভাষাই অস্ত্র। সংসদের আসন্ন অধিবেশনে দলীয় সাংসদরা শুধু বাংলাতেই ভাষণ দেবেন। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নির্যাতনের প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত। ভাষা বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদের অস্ত্র সেই নিজের ভাষা বাংলা।

ইতিমধ্যে তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা সবাই বাংলা ভাষায় ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

এমনকি তৃণমূলের অবাঙালি সাংসদরাও বাংলায় সংসদে বক্তৃতা করবেন বলে ঠিক হয়েছে। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে সরাসরি

২১ জুলাই থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমরা ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, সাকেত গোখলে প্রমুখ তৃণমূলের বহিরাগত সাংসদদের চ্যালেঞ্জ করছি, তাঁরা বাংলায় কথা বলতে পারেন কি না দেখব।

সুকান্ত মজুমদার

চ্যালেঞ্জ করেছেন বাংলারই এক সাংসদ, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বলেন, '২১ জুলাই থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমরা ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, সাকেত গোখলে প্রমুখ তৃণমূলের বহিরাগত সাংসদদের চ্যালেঞ্জ করছি, তাঁরা বাংলায় কথা বলতে পারেন কি না দেখব।'

সুকান্ত কটাক্ষ করেন, 'তৃণমূল বলে বাংলা তাদের গর্ব। অথচ প্রার্থী বানায় গুজরাট, বিহার থেকে। এটা মমতার দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু না।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মতে, এই সিদ্ধান্ত তৃণমূলের আরেকটি নাটক ছাড়া আর কিছু নয়।

যদিও তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, 'বাংলার প্রতিনিধি যদি বাংলায় না বলেন, তাহলে আর কে বলবেন? এ তো আমাদের গর্বের বিষয়।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর অবশ্য বক্তব্য, 'বাংলা ভাষা মমতার ভোটের নতুন কার্ড! মুর্শিদাবাদের হিংসা আর হিন্দু ভোটে ফাটল ধরাতে বাংলা ভাষাকে সামনে আনছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

সমীক্ষায় ভয় জাগে

প্রথম পাতার পর

তা আর একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমীক্ষায়। গৌতম দেব বা অশোক ভট্টাচার্যরা মেয়র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দীপনা, বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা কাজে লাগাতে পারলেন না, এটাই সমস্যা।

নইলে মহানন্দা, বালাসন, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, সাহু, পঞ্চনই, চামটার উৎসমুখও হতে পারত পর্যটনক্ষেত্র। অবশ্য নেতাদের বলে লাভ নেই, বালাসন-মহানন্দার সংগমস্থলকেই তাঁরা তুলে ধরতে পারলেন না, অন্যগুলো ভেবে কী হবে?

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের এক শিক্ষক ও তিন গবেষক দুধিয়া থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন বালাসনে। সেই সমীক্ষা জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে এলসেভিয়ের জার্নাল গ্লোবাল অ্যান্ড আর্থ সারফেস প্রসেসে। ধূপগুড়ির সায়ক সরকার, শিলিগুড়ির অন্তরীপ নন্দী, কালিম্পংয়ের কালবেন ওয়াংচু ভুটিয়াকে নিয়ে কাকদ্বীপের কৌশিক সাহা যে সমীক্ষা চালিয়েছেন, সেখানে উঠে আসছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ।

সায়করা বলছেন, ক্ষতবিক্ষত বালাসন যে কোনও সময় গতিপথ বদলাবে। গত দু'দশকে বালাসনের প্রস্থ কমেছে ৫৩ শতাংশ, বালি-পাথর তোলায় গভীরতা কোথাও ২ মিটার কমে গিয়েছে। বড় বড় গর্ত। যে কোনও সেতু তৈরি বিপজ্জনক। বালাসন-সংকোশের বালি এমনিতে উত্তরের অন্যতম সেরা। বালাসনে যন্ত্রপাতি নামিয়ে বালি-পাথর তোলার প্রবণতা প্রভাব ফেলছে মহানন্দা অভয়ারণ্যে। পালটাচ্ছে হাতিদের করিডর। জীবজন্তু, গুল্মের পক্ষেও বিপজ্জনক।

এবারই প্রথম সমীক্ষায় ইউরোপ, আমেরিকার নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বালাসনের। সরকারি হিসেবেই বালাসন থেকে বছরে ৬.৮৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্রাভেল তোলা হয়। চোরাপথের হিসেব ধরলে তো আরও বাড়বে। সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণ-- এটা শুধু ভয়ংকর নয়, ঐতিহাসিক।

এসব কি গৌতম দেব খবর রাখেন? শংকর ঘোষ? অশোক ভট্টাচার্য?

প্রায় প্রত্যেক শহরেই যখন নদী রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, শহরের হর্তাকর্তারা এমন সমীক্ষা নদী নিয়ে করতেই পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিভাগের সাহায্য নিয়ে।

কলকাতা-দিল্লির মুখাপেক্ষী থাকতে হত না। বহু শহরেই সরকারি খরচের অপচয় দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অনেকই অকাজের কাজ। ভাইদের পাইয়ে দেওয়ার কাজ। গৌতম শিলিগুড়ির সপ্তনদী সাজিয়ে, সপ্তডিঙা ভাসিয়ে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন। নদীদের কথা বলতে শোনা যায় না তাঁকে। শংকর বা অশোকের মুখেও নদী আসে না।

মালদা শহরে মাঝে মাঝে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় সরকারি প্রকল্পে। মেলায়, গানবাজনায়, খেলাধুলোতে।

মহানন্দাকে কখনও পর্যটনের কাজে ব্যবহার করেননি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি। গৌড়-আদিনাই অবহেলিত থেকে যায় তো, মহানন্দা-কালিন্দ্রীর সংগম! পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ক'দিন আগে মালদায় সরকারি অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মন ও রাহুল দেববর্মনের গান শুনিয়ে গিয়েছেন। 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই' আর 'মনে পড়ে রুবি রায়'। তিনি গৌড়েরও বাঁশি শোনেননি। তাঁর মহানন্দাকেও মনে পড়েনি।

আত্রেয়ী-পুনর্ভবার জন্যই কী করেছেন কেন্দ্রের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার? মন্ত্রী হয়ে তাঁর মুখের ভাষা পালটে গিয়েছে। তাঁর বাড়ির পাশের আত্রেয়ী নদীর দুর্দশার ভাষা পালটায়নি। যেভাবে রায়গঞ্জে পক্ষীনিবাসের পাশে কুলিক নদীর নর্দমা হওয়া পালটায়নি।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জের কাছে, সীমান্ত সংলগ্ন বালাভূতে পাঁচটা নদী কার্যত হাত ধরাধরি করে হাঁটে। তোর্ষা, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক ও ঘর্ঘরিয়া। এই যে মুখ্যমন্ত্রী এতবার উত্তরবঙ্গে আসেন, কোচবিহারে এত তৃণনেতা, কেউ কি তাঁকে বলেছেন, ওখানে নদীভিত্তিক পর্যটন ভাবা যায়? বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক, নগেন রায় এত বছর ক্ষমতার দুয়ারে-- কেউ কি ভেবেছেন এসব? প্রকল্প জমা দিয়েছেন কেন্দ্রে?

এত লেখা পড়েটড়ে শেষকথাটা তো শুনে যান! নদী নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেও কিছু সমীক্ষা হয়েছে। কোনওটাই শহরের উদাসীন প্রশাসক বা বিরোধীদের ভাতঘুম থেকে তুলতে পারেননি। পারবে না এবারও, গ্যারান্টি!

জখম চার

ফালাকাটা, ১৭ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন চারজন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা ব্লকের গলাকাটা এলাকায়। ফালাকাটা থেকে যাত্রী নিয়ে গলাকাটার দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। আর ফালাকাটার উদ্দেশে দ্রুতবেগে আসছিল একটি ভুটভুটি। তখন দুই গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। টোটোচালক প্রশান্ত রায় গুরুতর জখম হন। টোটোতে ছিলেন লক্ষ্মী রায়, ভারতী বর্মন ও প্রীতিকা রায় নামে তিন মহিলা যাত্রী। তাঁরাও চোট পান। তখন স্থানীয়রাই তাঁদের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে প্রশান্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ভুটভুটিচালক পলাতক।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুলাই : তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি ভাস্কর মজুমদার এই কমিটির তালিকা প্রকাশ করেন। সভাপতি বলেন, 'জেলার ৬টি ব্লক থেকে মোট ৩১ জনের একটি জেলা কমিটি এদিন প্রকাশ করা হয়েছে।'

প্লাস্টিকমুক্ত

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৭ জুলাই : আবর্জনা ও প্লাস্টিকমুক্ত করার কাজ শুরু করল উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েত। আগামী ১৫ অগাস্টের মধ্যে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার গ্রাম পঞ্চায়েতে এক আলোচনা সভা হয়।

নলরাজার গড়

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি বেসরকারি সংগঠন আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি গড় পরিদর্শন করে বেশ কিছু দাবি তোলে। তারপরই গড় নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোসাইটি গড়টিকে নলরাজার গড় হিসাবে উল্লেখ করাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বংশীবদন। কোনওভাবেই কোচবিহারের ইতিহাস বিকৃত হতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, গড় ইস্যুতে মুখ খুলেছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী। ঘুরিয়ে বংশীবদনের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন তিনি। তাঁর কথা, 'ঐতিহাসিক নিদর্শন বা স্থাপত্য অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। ঐতিহাসিক তথ্য, নথি ছাড়াই অনেকে চিলাপাতার গড় নিয়ে নানা দাবি তুলেছেন। এর ফলে স্থানীয়দের ভাবাবেগে আঘাত আসতে পারে। এখনও পর্যন্ত গড়ের কোনও আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি বা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়নি। তাই যে কোনও মন্তব্য করার আগে সকলকেই সতর্ক থাকতে হবে।' আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বক্তব্য, 'সঠিক প্রামাণ্য ইতিহাস কোনটি সেটি নিশ্চয়ই সরকার দেখবে। তবে গড়টির সংরক্ষণ প্রয়োজন। আমরা তারই উদ্যোগ নিয়েছি।' সুমন আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটির সভাপতি। সৌরভের সঙ্গে তাঁর অম্লমধুর সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। ফলে গড় নিয়ে প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কের বক্তব্যেও রাজনীতি খুঁজছেন অনেকেই। সবমিলিয়ে আপাতত চিলাপাতার গড়, ইতিহাসের চাইতে অনেক বেশি রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠেছে।

নামেই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ তৈরি হয়। বোর্ড অফ স্টাডিজকে নিয়ন্ত্রণ করে ফ্যাকাল্টি কাউন্সেলিং (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল)। এক অধ্যাপকের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৫ বছর হতে চলেছে। কিন্তু স্ট্যাটিউট আর ইসি না হলে কোনও কিছুই এগোবে না। এমনকি মিলবে না উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন ফান্ডও।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, প্রায় ৩ মাস আগে রাজ্যের পক্ষ থেকে স্ট্যাটিউট অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠানো হয়। এমনকি রাজভবনের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টও পাঠায় আচার্যের কাছে। কিন্তু তার পরেও রাজভবন থেকে এখনও স্ট্যাটিউটের অনুমোদন আসেনি। এমনকি রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর মনোনীত দুজন সদস্যের নামও পাঠাননি। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা প্রশাসনিক কাজ করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে।

স্টোকসের থেকে শিক্ষা নাও, গিলকে গাওয়ার

লন্ডন, ১৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসেবে শুরুটা খারাপ হয়নি। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-২ পিছিয়ে থাকলেও শুভমান গিলের ভারত অনভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আয়োজক ইংল্যান্ডকে। কিংবদন্তি ডেভিড গাওয়ারও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ককে। তবে একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, বেন স্টোকসের নেতৃত্বের কথাও। গাওয়ারের মতে, স্টোকস লর্ডসে যেভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত শুভমানেরও।

এক সাক্ষাৎকারে গাওয়ার বলেছেন, 'একটা দল গড়ে তুলতে অনেক কিছু দরকার হয়। সিরিজ শুরুর আগে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি। শুভমান সেই দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছে প্রথম দুই ম্যাচে। আসলে দলকে নেতৃত্ব দিতে ৩৪ বছর বয়স হতে হবে এমনটা নয়। ২৪-এও সম্ভব। দরকার প্রতিভা, পরিষ্কার মাথা ও নিখুঁত টেকনিক। সেটা থাকলেই যথেষ্ট।'

ভালো দল তৈরির ক্ষেত্রে অধিনায়কের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন গাওয়ার। লর্ডসে স্টোকসের পারফরমেন্সের কথা টেনে সেকথাই বলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। গাওয়ারের মতে, অধিনায়কের সাফল্য দলের খেলায় প্রভাব ফেলে। লর্ডসে স্টোকসের সাফল্য, ইংল্যান্ডের পারফরমেন্সে তারই প্রতিফলন। স্টোকসের এই মেজাজকেই মিস করছিল ইংল্যান্ড। সারাক্ষণ ৯০ মাইল গতিতে বল করেছেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাকিদের যা উদ্দীপ্ত করেছে সেরাটা দিতে। শুভমান যার থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

এদিকে, বেন ডাকেটের অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ শট নিয়ে কোহলির উদাহরণ টেনেছেন ব্রায়ান লারা। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির দাবি, ইংল্যান্ড ওপেনার যেভাবে সব সময় রিভার্স সুইপ করেন তার কোনও প্রয়োজন নেই। লারা বলেছেন, 'দিনের শেষে মূল

ডাকেটকে বিরাট-খোঁচা লারার

কথা, টিকে থাকতে তোমার হাতে শটের বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আমি মনে করি, সেটা আমার ভীষণভাবেই ছিল। বিরাটকেই দেখুন, ওর এসব শট (রিভার্স সুইপ) খেলার প্রয়োজন পড়ে না। আমি নিজেও রিভার্স সুইপে থার্ডম্যানে খেলার জায়গায় ওই বলকেই এক্সট্রা কভারে খেলতাম।'

কয়েকদিন আগে সম্মান দেখিয়ে লারার অপরাজিত ৪০০-র রেকর্ড না ভেঙে চর্চায় দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩৬৭ রানে অপরাজিত থাকা অবস্থায় নিজেই দলের ইনিংসে ইতি টানেন। প্রথম এবং একমাত্র ব্যাটার হিসেবে চারশোর শিখরে পা রাখার স্মৃতি রোমন্থন করে

> দিনের শেষে মূল কথা, টিকে থাকতে তোমার হাতে শটের বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আমি মনে করি, সেটা আমার ভীষণভাবেই ছিল। বিরাটকেই দেখুন, ওর এসব শট (রিভার্স সুইপ) খেলার প্রয়োজন পড়ে না। আমি নিজেও রিভার্স সুইপে থার্ডম্যানে খেলার জায়গায় ওই বলকেই এক্সট্রা কভারে খেলতাম।
>
> **ব্রায়ান লারা**

লারা জানান, চারশোর আশা কখনও করেননি। সম্ভবও ছিল না। খেলতে খেলতেই রেকর্ড হয়ে যায়। প্রথমে একশো। তারপর দ্বিশতরান। প্রথম থেকেই বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে ছিলেন। যার পরিণতিতে চারশো।

বুমরাহ-পন্থকে নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত

বেকেনহামে প্রস্তুতিতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

বেকেনহাম, ১৭ জুলাই : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। বিলেত সফরের শুরু থেকেই 'ভালো খেলেও ম্যাচ হারের' ধারা এখনও চলছে।

হেডিংলের প্রথম টেস্টের পর লর্ডসে তিন নম্বর টেস্টেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কেন জয়ের কাছে গিয়েও ম্যাচ হারতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে? প্রশ্নটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আর এমন অবস্থার মধ্যে আজ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয় নতুনভাবে সামনে এসেছে। এক, বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ বাঁ হাতে চোট পেয়েছেন অর্শদীপ সিং। জসপ্রীত বুমরাহকে ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হলে অর্শদীপ খেলতে পারেন, এমন একটা সম্ভাবনা থাকলেও আজ তাঁর চোটের পর ছবিটা বদলেছে। দুই,

অনুশীলনে চোট পেলেন অর্শদীপ

বুমরাহ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে ম্যাঞ্চেস্টারে চার নম্বর টেস্টে তিনি খেলবেন কি না, কারোর জানা নেই। তিন, বেকেনহামে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ঋষভ পন্থ খেললেও কিপিং করতে হয়তো পারবেন না। তাহলে কি ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যাটার হিসেবে খেলবেন? যদি তাই হয়, তাহলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন কে?

প্রশ্ন অজস্র। কোনও প্রশ্নেরই জবাব আপাতত নেই। আজ লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামের মাঠে শুভমান গিলরা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্টের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। শুক্রবার ভারতীয় দলের ফের ছুটি রয়েছে অনুশীলনে। শনিবার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাঞ্চেস্টার রওনা হওয়ার কথা। এমন অবস্থায় আজ বেকেনহামের মাঠে অনুশীলনের পর সহকারী কোচ রায়ান টেন সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে দলের নেটে অবশ্যই ব্যাট করবে ঋষভ। লর্ডসে প্রবল যন্ত্রণা নিয়েই ব্যাটিং করেছিল ও। এখনও সেই যন্ত্রণা রয়েছে ওর আঙুলে। ঋষভের মতো ক্রিকেটারকে ছাড়া প্রথম একাদশের কথা ভাবাই যায় না। দেখা যাক কী হয়। তবে ও কিপিং কতটা করতে পারবে, এখনও নিশ্চিত নয় সেটা।' টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ঋষভ আজ ছিলেন না। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ফিট হয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ২৩ জুলাই চার নম্বর টেস্ট শুরুর আগে ঋষভ কি ফিট হতে পারবেন? জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে উইকেটকিপিং না করলে সেই দায়িত্বটা কে সামলাবেন? লোকেশ রাহুল কি কিপিং করবেন? নাকি নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো কাউকে বসিয়ে ধ্রুব জুরেলকে খেলানো হবে? ঋষভের মতোই বুমরাহর ম্যাঞ্চেস্টারে খেলার সম্ভাবনা নিয়েও কোনও দিশা দিতে পারেননি দলের সহকারী কোচ রায়ান।

এদিকে, আজ জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার দিলীপ বেঙ্গসরকারের তোপের মুখে পড়ছেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার এক নম্বর বোলারের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে 'বাছাই' করে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন বুমরাহ। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি খেলেননি। লর্ডসে খেলেছেন। ম্যাঞ্চেস্টারে বুমরাহ খেলবেন কি না, কারোর জানা নেই। এমন অবস্থায় বেঙ্গসরকার আজ বলেছেন, 'জাতীয় দলে এভাবে নিজের পছন্দমতো বাছাই করে ম্যাচ খেলা যায় না। সেটা উচিতও নয়। তাছাড়া একটা টেস্টের সঙ্গে পরের ম্যাচের আগে অন্তত সাত-আট দিনের ব্যবধান রয়েছে। ফিট থাকার জন্য আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট সময়।'

> জাতীয় দলে এভাবে নিজের পছন্দমতো বাছাই করে ম্যাচ খেলা যায় না। সেটা উচিতও নয়। তাছাড়া একটা টেস্টের সঙ্গে পরের ম্যাচের আগে অন্তত সাত-আট দিনের ব্যবধান রয়েছে। ফিট থাকার জন্য আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট সময়।
>
> **-দিলীপ বেঙ্গসরকার**

অনুশীলনে হালকা মেজাজে ফুটবলে মেতে ঋষভ পন্থ।

জসপ্রীত খেললে বেশি হারে ভারত

লন্ডন, ১৭ জুলাই : মিশন ইংল্যান্ডে ১-২ পিছিয়ে ভারত।

সিরিজে জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে ২৩ জুলাই শুরু ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে হারা যাবে না। 'ডু অর ডাই' পরিস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরাহর খেলা জরুরি মনে করেন রবি শাস্ত্রী থেকে সুনীল গাভাসকার। এহেন পরিস্থিতিতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন ডেভিড লয়েড। বুমরাহ খেললেই নাকি বেশি হারে টিম ইন্ডিয়া! বেশি জেতে বুমরাহহীন ভারতীয় দলই!

বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৪৭টি টেস্ট খেলেছেন। যেখানে জয়ের (২০টি) চেয়ে হারের (২৩টি) পাল্লা বেশি। পাশাপাশি এই সময়ে বুমরাহকে ছাড়া খেলা ২৭টি টেস্টে ভারত হেরেছে মাত্র ৫টিতে। জিতেছে ১৯ ম্যাচে! তিনটি ড্র। চলতি সিরিজেও একই হাল। বার্মিংহামে বুমরাহকে ছাড়া জিতেছে ভারত। উলটোদিকে সিরিজে বুমরাহর খেলা দুটি টেস্টেই হেরেছে ভারত।

যে পরিসংখ্যান নিয়ে লয়েডের গলায় কটাক্ষের সুর। এক ক্রিকেট শোয়ে বলেছেন, 'শুনছিলাম, বুমরাহহীন ভারতীয় দলের চেয়ে ওর খেলা ম্যাচে নাকি ভারত বেশি হারে!

খোঁচা লয়েডের

অবাক করার মতো। অথচ, ও সম্ভবত বিশ্বের সেরা বোলার। ওর অ্যাকশন বিদ্যুটে হলেও বেশ কার্যকর।'

সিরিজে তিনটি টেস্ট খেলার কথা আগেই জানিয়েছিলেন বুমরাহ।

> শুনছিলাম, বুমরাহহীন ভারতীয় দলের চেয়ে ওর খেলা ম্যাচে নাকি ভারত বেশি হারে! অবাক করার মতো। অথচ, ও সম্ভবত বিশ্বের সেরা বোলার। ওর অ্যাকশন বিদ্যুটে হলেও বেশ কার্যকর।
>
> **ডেভিড লয়েড**

সেক্ষেত্রে তিন নম্বর টেস্ট কোনটা হবে তা নিয়ে জল্পনা জারি। তবে বাকি দুটি ম্যাচেও বুমরাহ খেললে অবাক হবেন না লয়েড। তিনি বলেছেন, 'কোচ গৌতম গম্ভীর বলে দিয়েছে বুমরাহ পাঁচটার মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলবে। ইতিমধ্যেই দুটি ম্যাচ খেলেছে ও। বাকি দুটির মধ্যে কোন টেস্টে খেলবে, ওরাই বলতে পারবে। আমার ধারণা পরের টেস্টে খেলবেই বুমরাহ। কারণ, চতুর্থ টেস্টেই ইংল্যান্ড সিরিজ (৩-১) জিতে নিলে শেষ ম্যাচে খেলার কোনও মানে হয় না। আর ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত যদি জেতে এবং সিরিজ ২-২ হলে নির্ণায়ক টেস্টে ওকে বিশ্রাম দেওয়া কঠিন। তখন হয়তো শেষ ম্যাচেও খেলবে বুমরাহ।'

অনুশীলনের মাঝে বাঁ হাতে চোট পাওয়ার পর মোটা ব্যান্ডেজ বেঁধে বসে থাকতে দেখা যায় অর্শদীপ সিংকে। বৃহস্পতিবার বেকেনহামে।

আমার কথাও শুনত না স্টোকসি : রুট

লন্ডন, ১৭ জুলাই : লর্ডস টেস্টের পঞ্চম তথা শেষদিন।

জিততে হলে ভারতের দরকার ১৩৫। ইংল্যান্ডের প্রয়োজন শেষ ছয় উইকেট। শেষ হাসি হাসে ইংল্যান্ড। জয়ের অন্যতম কারিগর স্বয়ং অধিনায়ক বেন স্টোকস। ব্যাটে-বলে সাফল্যের সঙ্গে নিজের সবটুকু দেওয়ার পণ। সকালে শুরুতে ৯.২ ওভারের লম্বা স্পেল। এরপর ১০ ওভারের স্পেল! ক্লান্তি সরিয়ে দলের স্বার্থে যেন জীবন বাজি রাখা।

দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৪ ওভার বোলিং। ব্যাট হাতেও দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন ক্রিজে। চোট-প্রবণ স্টোকসের যে প্রয়াস প্রশংসা কুড়িয়েছে ক্রিকেটমহলে। শুধু

লম্বা স্পেল নিয়ে একগুঁয়ে

নিজে অধিনায়ক বলে নয়, জো রুট অধিনায়ক থাকাকালীনও একই কাজ করতেন। দলের প্রয়োজনে টানা বোলিং করে যেতেন। রুট বারণ করলেও শুনতেন না। বারবার চোট-আঘাত ভোগালেও মাঠে নেমে সবসময় অগ্রাধিকার দলকে।

স্টোকসের আগে দলের দায়িত্ব সামলানো রুট বলেছেন, 'আপনি স্টোকসিকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই পারেন। যদিও লাভের লাভ কিছু হবে না। আমিও পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার কোনও কথা শুনত না। নিজে যা মনে করবে সেটাই করবে। চোটের আশঙ্কা থাকলেও থামবে না! মাঝেমধ্যে জয়ের জন্য এতটা মরিয়া হয়ে যায়, আমরাই আশঙ্কায় ভুগি।'

লর্ডস টেস্টের সময়ও নাকি কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম সতর্ক করেন। খেলা চলাকালীন বোলিং পরামর্শদাতা টিম সাউদিকে দিয়ে স্টোকসকে বলেও পাঠান, টানা বোলিংয়ের প্রয়োজন নেই। বিশ্রাম নিক। কিন্তু কে শোনে কার কথা। স্টোকসের মতো একজন অধিনায়ক রুট বলেছেন, 'ও যা করছিল, আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আবার না চোট পেয়ে বসে। ম্যাচের শেষপর্যন্ত ও খেলতে পারবে তো? একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার, নিজের শরীরকে ও খুব ভালো বোঝে। জানে, কতটা ধকল শরীর নিতে পাবে।'

চোট সারিয়ে ভারত সিরিজে ব্যাটে-বলে স্টোকসের অলরাউন্ড শো বদলে দিচ্ছে টিম ইংল্যান্ডের চেহারাও। রুটের কথায়, যে মেজাজে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে, তাতে তাঁরা খুশি। স্টোকসের ফর্মে থাকা দলের জন্য জরুরি ছিল। সামনে থেকে সবসময় নেতৃত্ব দিচ্ছে। একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্টোকসের মতো একজন অধিনায়ক পাওয়া গর্বের।

লর্ডসে জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লান্তির কথা অবশ্য মেনে নিয়েছিলেন। স্টোকস মজা করে বলেছিলেন, আগামী চারদিন বিছানাতেই কাটাবেন। তারপর ২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টের প্রস্তুতি। রুটের কাছে যে ম্যাচ হতে চলেছে নতুন ইতিহাসের মঞ্চ। প্রথম ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০০০ রানের মাইলস্টোনে পা রাখতে রুটের দরকার আর ২০৪। যেখানে আর কোনও ব্যাটার পাঁচ হাজারের গণ্ডিই পেরোতে পারেনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্টিভেন স্মিথের সংগ্রহ ৪২৭৮।

লম্বা স্পেলে লর্ডস টেস্টে বল করে সবার প্রশংসা পাচ্ছেন বেন স্টোকস।

বুধবার ঋষভ পন্থের মতো এক হাতে ছক্কা মারলেন দীপ্তি শর্মা।

পন্থের শট নকল করে চর্চায় দীপ্তি

সাদাম্পটন, ১৭ জুলাই : ইংল্যান্ডের ২৫৮ রানের জবাবে ওপেনিং জুটিতে ৮ ওভারে ৪৮ রান তুলে মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন প্রতীকা রাওয়াল ও স্মৃতি মান্ধানা। একইসঙ্গে ওডিআইয়ে অন্তত ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে সবাধিক গড়ের (৮৪.৬৬) নজির গড়ে ফেলেন তাঁরা। প্রতীকাদের তৈরি মঞ্চে অপরাজিত ৬২ রানের ইনিংসে ভারতের জয় আনেন দীপ্তি শর্মা। যা ওডিআইয়ে ভারতীয় মহিলা দলের দ্বিতীয় সবাধিক সফল রানতাড়া। তবে ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের চেয়েও লরেন বেলকে মারা দীপ্তির 'ওয়ান হ্যান্ডেড' ছক্কা চর্চায় চলে এসেছে।

৩৮তম ওভারে বেলের গুড লেংথের বল এক হাতে বাউন্ডারির বাইরে ফেলেন দীপ্তি। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে এই শট প্রসঙ্গে দীপ্তি বলেছেন, 'এই শট আমি ঋষভ পন্থের ব্যাটিং ভিডিও দেখে রপ্ত করেছি। নেটেও একাধিকবার অনুশীলন করেছি এই শট। এক হাতে ছক্কা মারতে ভালোলাগে। গতকালের পিচে সুইপ শটও কাজে এসেছে। জেমিমা রডরিগেজের সঙ্গে বড় পার্টনারশিপ লক্ষ্য ছিল। দলকে জেতাতে পেরে ভালো লাগছে।'

যশস্বীর শট নিয়ে প্রশ্ন ব্রডের

দ্বিতীয় ইনিংসে জোফ্রা আর্চারের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের এই শট খেলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড।

লন্ডন, ১৭ জুলাই : তাঁর প্রতিভা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের যোগ্যতা ও স্কিলের প্রমাণ দিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

হেডিংলের মাঠে সিরিজের প্রথম টেস্টেই শতরান করেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ প্রতিভাবান ওপেনার যশস্বী। তারপর থেকে তাঁর ব্যাটে বড় রান নেই। ভালো শুরু করছেন। কিন্তু বড় রান আসছে না। দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া লর্ডস টেস্টেও ব্যর্থ ওপেনার যশস্বী। এমন অবস্থায় তাঁর শট বাছাই নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কিংবদন্তি ইংরেজ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। লর্ডসে যেভাবে যশস্বী আউট হয়েছেন, তা একেবারেই পছন্দ হয়নি তাঁর। যশস্বীর শট নির্বাচনের সমালোচনা করে বিলেতের এক চ্যানেলে ব্রড আজ বলেছেন, 'জয়সওয়ালের শট বাছাই দেখে আমি অবাক। বিরক্তও। ও অসম্ভব প্রতিভাবান। স্কোরবোর্ড সচল রাখতেও জানে। কিন্তু লর্ডসে যেভাবে ও আউট হয়েছে, সেটা কখনোই প্রত্যাশিত নয়।'

দ্য হোম অফ ক্রিকেটে নিজের শট নির্বাচনে যশস্বী নিজেও হতাশ। আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার পর তাঁর শরীরীভাষাতেই সেটা স্পষ্ট ছিল। শুরুতেই জয়সওয়ালের উইকেট পেয়ে বেন স্টোকসরা বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছিলেন বলেও মনে করছেন ব্রড। প্রাক্তন ইংরেজ জোরে বোলারের কথায়, 'খুব খারাপ শট খেলেছিল যশস্বী। ওর আউট হওয়ার পরই ইংল্যান্ড বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে যায়।'

যশস্বীর কড়া সমালোচনা করার পাশে আজ মহম্মদ সিরাজকে নিয়েও মুখ খুলেছেন ব্রড। লর্ডসে বাড়তি আগ্রাসন দেখানোর কারণে সিরাজকে জরিমানার কবলে পড়তে হয়েছিল। ম্যাচ রেফারির এমন সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি ব্রডের। তাঁর কথায়, 'সিরাজ কোনও ভুল করেছে বলে আমার মনে হয় না। একজন জোরে বোলার ইনিংসের শুরুতে বিপক্ষ দলের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে আউট করতে পারলে উৎসবে ভাসবেই। সেটাই স্বাভাবিক। মনে হয় না ওর জরিমানার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে।'

অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : প্রাক মরশুম সিয়েচেম ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা ক্রিকেট দল। পুদুচেরিতে আজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর হিমাচলপ্রদেশকে ২ উইকেটে হারিয়ে দিল বাংলা দল। মোট ছয় দলের এই প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চ্যাম্পিয়ন হল সৌরাশিস লাহিড়ির কোচিংয়ে থাকা অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল। খেতাব জয়ের পর বিকেলের দিকে পুদুচেরি থেকে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ কোচ সৌরাশিস উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরুর আগে এই সাফল্য বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে আগামীর আত্মবিশ্বাস দেবে। পুরো প্রতিযোগিতায় দল হিসেবে দুর্দান্ত খেলেছে বাংলা।' বাংলার আশুতোষ কুমার ২০ রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। পুদুচেরিতেই এবার ছয় দলের একদিনের প্রতিযোগিতা খেলবে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আগামী সপ্তাহে শুরু সেই প্রতিযোগিতা। উল্লেখ্য, বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দল পুদুচেরিতে প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতা খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেও বাংলার সিনিয়ার দলের প্রস্তুতি কবে শুরু হবে, এখনও অজানা। সূত্রের খবর, অগাস্ট মাসের শুরুতে লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে বাংলা দলের অনুশীলন শুরু হতে পারে।

প্রজ্ঞানানন্দের কাছে হারলেন কার্লসেন

লাস ভেগাস, ১৭ জুলাই : ডোম্মারাজু গুকেশের পর এবার রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

পরপর ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। কয়েকদিন আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের কাছে হেরেছেন বিশ্বের এক নম্বর। এবার লাস ভেগাস ফ্রি স্টাইল গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুরে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের কাছে হারলেন কার্লসেন। শুধু তাই নয়, কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠতে ব্যর্থ নরওয়ের তারকা।

লাস ভেগাস ফ্রি স্টাইলে দাবায় মাত্র ৩৯ চালে কার্লসেনকে মাত করে দেন প্রজ্ঞানানন্দ। সেই সঙ্গে বিশ্বের এক নম্বর তারকার বিরুদ্ধে তিনটি ফর্ম্যাটেই জয় লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। আপাতত গ্রুপ হোয়াইট থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে শেষ আটে উঠেছেন ভারতীয় দাবাড়ু। নকআউটে তাঁর প্রতিপক্ষ কারুয়ানা। অন্যদিকে, গ্রুপ ব্ল্যাক থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন আরেক ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি। তিনি খেলবেন নোদিরবেক আব্দুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে। তবে শেষ আটে উঠতে ব্যর্থ ভিদিত গুজরাটি।

ম্যাচের সেরা দেব মুর্মু। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

ফাইনালে সেন্ট জোসেফ

পতিরাম, ১৭ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল রাজীবপুর সেন্ট জোসেফ উচ্চবিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১০-০ গোলে বাদামাইল এলপি উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করে ম্যাচের সেরা দেব মুর্মু। জোড়া গোল সত্যজিৎ মার্ডি ও রাজীব হাঁসদার। অন্য গোলটি জয়দেব টুডুর। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে পতিরাম হাইস্কুল ও কুমারগঞ্জ হাইস্কুল।

e-Tender Notice

Notice Inviting e-Tender Notice inviting e-Tender by the undersigned for the works vide e-NIT No. III/2025-2026, DATED: 15/07/2025, Last date & time of online bid submission is 24/07/2025 upto 15.00 Hrs. For further details you may contact office on any office working days or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Pradhan,
NKS Gram Panchayat

ডুরান্ডের প্রচারে অমিতাভ বচ্চন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : বাড়ল ডুরান্ড কাপের পুরস্কার মূল্য।

এদিন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে কলকাতা পর্বের আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকে কাঠি পড়ল ডুরান্ড কাপের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহিত মালহোত্রা ছাড়াও সামরিক বাহিনী ও রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। তবে এদিন বোধহয় শুরুতেই পর্দায় সুনীল ছেত্রীর ডুরান্ড কাপের প্রচারে অমিতাভ বচ্চনকে হাজির করানো সবথেকে বড় চমক। তিনি সবাইকে মাঠে আসার অনুরোধ জানালেন সম্প্রচারকারী চ্যানেল সোনি নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মালহোত্রা বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে অর্থাৎ গত ছয় বছর ইস্টার্ন কমান্ড এই টুর্নামেন্ট বিশাল করে আয়োজন করছে। এখন এর ঐতিহ্য অনুযায়ী প্যান-সিটি টুর্নামেন্টে পরিণত হয়েছে। কলকাতা ছাড়াও জামশেদপুর, শিলং কোকরাঝাড় ও ইম্ফলে ম্যাচ হচ্ছে। আগে এর মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ১.২ কোটি। যা এবার থেকে বেড়ে হল ৩ কোটি টাকা। এছাড়া তিন বিভাগে ব্যক্তিগত পুরস্কার হিসাবে তিনটি এসইউভি দেওয়া হবে।' ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'এশিয়ার সবথেকে পুরোনো এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যা যা ব্যবস্থা করা দরকার, সবই করা হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে।' ২৩ জুলাই ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ইস্টবেঙ্গল বনাম বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ দিয়েই বল গড়াবে ডুরান্ডের।

গত মরশুমে টিকিট নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে কলকাতার দুই প্রধানের সমস্যা হয়। যার জেরে এবার শুরুতে নাম প্রত্যাহার করার কথাও বলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে এদিন টিকিট বণ্টন সম্পর্কে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের কাছে টিকিট নিয়ে কারও কোনও ক্ষোভের কথা জানা নেই। কলকাতার চার ক্লাবকে বলে মোহিত মালহোত্রা জানান। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন দলের তিন ট্রফির মধ্যে প্রেসিডেন্টস কাপ বিজয়ী দলের হাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তুলে দেবেন টুর্নামেন্টের পর তাঁর নিজস্ব বাসভবন রাইসিনা হিলস অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ভবনে।'

মোহনবাগান-মহমেডান ডার্বি ছাড়া বাকি ম্যাচে আমরা ৫০০০ সাধারণ টিকিট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২০০০ টিকিট ছাড়াও কিছু পরিমাণ প্লাজা, ভিআইপি, ভিভিআইপি টিকিট ও কার পাস দেওয়া হবে। ডার্বি ম্যাচের টিকিট বিন্যাস আলাদা হবে। এছাড়াও আইএফএ কলকাতার ম্যাচগুলিতে ১২০০ ও অন্যান্য টিকিটও পাবে। ডার্বিতে চার দলই ওই ৫০০০ করে টিকিট পাবে।' টিকিট পুরোই ছাড়া হবে বলে তিনি জানান। এবারও ছয় বিদেশিকে নথিভুক্ত করিয়ে চারজনকে একাদশে রাখা যাবে। আর পুরো টুর্নামেন্টেই নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করানো যাবে স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ আগে কিশোর ভারতীতে হওয়ার কথা থাকলেও যুবভারতীতে করে দেওয়া হয়েছে। ৩১ জুলাই এই ম্যাচ দিয়ে মোহনবাগান তাদের যাত্রা শুরু করলেও মহমেডান তার আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিপক্ষে যুবভারতীতে ২৮ জুলাই। এবার একটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ পাচ্ছে কলকাতা। ১৭ অগাস্ট সেই ম্যাচ যুবভারতীতে। বাকি তিন ম্যাচ কোকরাঝাড়, শিলং ও জামশেদপুরে। সেমিফাইনালের একটি শিলং ও অন্যটি কলকাতায়। ২৩ অগাস্ট যুবভারতীতে ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হচ্ছে।

কলকাতায় ডুরান্ড কাপের প্রদর্শনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

রাইসিনা হিলসে প্রেসিডেন্টস কাপ দেবেন রাষ্ট্রপতি

কল্যাণীতেই ডার্বি ২৬ জুলাই

বড় ম্যাচ পিছিয়ে গেল এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : ১৯ জুলাই ডার্বি হচ্ছে না। ম্যাচ পিছোচ্ছে।

দফায় দফায় বৈঠক। দর্শক সংখ্যা নিয়ে দরকষাকষি। আইএফএ ও কল্যাণী স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের পরিশ্রম, সবটা যে বিফলে গেল তা বলা চলে না। এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৬ জুলাই কল্যাণী স্টেডিয়ামেই হবে কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বড় ম্যাচ।

বুধবার থেকেই ইস্ট-মোহন ম্যাচ আয়োজনের যাবতীয় তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল কল্যাণীতে। তবে বিকেল গড়াতেই আকাশ ভেঙে পড়ে আয়োজকদের মাথায়। আচমকাই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজনে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। বড় ম্যাচের উত্তেজনা সামাল দেওয়ার পরিকাঠামো নিয়েই নাকি সমস্যা। এরপর মুখ রাখতে দর্শকের সংখ্যা আরও কমিয়ে নতুন করে ম্যাচ আয়োজনের আবেদন জানায় আইএফএ। তাতেও বরফ গলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে ফের পুলিশের সঙ্গে আলোচনার জন্য কল্যাণী ছুটে যান রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত।

এদিন দফায় দফায় বৈঠকের পর শেষপর্যন্ত অনুমতি মিললেও ম্যাচ পিছোতে বলা হয়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই আগামী সপ্তাহের শনিবার, অর্থাৎ ২৬ জুলাই ডার্বি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। রাজ্য ফুটবল সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অল্প সময়ে দর্শকদের টিকিট সংগ্রহে সমস্যা হতে পারে। সেকথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত।' যদিও অন্দরের খবর একটু অন্যরকম। ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল সমাবেশ রয়েছে। ওই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই নাকি ১৯ জুলাই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি প্রশাসন। যদিও কল্যাণী স্টেডিয়ামের চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, 'কল্যাণী পুলিশের ডার্বির মতো ম্যাচ আয়োজনের অতীত অভিজ্ঞতা নেই। পরিকাঠামো তৈরির জন্যই কিছুটা সময় নেওয়া। তাছাড়া আইএফএ-রও ডার্বি নিয়ে যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য একটু সময় প্রয়োজন।' খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লিগের ডার্বিকে কেন্দ্র করে আয়োজকদের যা পরিকল্পনা ছিল মোটের ওপর তা একই থাকছে। ১৩ হাজার টিকিট বিক্রিরই অনুমতি মিলেছে।

সরকারি রিপোর্টে কাঠগড়ায় বিরাট!

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুলাই : আইপিএল জয়ের উৎসব ঘিরে বেঙ্গালুরুতে হওয়া পদপিষ্টের ঘটনায় সরকারি রিপোর্টে কাঠগড়ায় তোলা হল বিরাট কোহলিকে। কর্ণাটক হাইকোর্টে পেশ করা রিপোর্টে সরকারের তরফে কারণ হিসেবে বিরাটের দিকেও আঙুল তোলা হয়েছে।

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ৪ জুন এম চিন্নাস্বামীর উৎসবে সমর্থকদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেন

পালটা দাবি আরসিবি-র

বিরাট। প্রিয় তারকার যে ডাকে সাড়া দিয়ে বিশাল সংখ্যক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সমর্থক ভিড় জমান চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে। যা সামলাতে পারেনি পুলিশ। বিরাটের ভিডিওর পাশাপাশি পুলিশের অকর্মণ্যতা, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা এবং আরসিবি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকেও দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে।

কর্ণাটক সরকারের তদন্ত রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, দেরি করে গেট খোলা হয়েছিল। ফলে ভিড়ের চাপ বেড়ে যায়। সরকারের তরফে চিন্নাস্বামীর অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া না হলেও পুলিশ কার্যত আরসিবি কর্তৃপক্ষের 'ভৃত্যের' মতো কাজ করেছে। কোনওরকম বোঝাপড়া ছিল না। ফলস্বরূপ ১১ জনের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা।

আরসিবি-র তরফেও পালটা অভিযোগ করা হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে কোর্টকে জানানো হয়, বেঙ্গালুরুতে পা রাখার পর বিরাট সহ গোটা দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। কর্ণাটক বিধানসভা ভবনে হওয়া অনুষ্ঠানে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের উৎসবের কথা জানানো হয়।

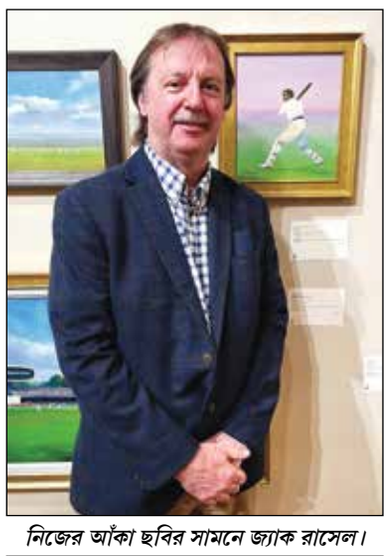

নিজের আঁকা ছবির সামনে জ্যাক রাসেল।

শচীনের প্রতিপক্ষ রাসেল এখন চিত্রকর

লন্ডন, ১৭ জুলাই : একসময় দক্ষতার সঙ্গে জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন।

উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ে ঘুম উড়িয়েছেন শচীন তেন্ডুলকার, মহম্মদ আজহারউদ্দিনদের। আজ সেই হাতেই দস্তানা, ব্যাট ছেড়ে তুলির রঙে ফুটিয়ে তুলছেন একের পর এক মনোরম চিত্র। জ্যাক রাসেল। ইংল্যান্ডের অন্যতম সফল উইকেটকিপার-ব্যাটার। এই মুহূর্তে যাঁর পরিচয়, তিনি চিত্রশিল্পীও।

ভালোবাসার ক্রিকেট ছেড়ে নতুন পেশা। খ্যাতির সঙ্গে এনে দিয়েছে জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও। রাসেলের কথায়, ক্রিকেট খেলে তিনি যত টাকা পেতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আয় চিত্রশিল্পী হিসেবে। তাঁর সৃষ্টি, শিল্পকলা মূলত ক্রিকেটকেন্দ্রিক। সামাজিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সেই ছবির প্রচার এবং বিক্রি করেন। সমাজমাধ্যমে সর্বক্ষণ যুক্ত থাকলেও বাকি সময়ে ফোন এড়িয়ে চলেন। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। ই-মেল বা সরাসরি সাক্ষাৎ, এভাবেই যোগাযোগ রাখেন সবার সঙ্গে!

নেটমাধ্যমের যুগে যা রাসেলের কর্মকাণ্ডের মতো অবাক করা। শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দল যখন বিলেতের মাটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত, তখন রাসেল ব্যস্ত লন্ডনের ক্রিস বিটলস গ্যালারিজুড়ে নিজের সৃষ্টি নিয়ে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮, ইংল্যান্ডের হয়ে ৫৪টি টেস্ট খেলেছেন। গোটা দুয়েক শতরান সহ প্রায় হাজার দুয়েক রান রয়েছে নামের পাশে। এর মধ্যে একটা শতরান ভারতের বিরুদ্ধে।

প্রায় আড়াই দশক ক্রিকেট থেকে দূরে। রংতুলির মাধ্যমেই ক্রিকেটের সঙ্গে যোগসূত্রের নয়া সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন বছর একষট্টির জ্যাক রাসেল। রাসেলের আর্ট গ্যালারিতে ঢুঁ মারলে ক্রিকেট নস্টালজিয়া ঘিরে ধরবে। কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের ছবির লম্বা তালিকায় রয়েছে রনজি সিংজির প্রতিকৃতিও।

রাসেলের কথায়, 'প্রতি বছরই ক্রিকেট ইতিহাস থেকে নতুন নতুন চরিত্র রংতুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। গতবছর প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন ও বডিলাইন সিরিজ ছিল আমার ছবির বিষয়। এবার রঞ্জিত সিংজি। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম রঙিন চরিত্র। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে, এটাই রনজি সিংজিকে নিয়ে কিছু করার সঠিক সময়।'

স্বাভাবিক ছন্দে সবুজ-মেরুন

আক্রমণাত্মক মেজাজে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার বিকাল।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দুই অনুশীলন গ্রাউন্ডে পাশাপাশি প্র্যাকটিসে মগ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। তখনও পর্যন্ত শনিবার ডার্বি হচ্ছে এটা মাথায় রেখেই অনুশীলন করে গিয়েছে দুই প্রধান। তবে রাতের দিকে সরকারিভাবে জানানো হয়, ডার্বি ম্যাচ একসপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল ছিল বেশ সিরিয়াস। টানা দুই ম্যাচ ড্র করার পর গত ম্যাচে হেরে চাপে কোচ বিনো জর্জ। তাই এদিন বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। টানা তিন ম্যাচ জয়হীন থাকায় ডার্বিতে খেলোয়াড়দের থেকে বাড়তি তাগিদটা বের করে আনতে চাইছেন বিনো। ফুটবলারদের ভুলত্রুটি গুলি অনুশীলনে শুধরে দিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সিনিয়ার ও জুনিয়ার ফুটবলারদের মধ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিস করে ইস্টবেঙ্গল। জুনিয়ার ফুটবলারদের দলে তিন সিনিয়ার ফুটবলার এডমুন্ড লালরিনডিকা, রামসাঙ্গা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে দলে রাখেন। লিগে এই তিন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করাতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তবে, এদিন ম্যাচ চলার সময় আমন সিকে-র আঙুলে চোট লাগে। যদিও চোট তেমন গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছেন এই কেরালাইট ফুটবলার। ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় পিভি বিষ্ণুকেও কিছুক্ষণ খেলিয়ে দেখে নেন বিনো।

বুধবার কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিল মোহনবাগান। তাই এদিন হালকা মেজাজেই অনুশীলন করালেন বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো। কালীঘাট ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের রিকভারি সেশনে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন বাগান ফুটবলাররা। প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফের ছন্দে মোহনবাগান। গত ম্যাচে কালীঘাটের বিরুদ্ধে জিতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে তাদের।

লড়েও হার মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : তিন ম্যাচ হয়ে গেল। এখনও জয়ের দেখা নেই। কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে আরও একটা হার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ম্যাচে দুইবার সমতা ফিরিয়েও সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। নওবা মিতেইয়ের হ্যাটট্রিকে খিদিরপুর এসসি-র কাছে ৩-২ গোলে পরাজিত সাদা-কালো ব্রিগেড।

বৃহস্পতিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে গোল করে খিদিরপুরকে এগিয়ে দেন নওবা। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ম্যাচে সমতা ফেরান সজল বাগ। ৫৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ফের খিদিরপুরকে এগিয়ে দেন নওবা। এরপর আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে ফের সমতা ফেরায় মহমেডান। ৮৩ মিনিটে গোল আদিসন সিংয়ের। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৮৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে খিদিরপুরের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক নওবা।

অন্যদিকে, উয়াড়িকে উড়িয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল ভবানীপুর এফসি। ৩-০ ব্যবধানে জয়ের দিনে জোড়া গোল করলেন ভবানীপুরের বিদ্যাসাগর সিং। অপর একটি গোল জোজো জাইমিংথাঙ্গার।

গোল পেলেন না মেসি, হার মায়ামির

সিনসিনাটি, ১৭ জুলাই : মেজর লিগ সকারে শেষ ৫ ম্যাচের প্রতিটিতেই জোড়া গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি। যার সুবাদে জয় মিলেছিল ৪টি ম্যাচে, ড্র ১টি-তে। মায়ামির সেই জয়ের ধারা বৃহস্পতিবার আটকে গেল এফসি সিনসিনাটির কাছে ০-২ গোলে হেরে।

গোটা ম্যাচেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল মায়ামি। বলের দখল নিজেদের পায়ে রাখলেও আক্রমণে কার্যকারিতার অভাবে ভুগল মেসির দল। চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককেও। ম্যাচের প্রথম গোলমুখী শট তিনি নিয়েছেন প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে।

হারের ধাক্কায় হতাশ মেসি।

৯০ মিনিটে গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে মাত্র ২টি। অন্যদিকে, ১৬ মিনিটেই জেরার্দো ভালেনজুয়েলার গোলে এগিয়ে যায় সিনসিনাটি। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটের মধ্যেই স্কোর ২-০ করেন এভানডার। ৭০ মিনিটে দলের তৃতীয় গোল আসে তাঁর পা থেকেই। হারের ফলে ২০ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে মায়ামি। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার থেকে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে মেসির দল। হারের মধ্যেও সুখবর রয়েছে মায়ামি সমর্থকদের জন্য। জাতীয় দলে মেসির ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত রডরিগো ডি পলকে দেখা যেতে পারে মায়ামির জার্সিতে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডারের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে মায়ামির। জাতীয় দলের পর এবার ক্লাবেও মেসির পাশে রডরিগোকে দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

জাপান ওপেনে আশা শেষ ভারতের

টোকিও, ১৭ জুলাই : জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনে ভারতের যাত্রা শেষ।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতীয় তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন হারলেন জাপানের কোদাও নারাওকার কাছে। ম্যাচের ফল ১৯-২১, ১১-২১। মহিলাদের সিঙ্গলসে ভারতের অনুপমা উপাধ্যায় ২১-১৩, ১১-২১, ১২-২১ পয়েন্টে চিনের লিয়াং-ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে হেরেছেন। ওয়াং ঝিয়াই পরাজিত হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২২-২৪, ১৪-২১ পয়েন্টে চিনের লিয়াং-ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

বাসিন্দা রিতেশ মণিহার - কে 13.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80A 03619 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির এই জয় আমার জীবনে নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং আনন্দ এনেছে এবং এর জন্য আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি সিকিম রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ কিছু জিনিস অর্জনে সাহায্য করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন

* বিজ্ঞাপীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল দিশা

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে কলাবাগান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরিকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে সূর্য মণ্ডল ও মণিজিৎ দাস গোল করেন। ম্যাচের সেরা সূর্য। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে সূর্য মণ্ডল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল পঞ্চানন

জামালদহ, ১৭ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার মাঝিরবাড়ির পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ ৩-০ গোলে অশোকবাড়ি জাগ্রত সংঘকে হারিয়েছে। পঞ্চাননের জোড়া গোল করেন প্রশান্ত বর্মন। তাদের অন্য গোলটি রঘুনাথ আশোয়ারের। ম্যাচের সেরা প্রশান্ত। শুক্রবার খেলবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা প্রশান্ত বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

ম্যাচের সেরা হয়ে মেহেবুব হক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

নায়ক মেহেবুব

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : আইএফএ ও কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ আন্তঃ বিদ্যালয় ফুটবলে বৃহস্পতিবার দেওচড়াই হাইস্কুল ১-০ গোলে পাটছড়া তারাকান্ত হাইস্কুলকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে মেহেবুব হক।

রামকৃষ্ণর ড্র

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে বুধবার রামকৃষ্ণ রয়্যালস ও কোচবিহার হেরিটেজ এফসি-র ম্যাচ গোলশূন্যভাবে ড্র হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা হয়েছে হেরিটেজের সজল বর্মন। শনিবার খেলবে খেলাঘর এফসি ও চেকপোস্ট এফসি।

ম্যাচের সেরা সজল বর্মন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর